মোহের প্রায়শ্চিত্ত

নাটক

[ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে]

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ১।০
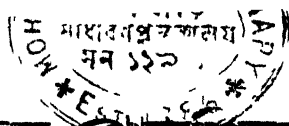
মোহের প্রায়শ্চিত্ত।

[নাটক]

প্রস্তাবনা।

শূন্য পথ।

(মেনকা, উর্ব্বশী, রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি অপ্সরীগণ প্রভাবতীকে বেষ্টনপূর্ব্বক প্রবেশ)

অপ্সরীগণ। (গীত)

জানে না কেউ জানে না।
কচি কোমল ক্ষুদ্র বুকে, কেন জাগে বেদনা।
নির্ভাবনায় হাসি-মুখে, খেল্‌ত যে জন শান্তি-সুখে,
কে জানে হায়, কোন কুহকের নিমেষ ছলনা!—
হঠাৎ ব্যথা বাজ্‌ল বুকে, করুণ বিষাদ জাগ্‌ল চোখে,
ঘনিয়ে এল নেশার ঝোঁকে, প্রাণের যাতনা!
হাসির কথা, দারুণ ব্যথা, (চুপ্ চুপ্) শুনতে সে মানা!

প্রভা। বেদনা-কাতর জনে ব্যঙ্গ-পরিহাস,
ভাল সহৃদয়, স্নেহ-পরিচয়,
করযোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাই,
রক্ষা কর সখিগণ!—

রম্ভা। রাখ্‌বে সেজন, দেবে যারে রক্ষা করার ভার,—
আমরা কি ভাই দোষের দোষী—

প্রভা। (সলজ্জভাবে) শুধুই কথার ধার!

অপ্সরাগণ। (পরস্পরকে সকৌতুকে ইঙ্গিত করিয়া)—
সত্যি কথা, কাজের মাঝে, ফল দেখানো চাই,—
কিন্তু সখি বুঝ্‌ছো ত সব,—হাত আমাদের নাই!

প্রভা। একি জ্বালা—(লজ্জাবনতমুখী-হওন)

মেনকা। আঁখির কোণে সরম অরুণ ভায়—
হাসির কথা, পড়লি বাধা, এ কি বিষম দায়!—

উর্ব্বশী। (নেপথ্যাভিমুখে চাহিয়া, ত্রস্ত-উল্লাসে করতালি দিয়া)
আমরা সবে দাঁড়াই, ওই দ্যাখ্ ভাই, শূন্য আলো করে
প্রেমিক-প্রবর আস্‌ছে ধেয়ে, প্রেমময়ীর তরে!

প্রভা। এঁ্যা সত্য নাকি?—
আসিছে দুর্ব্বাসা-শিষ্য জ্ঞানময় হেথা,—
ছি ছি কি লজ্জা কি লজ্জা,
সখি সখি, হাতে ধরি সবাকার
করলো গোপন মোরে, সকলের মাঝে!—

মেনকা। ওরে চ, চ, আমরা সরে যাই, বুঝ্‌ছিস্ না,—অবস্থা বড় শোচনীয়, আমাদের জন্য সখি বেচারী এবার লজ্জায় মারা যাবে,—

রম্ভা। ঠিক্ ঠিক্, চল আমরা নন্দনকাননে ফুলের হাওয়ায় একটু নাচগান করে বেড়াই—হঁা, কিন্তু ত্যাখো সখি, বন্যহস্তী বশ কর্‌তে হলে, শক্ত মাহুতকেও সাবধান হতে হয়,—বুঝ্‌লে, একটু সাম্‌লে চোলো—হঠাৎ তাড়াহুড়ো দিয়ে, সব মাটী কোরো না।

['প্রভা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

প্রভা। (নেপথ্যাভিমুখে চাহিয়া)

মরি মরি, মূর্ত্তি কি সুন্দর
সুগঠন দীর্ঘ-কলেবর
তেজঃপুঞ্জ জ্যোতিঃ,—নেত্রে ভায়
সে আলোক, অগ্নিশিখা হেরি,—
মুগ্ধ প্রাণ, পতঙ্গ সমান,
আকুল-আগ্রহে ধায়
আত্মহারা প্রায়,—
ঝাঁপায়ে পুড়িতে সুখে,—মরণ-উল্লাসে!
যাই—ছুটে যাই,
পরাণ লুটায়ে দিই চরণ-কমলে

মাগি পদে প্রেম-ভিক্ষা—

(গমনোদ্যত হওন ও লজ্জা, মান, ভয়ের আবির্ভাব)

লজ্জা। ছি, ছি, কি করিছ অবোধ-ললনা, (পথরোধ করিয়া)
এ কি ব্যাকুলতা, কি ঘৃণা কি ঘৃণা,
অপ্সরার হেন বাচালতা,
হাসিবে যে শুনিয়া সকলে !

প্রভা। না না, লজ্জা মোরে দিতেছে যে বাধা,
পারিব না, পারিব না যেতে,
নারীর ভূষণ লজ্জা,—
অত্যাজ্য সর্ব্বথা !—কিন্তু হায়......

মান। (অবজ্ঞাভরে) ছি, ছি, কার তরে "হায় ?"
নারী হয়ে, মান বিসর্জ্জিয়ে
প্রেম-ভিক্ষা আপনি মাগিবে,
এতই কি অশ্রদ্ধেয় রমণীর মান ?
হেরি ব্যবহার,
ত্রিভুবন ঘৃণাভরে দিবে যে ধিক্কার ?

প্রভা। অপ্সরী হইয়ে দিব, মান বিসর্জ্জন ?
প্রাণান্তেও নয়,—(নিশ্বাস ফেলিয়া)
কিন্তু তবু আহা,—তবু মনে হয়
পাই যদি, ক্ষণ সুসময়,—

ভয়। (গম্ভীর-কণ্ঠে) আমি ভয়, নানারূপ ধরে
জ্ঞানহীন, মানস-মাঝারে
আবির্ভূত হয়ে করি কৌতুক যোজনা!
(সাম্‌নে আসিয়া) কোথা যাও, অবোধ অপ্সরা
হের দেখ, মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর
জিতেন্দ্রিয় তাপস-প্রবর
ব্রহ্মতেজে উদ্ভাসিত করি শূন্যপথ
দেবপূজা পুষ্প-অন্বেষণে
ধায় এক মনে,
ভ্রষ্ট করি কর্ত্তব্য হইতে তারে,
সাবধান,
বিনিময়ে অভিশাপ না কর গ্রহণ!—

প্রভা। না না, যাব না, যাব না,—
বিনিময়ে অভিশাপ, কি হবে লভিয়া,—
ভাসিব অকূল স্রোতে?—না না, থাক—

(কামদেবের প্রবেশ।)

কাম। লজ্জা, মান, ভয়, তিন থাক্‌তে নয়!
কিন্তু কামদেব আমি
কামনার পুষ্পবাণ-করে,
নর নারী হৃদয়ের দ্বারে

মোহের প্রায়শ্চিত্ত।

(যুদ্ধ করিতে করিতে কামদেব ও জ্ঞানময়ের
মূর্ত্তিমান আত্মজ্ঞানের প্রবেশ।)

আত্ম। কুসুমেষু,
অসীম কৌশলময়, ছলনা তোমার,
কিন্তু পরাজিতে নারিবে আমারে
হের, ক্রমে তুমি শক্তিহীন, হইতেছ রণে।

কাম। গর্ব্বোন্মত্ত অন্ধ-আত্মজ্ঞান,
সংশয়-বিকৃত এবে, জীবনী তোমার!
ব্রহ্মজ্ঞান নাহি তব আর
বৃথা আস্ফালন,
ভুলেছ অহং জ্ঞানে, আবরি আপনা,
আত্মনাশী দুর্ব্বুদ্ধি-প্রভাবে,
নিশ্চয় মরিবে,—মোহপ্রাপ্ত জ্ঞানময় এবে,
কামের কুহকে মজি সকাম-নয়নে,
চাহিয়াছে কামিনীর পানে
মতিভ্রমে মহামতি পড়েছে বিপাকে
চিত্তে তার,
তব স্থান নাহি আর!
কৃতকর্ম্ম ফল ভোগ শেষে
লভিবে সে পুনরায় তোমা,

কিন্তু এবে তুমি আমার অধীন,
হের এই সম্মোহন-বাণ—
এ শক্তি-সংঘাতে তব প্রাণ,
রবে নিদ্রা অচেতন দীর্ঘ দিন তরে,
সাবধান—

[বাণ ক্ষেপণ ও আত্মজ্ঞানের নিদ্রিত হওন।]

কাম। আইস আত্মজ্ঞান,
জ্ঞানময় মনোরাজ্য হতে
এ সুযোগে, হরি লয়ে যাই তোমা আমি
তাবত নিদ্রিত রহ,
যাবত প্রারব্ধ ভোগ নাহি হয় শেষ,
ভোগ শেষে জাগ্রত করিয়ে
পুনরায় প্রত্যর্পিব তায়।

[আত্মজ্ঞানকে লইয়া প্রস্থান।]

(চন্দ্রাতপ লইয়া ভ্রান্তি-বিকার কুমারীগণের
দ্রুত প্রবেশ।)

প্রথমা। দে, দে, দে, শীঘ্র দে, মায়ার ইন্দ্রজাল-মাথান রঙিন্ চন্দ্রাতপখানা মাথার উপর ত্রিশূন্যে টাঙ্গিয়ে দে, স্বভাবের ওপর অস্বাভাবিক আলোক প্রতিফলিত হোক্,—ভোগ-

লালসার দ্রাণোত্তেজিত, মনোবৃত্তি,—অনুকূল আব্‌হাওয়ার ইঙ্গিতে আকুল উন্মাদনায় অধীর হয়ে উঠুক্ !—তার পর, তার পর,—জ্যোৎস্না হাসুক্, ফুল ফুটুক্, মলয় বয়ে যাক্, মোহময় সঙ্গীতের সুর পৃথিবী প্লাবিত করে বাতাসে ঢেউ তুলে নেচে যাক্—

দ্বিতীয়া। তাপস তপস্যার সম্মান ভুলে যাক্,—

তৃতীয়া। অপ্সরা অপ্সরত্বের অভিমান ভুলে যাক্,—

চতুর্থা। এরা দুজনে, দুজনের কাছে বাঁধা পড়ুক শুধু—দুর্দ্দাম যৌবনের আবেগ-ব্যাকুল, দুটি তরুণ কোমল হৃদয় মাত্র নিয়ে। স্বস্তি—

সকলে। অ !—স্বস্তি !

[চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া সকলের দ্রুত প্রস্থান।]

(অবগুণ্ঠনাবৃতা প্রভার প্রবেশ ও কুণ্ঠিতভাবে
এক পাশে অবস্থান)

(ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে জ্ঞানময়ের প্রবেশ।)

জ্ঞান। এ কি !—
অবরুদ্ধ দৃষ্টি-শক্তি মোর,
কই স্বচ্ছ নীলাকাশ ?—দেখিতে পাই !
এ কি বর্ণ ঘোরে,—
এ কি গন্ধ দ্রাণে

মোহের প্রায়শ্চিত্ত।

অদ্ভুত বিবশা আজ প্রকৃতি জননী !—
নারি কিছু বুঝিতে কারণ,
কি উন্মাদ-আকর্ষণ জাগিছে হৃদয়ে !
প্রমত্ত আকুল প্রাণ
ভুলি সন্ধ্যা গান,—
অভিনব গীতিচ্ছন্দে উচ্ছ্বসিতে চায় !
কি জানি কি ব্যর্থ বেদনায়,
ঝঙ্কারিয়া উঠে বক্ষে
বিরহ ক্রন্দন !—
কি আশ্চর্য্য অবস্থা অন্তর,
এ কি হোল মোর,
সান্ধ্যপূজা পুষ্প অন্বেষণে, দিকে দিকে বিফল ভ্রমণে
পড়িলাম ভ্রমে,—
হেরি এবে নিশি সমাগতা,
কি করি এখন ?
কোথা যাই, পথ কোথা পাই
চারিদিকে হেরি, সব অচেনা-প্রদেশ !—
পরিচিত গগনের আলো,
তাও আজ অন্ধকারে কালো,—
এ কি হোল, এ কি হোল ?

[চারিদিক চাহিয়া।

মোহের প্রায়শ্চিত্ত।

ঐ কে হোথায় ? দেখা যেন যায়,
মেঘে ঢাকা বিজলীর প্রায়
নীলাম্বরি গায় !......ঐ নয় ?
হাঁ, ঠিক ! সেই, সুন্দরী তরুণী !
প্রতি ঊষাকালে, তপোবন-প্রান্তে সেই
পুষ্পবন তলে,—
শুনেছি, শুনেছি ওর সুকণ্ঠের গান।
মন্ত্রমুগ্ধ প্রাণ,
দিতেছে সজীব সাক্ষ্য এখনো তাহার !
শুনেছি নৃত্যের তালে নূপুরের ধ্বনি
দেখেছি অঙ্গুলি-লীলা পল্লবের ফাঁকে,
অকস্মাৎ চোখোচোখি হতে
ব্রীড়ানম্র আরক্ত মুখেতে,
চলে যেতে দেখেছি যে
সরমে সঙ্কোচে !—
সে আজি হেথায় ?
কি বা অভিপ্রায়
হেনকালে হেথা তার ?
বিস্ময় জাগিছে মনে
হেরি একাকিনী, তরুণী রমণী,
ওহো,—

হবে বুঝি পথহারা, নিশার আঁধারে !
সুনিশ্চিত তাই,
যাব কি উহার ঠাঁই
সুধাব কি প্রয়োজন ?
নাঃ থাক্,
নির্জ্জনে রমণী-সম্ভাষণ
নীতি বিগর্হিত প্রথা,—মোর।
থাকে, থাক, যে আছে যেথায়,
আমি চলে যাই নিজ কাজে,—

[প্রস্থান-উদ্যত হইয়া পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন।]

কিন্তু উচিত কি তাই ?
নীতি জ্ঞানী, অন্ধ-অভিমানী-মূঢ়
প্রয়োজনে প্রত্যাখ্যানি, কর্ত্তব্য লঙ্ঘিয়া
নিশ্চিন্ত উদাস রব, বিপন্নের প্রতি ?
ছি ছি, নীচতা সে অতি,
হেন নীতি,—অশুচি দুর্নীতি,
পবিত্র সাধুতা নামে বীভৎস রূঢ়তা !
দূর হোক্ দ্বিধা,
নারীজনে,—বিশেষতঃ হেন স্থান, কালে,
নারীজনে সাহায্যের প্রয়োজন অতি।

(অগ্রসর হইয়া)
ভদ্রে, পরিচয় নাহি জানি,
অনুমানি, পথহারা হয়েছে আঁধারে,
যদি সত্য তাহা হয়—

প্রভা। (বাধা দিয়া) সত্য মহাশয়
সত্য আমি পথহারা আঁধারে সম্প্রতি,

জ্ঞান। দেহ অনুমতি,
সঙ্গীরূপে যাব সাথে,
কোথায় নিবাস তব, করহ নির্দ্দেশ।

প্রভা। তত ক্লেশ কি হেতু সহিবে মহাশয় ?

জ্ঞান। হেতু নাহি জানি,
প্রয়োজন মানি মাত্র।

প্রভা। পরিচয়হীনা, দীনা নারী সাথে
কোন অপরাধে
কেন হেন নিষ্ঠুর ছলনা ?

জ্ঞান। অদ্ভুত ভৎর্সনা !
দেবি, লৌকিকতা অধিক না জানি
ঋষিশিষ্য আমি,
লোকালয় বহির্ভাগে বনমাঝে থাকি
গুরু অনুগ্রহে
যোগাভ্যাসে, যোগবল করি আহরণ

বিমানে ভ্রমণ করি গুরুর আদেশে।
আসিয়াছি পুষ্প অন্বেষণে,
কিন্তু দিক্‌ভ্রমে,
কোথা আজ আসিয়াছি,
নারি নির্ণয়িতে,
হেরি তোমা একাকিনী হেথা,
সুধাই বারতা তাই!
ভদ্রে, না কর সংশয়
বিশ্বস্ত-হৃদয়, মোরে জানিও নিশ্চয়।

প্রভা। হায় মহাশয়
রসনার পরিচয়, কে চাহে তোমার ?
আববিয়া সযত্নে হৃদয়
সাজিয়াছ সহৃদয় অতি চমৎকার!
জয় হোক্ তব করুণার
ক্লেশ নাহি দিব আর
পরিচয় সমাপ্ত এবার
লহ নমস্কার,
হে পথিক, ভুলে যাও
পথহারা উন্মাদিনী জনে—

[প্রস্থানোপক্রম ও জ্ঞানময় কর্তৃক পথ অবরোধ)

ান। সুকঠিন এ কি তিরস্কার

রহস্য অপার!
দেবি, ক্ষম অপরাধ
উৎকণ্ঠা ব্যাকুল অতি মন
কহ সত্য বিবরণ
কি অজ্ঞাত ভ্রমে, আমি অপরাধী হেথা ?

প্রভা। প্রশ্ন কর আপন-হৃদয়।

জ্ঞান। সবিনয়ে ক্ষমা চাই,
কাতর-প্রার্থনা তব পায়—
(সহসা থামিয়া, স্বগতঃ)
এ কি, এ কি অধীর মত্ততা,
সাবধান নির্লজ্জ-হৃদয়,
বাচালতা প্রকাশের স্থান ইহা নয়!
মনোভাব, রুদ্ধ রহ
মানস-মাঝারে······

প্রভা। তাপস-প্রবর ,
সুকঠোর তপস্যা-প্রভাবে
করিয়াছ, হৃদিখানি
দারুণ নির্দ্দয়!
শুখায়েছ হৃদয়ের ধারা
বেঁধেছ পাষাণে প্রাণ,
মমতার স্থান, সেথা এতটুকু নাই !

ভাল তাই থাক্—

জ্ঞান। রসাতলে যাক্,

বৃথা সে সাধনা শ্রম!

অলীক স্বারূপ্য বাঞ্ছা, স্বপ্ন ইন্দ্রজাল

নীরস নৈরাশ্য—চর্চ্চা শুধু।

সত্য, সুকঠোর সত্য দেবি,

শুকায়েছে হৃদয়ের ধারা

তৃষিত প্রতপ্ত হৃদি মরুভূমি সম!

ক্ষুধা-শীর্ণ, শ্রমক্লান্ত প্রাণ,

চায়, শুধু চায়,

এতটুকু শ্রান্তিহারী সুধা।

প্রভা। তাপস সুজন,

এ কি কহ অদ্ভুত বচন,

অকস্মাৎ মতিভ্রম ঘটিল কি তব?

কিম্বা বুঝি কর পরিহাস!

জ্ঞান। প্রাণঘাতী পরিহাস নাহিক সংশয়!

(জানু পাতিয়া)

ছলনার রাণী,

জান নাকি পরিচয় মোর,

চাহ মোর নয়নের পানে

হৃদয়ের পরিচয় পাইবে সেথায়

দেখ, দেখ কি বিষাদমাথা
কাহিনী করুণ !
কি বেদনাভারে প্রাণ অবসন্ন মোর !
দেখ কত তৃষা,—কি অসীম তৃষা—

প্রভা। অসহ্য ও ভাষা,
হে তাপস, আঁখি তুলে চাহি নাই
এখনো দাঁড়ায়ে তাই রহিয়াছি হেথা !
কেন আর যন্ত্রণা বাড়াও,
যাও ভুলে যাও,
মনোব্যথা লুপ্ত হোক্ মনে
সঙ্গোপনে,—চির অন্ধকারে !
দেবার্চ্চনা অসমাপ্ত তব,
যাও, শূন্য সাজি পূর্ণ কর
প্রসূন সম্ভারে।

জ্ঞান। শূন্য সাজি ধন্য হোক্ অনন্ত নির্ব্বাণে !—
(সাজি দূরে নিক্ষেপ)।
দেবার্চ্চনা দেবতা বুঝিবে
মোর দায় নয়,
আমি বুঝি আমার হৃদয়,
দয়া কর—
(দুই হস্তে প্রভার হস্তধারণ

প্রভা। কি কর, কি কর, ছি ছি,

(নত হইয়া বাহু অন্তরালে মুখাবৃতকরণ)

(চন্দ্রাতপের এক প্রান্ত অবনত হইয়া উভয়কে যবনিকা-
অন্তরালে আবৃত করিল)

(ভ্রান্তি-বিকার কুমারীগণের পুনঃ প্রবেশ।)

সকলে। (গান।)

তরল জ্যোছনা স্রোত, ঢেউ তুলে ভেসে যায়
আবেগে পাগল নিশা, ঘুম-ঘোরে হেসে চায়।
মাতাল বাতাস ছুটে, কুসুমের বুকে লুটে,
গোপনের ভাষা টুটে, মুখোমুখি চুমা চায়।
লতা পাতা দুলে দুলে, বলে ছি ছি যাও ভুলে
শাখা বলে কালি কুলে, দিও না গো ধরি পায়।
বাতাস শোনে না মানা, বলে আজ না না না না
জানিতে অজানা জানা, শুধু প্রাণ—শুধু ধায়।
ফুলের সরম টুটে, পরিমল নিতে লুটে
জ্যোছনা যে হাসি ফুটে, বলে দেছে ইসারায়,
মিটাতে—মিটায়ে নিতে, প্রাণভরা পিপাসায়।

(যবনিকা উত্তোলন।)

জ্ঞানময়। তীব্র মাদকতা-ভরা রূপসুধা-পানে
তৃষিত আকুল আঁখি,—উন্মাদ বিহ্বল !

স্পন্দিছে সবলে হৃদি, ব্যাকুল আবেগে,
অয়ি মুগ্ধে, কুরঙ্গ-নয়না,
ফিরে চাও, না কর বঞ্চনা,
গোপন ছলনা ছাড,
—হৃদিভাব জেনেছি তোমার
বুঝেছি বুঝেছি সব
প্রবঞ্চনা অসম্ভব এবে!
এস কাছে সরে
সুকোমল আরক্ত অধরে—

(দুর্ব্বাসার প্রবেশ।)

দুর্ব্বাসা। জ্ঞানময়, কোথা জ্ঞানময়,
এ কি!—হতভাগ্য কাণ্ডজ্ঞানহীন!

প্রভা। ছি ছি, ছাড় ছাড়
কি করিছ তাপস-কুমার—

জ্ঞান। সকাতরে করি অনুনয়—

দুর্ব্বাসা। জ্ঞানময়—
ওরে মূর্খ জ্ঞানময়—

(উভয়ে সত্রাসে চমকিয়া, দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।
ভ্রান্তি-বিকার কুমারীগণ চন্দ্রাতপ গুটাইয়া লইয়া
চলিয়া গেল।)

দুর্ব্বাসা। (সরোষে) আরে রে পাষণ্ড
নীচাশয় পামর দুর্নীত,
বিপ্র হয়ে বিপ্র-আচরণ
বিবংসায় অভিভূত চেতা,
দুর্ভাগা দুরাত্মা,—
দূর হও হেথা হ'তে
পুণ্য-লোকে স্থান তব নাহি আর!
জড়-ভোগে প্রবল লালসা
সর্ব্বনাশা তৃষা,
করে গ্রাস ক্লেশার্জ্জিত সাধনার ফল,
সূক্ষ্ম যোগবল,
ধ্বংস করে নিমেষে নিঃশেষে!
সতর্ক নিষেধ, গুরুর আদেশ
তাও অবহেলি—
ইন্দ্রিয়-তাড়নে অন্ধ মূঢ়
কুৎসিত প্রবৃত্তি মোহে সাজিলি পিশাচ?
দিনু অভিশাপ,
মৃত্তিকা-বিলাসী কীট,
যাও মর্ত্ত্যধামে,
নরক-যন্ত্রণা সহি জননী-জঠরে
একে একে যোগ্যশাস্তি করিও গ্রহণ।

জ্ঞান। (কম্পন) এ কি অন্ধ হোল আঁখি
কাঁপিছে সঘনে দেহ,
বজ্রাগ্নি ঝলসে পুড়ে যায়
সর্ব্ব কায়,— অসহ্য দহন।
হো, হো পদদ্বয়
স্খলিত যে হয়
শূন্যচ্যুত হইনু এখন
পতন, পতন (পতনোন্মুখ-হওন।)

(নেপথ্যে। তিষ্ঠ শূন্যে, আমাব বচনে ক্ষণকাল।)

(দ্রুতপদে ব্রহ্মময়েব প্রবেশ ও দুর্ব্বাসাব
সম্মুখে নতজানু-হওন।)

ব্রহ্ম। শঙ্করেব অংশজাত সাক্ষাৎ শঙ্কর
গুরুদেব, সম্বব, দারুণ ক্রোধ—

দুর্ব্বাসা। বৃথা উপরোধ,
অন্যায্য না কহ ব্রহ্মময়
সাবধান,
জান, ইহা কোন স্থান?

ব্রহ্ম। জানি তাতঃ শূন্যদেশ।

দুর্ব্বাসা। বুঝ মনে,
শূন্য হেথা সব,

অসম্ভব মমতা-করুণা
দয়া নির্দ্দয়তা, কারো স্থান নাহি হেথা !
শূন্য-মাঝে পাপপুণ্য কেহ কোথা নাই,
আছে শুধু, স্পন্দন-সঞ্চার
মায়ার বিকার,
হেন চমৎকার ভ্রান্তি ঘটিল যে হেতু !

ব্রহ্ম। অজ্ঞানের ক্ষম অপরাধ
ক্ষণস্থায়ী ভ্রান্তিমাত্র তার।

দুর্ব্বাসা। অবশ্য,—
কিন্তু সংযমের ব্যভিচার নহে মার্জ্জনীয়।
কামের কুহকে
জ্ঞানময় জ্ঞানদৃষ্টি হীন
মূঢ় দীন,—অচেতনে
আত্মধন দেছে পরহাতে,
শাস্তি তার কোথা যাবে ব্রহ্মময় ?
মুহূর্ত্তের তুচ্ছ মতিভ্রম,
কিন্তু দণ্ড তার কঠিন বিষম,
ক্ষমা নাই, দয়া নাই, সত্যের বিচারে !
আছে শুধু পাষাণ কঠোর 'ন্যায় !'
ব্রহ্মময়, না কর সংশয়
বুঝ মনে, যোগ ভ্রষ্ট জনে

মোহের প্রায়শ্চিত্ত।

চিত্তশুদ্ধি তপস্থা-কারণে
কর্ম্মভূমি মর্ত্ত্যধামে যায়,
পরিতাপ কেন বৃথা তায়
ক্রোধ মোর নহেক অন্যায়
জানি নাথ, ঐ দুর্ভাগার
প্রাক্তনের সনস্থত্রে গাঁথা ছিল তাহা।
নহে কার সাধ্য ঘটায় এমন ?

ব্রহ্ম। (জ্ঞানময়ের হস্ত ধরিয়া)
মন্দভাগ্য জ্ঞানময়
করিলাম জ্ঞানদৃষ্টি-দান
প্রণিধান কর ভাই, অবস্থা আপন!—

জ্ঞান। কি হোল, কি হোল,
সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে মোর।
দুরন্ত চাঞ্চল্য বেগে উদ্‌ভ্রান্তি টানিয়ে
চিত্তবৃত্তি হইয়াছে, কলুষ কুৎসিত!
এ কি বিপরীত ব্যভিচার ?
বশীকৃত করায়ত্ত অন্তর্ বাহির্
চলি গেছে আয়ত্ত-বাহিরে ?
কি হবে? কি হবে ?
বদ্ধজীব এবে আমি অভিশপ্ত মূঢ়।
অনুতাপ—জলন্ত বাড়বানল

ছারখার করি দহে প্রাণ
তবু, তবু নাহিক বিরাম
কি ভীষণ? কাম-মনস্কাম
এখনও মানসমাঝে ঘূর্ণীপাকে দোলে?
ছি ছি জাগিছে ধিক্কার
জঘন্য-বিকার।—কোথা যাই, যন্ত্রণা জুড়াই।
চতুর্দ্দিকে নেহারি যে বিভীষিকা ভয়।
হায়!
মুহূর্ত্তের বুদ্ধি বিপর্য্যয়
তার মাঝে যুগান্ত প্রলয়।
কি ঘটিতে, কি ঘটিয়া গেল।

ব্রহ্ম। মোহে মজি আত্মদৃষ্টি ছাড়ি
করিয়াছ কাম উপাসনা,
জ্ঞানময়, দংশন-যন্ত্রণা তার
অনিবার্য্য ভোগ!
কর্ম্মফল অখণ্ড সংসারে
নিয়তির গতি রোধিবারে
অক্ষম, নিয়ন্তা নিজে।

জ্ঞান। অগ্রজ-প্রতিম ব্রহ্মময়,
দয়া করি জ্ঞান দৃষ্টি দানি,
কৃতজ্ঞতা-ঋণে ঋণী করিলে আমায়

মোহের প্রায়শ্চিত্ত।

প্রণমি চরণে ভাই,
তব স্নেহ-ঠাঁই, বিক্রীত রহিল চির-
উপকৃত অনুজের শির।
গুরুদেব, কি আর কহিব
চরণে প্রণাম ; করিয়াছ উচিত-বিধান
রাখিয়াছ ন্যায়, ধর্ম্ম, সত্যের মর্য্যাদা,
হতভাগ্য আমি উচ্চ-চেতা,
করিয়াছি আত্ম-অপমান,
ভুলিয়াছি তোমার সম্মান
গুরুদত্ত মহামূল্য জ্ঞান
অবহেলে হয়েছি বিস্মৃত!
আত্ম নাশ দুষ্টমন্ত্রে করেছি আশ্রয়
ভুলে গেছি আপন-প্রত্যয়
প্রভু, ক্ষমা-যোগ্য নয় অপরাধ,
ক্ষমিও না মোরে
দেহ তীব্র স্বরে, ন্যায্য প্রাপ্য অভিশাপ মোর!
ওহো, কি কলুষ ঘোর
বীভৎস-কঠোরভাবে ছাইয়াছে প্রাণ!

ব্রহ্ম। অনুতাপে রুদ্ধ কণ্ঠস্বর
ফাটিছে অন্তর
অবরুদ্ধ বাষ্প বেগে!

আহা আজীবন, শুদ্ধ চেতা ঊর্দ্ধরেতা জন,
ক্ষুদ্র ছলে ক্ষণিকের ভ্রমে
দুস্তর যন্ত্রণা নদে, হইল মগন।
মরি মরি, কি যন্ত্রণা সহে আজ সাত্বিক-প্রধান!

দুর্ব্বাসা। বুঝ মতিমান
মুহূর্ত্তের বুদ্ধি ভ্রান্তিতরে
কাম-কামনারে যদি চিত্তে দেহ স্থান,
ভয়াবহ তার পরিণাম,
সতর্ক রহিও বৎস সদা
অহঙ্কারে আপনারে না-কর প্রত্যয়!
শুন জ্ঞানময়
অত্রিপুত্র মিথ্যাবাদী নয়
অভিশাপ অব্যর্থ হইবে
সত্যবাদী-জন বাক্য করিতে লঙ্ঘন,
অন্যে থাক দূরে
মহাবিষ্ণু অক্ষম আপনি!
জ্ঞানময়, হীনতম বাসনা-পরশে
মনবুদ্ধি অশুচি হয়েছে তব,
আমি বৎস হেতু মাত্র শুধু,
ক্ষোভ পরিহর, আশীর্ব্বাদ ধর
যাও বৎস মর্ত্যধামে চিত্তশুদ্ধি হেতু।

মর্ত্ত্য-ক্লেশ-জ্বলন্ত-অনলে
পঞ্চক্লেশ করিয়া দহন,
আচরিয়া কঠোর সাধন
পুনরাগমন কর হেথা,
মায়ামুক্ত জ্ঞানময় হ'য়ে!
এক জন্ম জনমগ্রহণে
প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হবে তব
করি আশীর্ব্বাদ
চির-অবসাদ অচিরে ঘুচিয়া যাবে।

জ্ঞান। ভগবান, ভাষা নাহি সরে আর অভাগার মুখে।
দয়াময়, আশীর্ব্বাদ, অধম-তনয়ে
গুরুপদে যেন মতি রহে
শক্তিহীন মন্দভাগ্য আমি,
গুরুভক্তি-বলে
গুরু-শক্তি অবলম্বি যেন মুক্তি পাই!

দুর্ব্বাসা। তথাস্তু, গুরুরূপী ব্রহ্মজ্ঞানে, রবে দৃঢ়মতি;

[প্রস্থান।

ব্রহ্মময়। আর তোমা রাখিবারে নারি,
জ্ঞানময়, ইচ্ছা যদি হয়
মোর ঠাঁই, বর কিছু কর আকিঞ্চন।

জ্ঞান। গুরুভ্রাতা, স্নেহময় অগ্রজ-প্রতিম

এই আকিঞ্চন, করুণার নিদর্শন তব
পাই যেন হেরিবারে সঙ্কট-সময়ে।
জন্মান্তরে, দুর্বিপাক-ঘোরে
পরিত্রাণ কোরো ভাই মোরে
বিপদের কালে
অন্তরে সঞ্চারি দিও, উন্নত-চেতনা।
দেহান্তরে ভ্রান্ত হৃদি যেন
অন্যায়, অনর্থে, নাহি মজে,
বিষবৎ পরিহরি পার্থিব-আসক্তি
চিত্ত যেন রহে মোর নির্লিপ্ত সতত।

ব্রহ্ম। বুদ্ধিমান, কি কহিছ বাতুলের মত?
তাই যদি হবে,
অসার্থক যাবে, ভাই, গুরু অভিশাপ।
স্নেহাস্পদ, বুঝ মনে
কামিনী কারণে, আজি তব এই অধোগতি,
সুতরাং নারী-পক্ষপাতি,
দেহান্তরে অবশ্য হইতে বাধ্য তুমি!
প্রাক্তনের সংস্কার অখণ্ড সংসারে
তবে, আত্মশক্তি-সাধনার বলে
একাগ্র পুরুষকার-ফলে
বজ্রপাতস্থলে, সূচিপাত অকাট্য নিশ্চয়।

শুন জ্ঞানময়,
আমি তোমা করি আশীর্ব্বাদ,
ইন্দ্রিয়বিজয়ী ভবে হবে সুনিশ্চিত
চরিত্র প্রভাবে, চিত্তজয়ী হবে,
অবহেলে আত্মাহুতি দানে—
উচ্চস্তরে আত্মত্রাণে,
লভিবে পরম-গতি।
যদি আমি হই ব্রহ্মচারী
যদি আমি হই সত্যবাদী,
যদি মোর গুরুপদে রহে দৃঢ়ভক্তি
তবে কহি সত্য-উক্তি—
জীবনের এই সর্ব্বনাশ, এই আত্মঘাত—
প্রতিফল, গুরু-অভিশাপ,
হোক তব, আত্মার চরম শুভ-হেতু!

জ্ঞান। (প্রণাম করিয়া) কৃতার্থ হইনু ভাই ;

ব্রহ্ম। যোগীগণ, যার বলে যোগারূঢ় হয়
পায় ধ্যানে, পরম-রতনে।
যেই ব্রত করিয়া পালন,
কামরূপী পবন-নন্দন,
ইচ্ছামৃত্যু হইল দেবব্রত,
যার বলে ক্ষুদ্র জীব, শিব আখ্যা লভে,

প্রকৃতি মানিয়া পরাভব
স্বেচ্ছায় কিঙ্করী সাজে, যে শক্তি প্রভাবে,
সেই মহাব্রত ব্রহ্মচর্য্য
কায়মনে আজীবন করিয়া পালন
যে শক্তি ধারণ করি, গুরু-কৃপাবলে
সেই শক্তি-বলে, তোমা কৈনু শক্তি দান,
জন্মান্তরে লব্ধ দেহ, প্রাণ,
নিশ্চয় পবিত্র রবে, আমরণকাল।
দিনু বর
যতক্ষণ বাঞ্ছা রহ, বিমান-প্রদেশে।

(প্রস্থান।)

(ক্রোধের প্রবেশ)

ক্রোধ। আমি ক্রোধ,
উপরোধ করি সকলেরে
চণ্ডালত্ব করিতে গ্রহণ
ব্রহ্মশক্তি স্পর্শি তোমা ছিল এতক্ষণ
পারি নাই, নিকটে আসিতে তাই
এবে মোর সুযোগ মিলিছে।
(জ্ঞানময়কে স্পর্শ করিয়া)
জ্ঞানময়,

মোহের প্রায়শ্চিত্ত।

হের ঐ পাপিষ্ঠা অপ্সরা
মুহ্যমানা মূঢ়া, ঋষি ক্রোধ আতঙ্কে শিহরি এবে!
ঐ তব দুর্দ্দৈব কারণ
স্মরণ করহ সে সকল।

জ্ঞান। আরে রে, পিশাচি,
তোর তরে, আজি মোর ঘটিল দুর্দ্দশা
দিনু শাপ, যাও ধরাধামে!

প্রভা। জ্ঞানময়, জ্ঞানময়
কি নির্দ্দয় অভিশাপ শাপিলে আমায়!
মোর দুর্দ্দশায়
এতটুকু বেদনাও জাগিল না মনে!
ধিক্ থাক, পাষাণ-পরাণে,
কিন্তু, মিথ্যাবাদী, কি কহিলে তুমি
নারী শুধু মানবে মজায়
নরের দুর্দ্দশা-হেতু শুধু নারীজাতি?
ধিক্ মূঢ়মতি!
ঘৃণিত অসত্যমাখা নিদারুণ ভাষা
কেমনে নির্লজ্জ মুখে কৈলে উচ্চারণ
নিজ-বুকে কর হস্তার্পণ
শোন দেখি স্পন্দন সংবাদ তার!
জ্ঞানময়, বুঝে দেখ সত্য সে ভাষার!

তা যদি না হত
রসাতলে যেত সৃষ্টি,—বহু—বহুদিন!
নারী শুধু মানবে মজায়
শুনে হাসি পায়,
চমৎকার, কি সূক্ষ্ম বিচার
নারী শুধু মানব মজায়!—আর নর অবতার
—নির্ব্বিকার ত্রিজগৎ-মাঝে চিরদিন।
কি নির্লজ্জ কর্কশ চীৎকার
ধিক্কার জাগে না মনে, ধিক্ নরজাতি?
মুখরা হয়েছি অতি, আজ
অসহ্য আঘাতে হেথা!
তেজ-গর্ব্বী পুরুষ-ধীমান
পৌরুষের গৌরব প্রমাণ
দয়া করে দেখাবে কি মোরে!
কহ বুদ্ধিমান
বুদ্ধিহীনা অবলার বুদ্ধি-বৈলক্ষণ্য
সংশোধন করেছ কি ক্ষমা করুণায়।
জ্ঞানহীনা বলি তায়, দয়া কি করেছ!
শুধু—শুধু বিদ্বেষে শিখেছ
করিবারে উচ্চ তিরস্কার!
হায়, প্রতিবাদ কি করিব তার,

কিন্তু জ্ঞানময়, বুঝি দেখ অবস্থা-নিচয়
সত্য নারী মজে,
কিন্তু নাহি ভজে ধৈর্য্য ত্যজি, কভু
নির্লজ্জ ক্ষিপ্ততা হেন!
হে সংযমী, তাপস-কুমার,
কহ সত্য,
দৈবায়ত্ত বিকার-বিগ্রহে
ধৈর্য্য ত্যজি, অধীর আগ্রহে
কেবা আগে দিল, আত্মবলি!

জ্ঞান। ছলনায় তুমি মোরে ছলি,
হাবভাবে মনোভাব করিয়া প্রকাশ
মমতায় মুগ্ধ করি প্রাণ
ঘটাইলে এই পরমাদ!

প্রভা। সব মম অপরাধ?—আর তুমি?
তুমি নিষ্কলঙ্ক নিষ্পাপ, নির্দ্দোষ!
ধিক্
জ্ঞানময়, ঘৃণা হয় এর পরে শব্দ উচ্চারিতে!
মনে হয়, পার প্রমাণিতে
আত্মপক্ষ সমর্থন-তরে
কূট-যুক্তি ধরে,—
পার তুমি অবশ্যই পার বলিবারে

ব্যাধের সুবিধামাত্র স্মরে
ব্যাঘ্র পশে বাগুরায় নিঃস্বার্থ উদার!
নহে নাহি তার অন্য আর
কোন আকর্ষণ!......
ওগো সত্যবাদী জন,
এই মিথ্যা ক্রোধের কারণ
তোমায় শাপিতে, শক্তি লভিনু এখন!
ডাক, ক্রোধ প্রতিহিংসা সঙ্গিনী তোমার
লইব আশ্রয় তার
সমুচিত ব্যবহার দিব প্রতিশোধ!

(ক্রোধের পশ্চাৎ হইতে প্রতিহিংসার আবির্ভাব)

প্রতি। এই যে এসেছি আমি,

প্রভা। এস সখি হৃদয়-সঙ্গিনী, (ধারণ)
জ্ঞানময় অকাতরে দেছ যথা ঘোর অভিশাপ
আমিও শাপিনু তথা—
দেহান্তরে আমারি সৌন্দর্য্য-মোহ তরে
ঘটিবে তোমার ভাগ্যে অশেষ-লাঞ্ছনা!
মনস্তাপে,—
মরিবে জর্জ্জর হয়ে!

জ্ঞান ও প্রভা। (কম্পন) যাই, যাই,
ক্রোধ হিংসা কলুষ পরশে

অবশিষ্ট উচ্চ শক্তি হইল বিনাশ
হতভাগ্য দোঁহে
পড়িলাম, পড়িলাম স্বর্গচ্যুত হয়ে!

(পতন)

(ধর্ম্মশক্তি ও শূল-হস্তে নিয়তির প্রবেশ।)

ধর্ম্ম। দাঁড়াও দাঁড়াও নিয়তি, অত তাড়না কোর না, একটু থাম।

নিয়তি। জ্ঞানময়ের বিকারগ্রস্থ জীবাত্মা ধরাধামে চলে গেছে, তুমি আর এখানে কেন? যাও, দূর হও!—

ধর্ম্ম। আমি জ্ঞানময়ের মূর্ত্তিমান ধর্ম্মশক্তি। এতদিন সূক্ষ্মভাবে জ্ঞানময়ের আত্মাকে আশ্রয় করেছিলাম, আজ বুদ্ধিভ্রংশ জ্ঞানময় আমায় অবমাননা করে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই নিরাশ্রয় হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, বল এখন কোথা যাই?

নিয়তি। যেখানে জ্ঞাতা, সেইখানে জ্ঞান, যাও তার কাছে মর্ত্ত্যধামে,

ধর্ম্ম। আমি যে তার অন্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি, সেখানে গিয়ে আবার কি করে সংমিলিত হব, বলে দাও।

নিয়তি। ধর্ম্মশক্তির সূক্ষ্ম সংস্কার, তার অন্তরাভ্যন্তরে আছে, উপযুক্ত সময়ে সূক্ষ্ম—স্থূলকে আকর্ষণ করবে। যাও, তার নবলব্ধ জীবনের পারিপার্শ্বিক ঘটনা-তরঙ্গের মধ্যে গুপ্তভাবে অবস্থান করগে, তার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী অনাদৃতা বালিকার অন্তরে অভিমানরূপে, কিছু অংশ প্রচ্ছন্ন থেক, আর শ্রেষ্ঠ-অংশ, তার

পূর্ব্বকৃত সুকৃতিরূপী জ্ঞানদাতা গুরুগণের, ধর্ম্মসঞ্চারণ-শক্তিতে লিপ্ত থাকগে, সময়ে নিজাশ্রয় প্রাপ্ত হবে।

ধর্ম্ম। যাই, যাই, নিয়তি,—কিন্তু হায়, বড় কষ্ট।

নিয়তি। বিকারপ্রাপ্ত জীবাত্মার অধোগমনে পূর্ব্বজাত ধর্ম্মশক্তি নিরাশ্রয় হয়ে এমনই দুর্ব্বিষহ ক্লেশভোগ করে। যাও শক্তি, শুভ-সুযোগের প্রতীক্ষা করগে. আর এখানে নয়!

ধর্ম্ম। উহু হু নিষ্ঠুর, কি নিষ্ঠুরতা!

নিয়তি। আমি নিয়তি, নিয়ন্তার আদেশ-পালনে চিরবাধ্য। চল শক্তি চল।

[উভয়ের প্রস্থান।)

(চিন্ময়ের প্রবেশ।)

চিন্ময়। তাই ত, এ ত মন্দ মজা হোল না!—বুকে কেমন একটা যেন খচ্‌খচে ব্যথা বোধ হচ্ছে, চোখেও যেন দু-এক ফোঁটা জল আসি আসি কর্‌ছে, অথচ খুব একটা প্রাণখোলা উচ্ছ্বাসের হাসিও ভেতর থেকে ঠেলে এসে ঠোঁটের ওপর ফুটে পড়্‌তে চাইছে! কি চমৎকার ব্যাপার দ্যাখো ত। বেচারা ভালমানুষ জ্ঞানযোগী—এক লহমার আহম্মকীর দোষে, হঠাৎ পা পিছ্‌লে কোথা থেকে কোথায় ছিট্‌কে গিয়ে পড়্‌ল দ্যাখো। এখন যাক্‌ কর্ম্মভূমিতে, কর্ম্মযোগ সাধন করে, তবে গরীবের নিষ্কৃতি! ঠাকুরটির বজ্জাতি দ্যাখো, খামকা মানুষকে নাজেহাল

পেসেহাল করা নয়! এর নাম হচ্ছে তাঁর সখের খেলা! হাত্তেরি! ইচ্ছে করে ধরে দিই ঘা-কতক! আরে মোল, আমার আবার এ কি হচ্ছে নাঃ, উহুঁ—এ রাগটা—অনুরাগের দিকে ঘুরিয়ে নেওয়া যাক্!...হাঁ হাঁ, খেলাই ত বটে! যোগের বিঘ্ন, ধ্যানের বিঘ্ন, তপস্যার বিঘ্ন,—ঠিক্ ঠিক্—ভুলে যাচ্ছি বটে,—তারই ওপর ত সৃষ্টি-রহস্য প্রতিষ্ঠিত! বিঘ্ন যদি না থাকৃত, আর সব ভালমানুষগুলিই যদি সিধে সড়ক ধরে, সোজা পাড়ি মারৃত, তাহলে, সৃষ্টিও থাকৃত না, সৃজনও চলৃত না, মাঝখান থেকে নিষ্কর্ম্মা হয়ে, স্রষ্টা-বেচারা খাবি খেয়ে মরৃত! উহুঁঃ, সেটা ঠিক্ নয়, কিন্তু, কিন্তু—হাঁ খেলায় যোগ দেওয়ায় লাভ আছে, হাত পা ছুড়ে বেশ হাল্কা ফূর্ত্তি লুটতে পারা যায় নয়? ঠিক্! ফেল বাজি, বহুত আচ্ছা, এই আমিও বাদে লাগলুম,—ঠাকুর, ওগো ঠাকুর, বাঃ সরে পড়েছ বুঝি! সাবাস্ ছেলে! এই ছিলেন সাকার, এখন বেগতিক দেখে একেবারে নিরাকার নির্ব্বিকল্প সেজে বস্‌লেন! ছাখো ত দুষ্টুমি! আচ্ছা থাক, থাক—আমিও দেখ্‌বে দেখ্‌ব দেখুব! তোমার পরিহাসের প্রণয়-ফাঁস ছিঁড়ে খুঁড়ে, জয় জগন্নাথ ব'লে তোমার জ্ঞানসাধক সেবককে উদ্ধার ক'রে আন্‌বই—আন্‌ব! যদি তোমার—দাসানুদাস ভক্ত হই, যদি তোমার প্রেমমুগ্ধ সখা হই, তবে ওগো ঠাকুর, তোমার প্রেমের জোরেই প্রাণের বল দেখাব! তুমি সাকার সেজে বেরিয়ে এস আর

নিরাকার সেজে লুকিয়ে থাক, কোন দুঃখ নাই, আমি কিন্তু সবাইকে ব'লে দেব,—ভগবানের জগৎজোড়া কৌতুক-ভঙ্গী যতই জবর রহস্যময় হোক্, কিন্তু ভক্তের বুকভরা প্রেমভক্তি, তার চেয়ে ঢের—ঢের বেশী জবর আনন্দময়!

(গান।)

(এবার) কার কত বল বুঝিব,
প্রতিবাদী হয়ে এস প্রেমময়, প্রেমরণে আজ মাতিব।
আমি তব দাস, তবগত প্রাণ, তোমাতেই সদা আছি সমাধান
তুমি আমি এক তাই ভগবান, প্রাণভরে খেলা খেলিব।
ভুলাব জীবেরে ভবের ভিক্ষা প্রেমের মন্ত্রে দানিব দীক্ষা
জানাব জীবেরে আত্মরক্ষা, আপনা-চিনাতে শিখাব।
জ্বালিব আলোক মলিন মরমে, শান্তি ঢালিব পীড়িত জীবনে
জাগাব জীবের পরম চেতনে, ভেদ মুছে ভুল ভাঙ্গিব।
ঘুচাতে জীবের কর্ম্ম-বাঁধন, ভুলায়ে কামনা শিখাব সাধন
পুরুষার্থ-বলে পায় নারায়ণ, হরিবোল বলে গাহিব।
তোমার দাপট, ওগো ও কপট,—ভাঙ্গিব, এবার ভাঙ্গিব।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রিস্থম্বর রাজপথ।

(বাহাদুর ও সীতানাথ।)

বাহা। আরে রহনে দেও!

সীতা। তোমার হুকুমে না কি? আমি নিজের চোখে দেখে আস্‌ছি, বাতশ্লেষ্মা বিকারে তুল্লু-মুদি বেচারার জ্ঞানগোচর নেই—আর—

বাহা। আরে চোপ উল্লু, উ দোকান পর বৈঠ্‌কে ঘি বেচ্‌তা হ্যায়,—

সীতা। ঘি বেচ্‌ছে? বটে,—তোর মাথার ঘি বুঝি?

বাহা। কেয়া বোলে উল্লু!

সীতা। চপ্‌রও, ভাল্লু।

বাহা। কেয়া? হাম্ চুপ্ করে গা?

সীতা। একবার ত বলে দিয়েছি, আর বকে হায়রাণ হ'তে পারি না!

বাহা। কেয়া —দেখো গে তব্?

সীতা। মাণিক আমার ক্রমশঃই ঝল্‌সে উঠছেন যে! কি কস্‌রৎ দেখাবে সোণার চাঁদ?

বাহা। কেঁও, দিল্লাগি! শয়তান কাফের!

সীতা। চপ্‌রাও, ফের-ফার বুঝিনে, সোজা পথ আছে, কাজকর্ম্ম থাকে, চট্‌পট্‌ চলে যাও,

বাহা। বেখাতির্‌ সে! পহেলা সাজা লেও!

সীতা। বল কি বন্ধুবর? জান, এ জায়গাটার নাম রিস্থম্বর যে!

বাহা। তেরা শ্বশুরা কো রিস্থম্বর?

সীতা। তবে রে পাজি—(অস্ত্র নিষ্কাশন।)

বাহা। (ভীতভাবে সরিয়া) আরে, আরে কেয়া করো দোস্ত! কসুর মাপ কিজিয়ে!—যা হোক্‌ বেয়াদবি শিখেছিস্‌ বাবা, জিবের ডগে শানান বাৎ' আর খাপের ভেতর ধারাল হেতের না থাক্‌লে এক কদম তোরা চলিস্‌ নে! সাবাস্‌ বাবা, তোদের জেতের ধাতটা মালুম পাওয়া বড় শক্ত কথা!

সীতা। ত্থাখ্‌ ভাই বাহাদুর-মিঞা, তুই যদি মানুষের মত মানুষ হতিস্‌, তাহলে এ হেতেবটা, আজ অম্‌নি খাপে ঢুকুতাম না। (অসি কোষস্থকরণ) কিন্তু মনে রাখিস্‌, এ জায়গাটা ডাহা রাজপুতের রাজত্ব,—তোদের আফগানিস্থানের কিস্‌মিস্‌ মোনক্কার ক্ষেত নয়।

বাহা। আরে হাঁ হাঁ দোস্ত, সো বাত'ত বহুত আচ্ছা, বহুত ঠিক্‌! উ ত হাম জরুর সম্‌ঝায়া, মাগর—

(নেপথ্যে। বাহাদুর, বাহাদুর—)

বাহা। এঁ্যা, ঐ যে, হ্যাঁ, হুজুর!—(গোঁফ পাকাইয়া সদম্ভে)

তবে রে ব্যাটা, ভারি যে চ্যাট্‌ চ্যাট্‌ করে শোনালি!—কিসের জন্য এত বল্‌তো! বলি রিস্থস্বর কেল্লাটা কার, তা খেয়াল্‌ রাখিস্‌?

সীতা। যা যা, চলে যা, আর বাকচাতুরী করিস্‌ নি, তোর মত খেয়ালের স্বপ্ন দেখ্‌বার ফুর্‌সুৎ আমার নেই।

বাহা। চপ্‌রাও—

সীতা। বলিস্‌ কি! চপ্‌দারীতে বেড়ে তালিম্‌ আছিস্‌ ত, যা ব্যাটা ভিড় ঠেল্‌ গে—

(প্রস্থানোদ্যত হওন।)

বাহা। (পথরোধ করিয়া) এই এই, ফাঁকি দিয়ে পালাস্‌ নি, পাণ্টা-জবাবটা দিই থাম!—কি বলে, ওর নাম কি, হাঁ,—তবে রে ব্যাটা, থামকা গালাগালি দিয়ে,—

সীতা। আরে মোল, এ যে ক্রমেই বাড়াবাড়ি কর্‌ছে, বলি তোর মতলবখানা কি বল্‌ত? কি চাস্‌?

বাহা। দাঁড়া, ভেবে বলি, (ঘাড় চুল্‌কাইয়া) হাঁ ঠিক্‌,—তোর মুণ্ডুটা চাই!

সীতা। বহুত আচ্ছা, শির জামিন রাখ্‌লুম, আয় ত দাদা এক-হাত খেলি—(অসি কোষে হস্তার্পণ)

(ইন্দ্রজিতের সহিত আজিমুদ্দিনের প্রবেশ)

আজি। কি, কি হয়েছে কি?—

বাহা। বন্দেগী জাঁহাপনা, হুজুর মুলুকের মালিক, গরীব

বেপবোয়ার—(সীতানাথের প্রতি) আরে ঐ নিমকহারামি করে পালাস্ নি যেন, আগে আমি নালিশটা শেষ করি,— শুনুন হুজুর—

সীতা। কি গ্রহ, আচ্ছা নে ব্যাটা নালিশ রুজু কর, তোর মনিব মহোদয়ের দৌড়টাও না হয় দেখে যাই!

আজি। বেতমিজ বদবখৎ খবরদার।

সীতা। মন্দ নয়, ইনিও দেখছি, খবরদারিতে বিষম তুরুস্ত আছেন!

আজি। চপ্, ক্যা হুয়া বাহাদুর, ক্যা হুয়া?

বাহা। এই লোকটা হুজুর,

আজি। তারপর?

বাহা। খামকা হুজুর খামকা,—আমার সঙ্গে বেজায় কাজিয়া লাগিয়েছে—সে বিষম হুজুর বিষম,—

সীতা। দোহাই, তোর দয়াময়, আর বিশেষণের ঝঙ্কার ঝাড়িস্ নি, কাণটা ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে!

বাহা। দেখুন জনাব দেখুন, মুখোমুখি বেয়াদবি—

সীতা। চোখোচোখি বেয়াদবির অভ্যাসটা যে আমার ঊর্দ্ধতন এক শো সাড়ে বারো পুরুষে কারো নেই। বিশেষতঃ ঐ শ্রীমুখ-পঙ্কজের যদি নাকে ফাঁদি নথ, কাণে কাণবালা আর চোখে সুর্ম্মাটানা থাকত, তাহলেও না হয়, খাতিরে পড়ে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করা যেত! কিন্তু হায় বন্ধু, ঐ বিট্‌কেল

চৌগোপ্পার বহর দেখে হৃদয় মন স্বভাবতঃই অবসন্ন হয়ে আসে, সুতরাং—

ইন্দ্র। আহা হা কি নিগ্রহ, সীতানাথ—

সীতা। এই যে সিংহজি, নমস্কার, দেখুন ত মশাই তুচ্ছ কথা নিয়ে তুলক্রাম বাধিয়ে আমায় জ্বালাতন করে তুলেছে!

ইন্দ্র। যাও যাও সীতানাথ কাজে যাও—

সীতা। বাহাদুর-মিঞা এ ক্ষেত্রে তবে এই পর্য্যন্ত রইল, এখন আসি দাদা।

(প্রস্থানোপক্রম)

বাহা। হাঁ হাঁ, হুজুর, লোকটা যে পালায়।

সীতা। ভোগালি বাবা, দে তবে সঙ্গিণ্ ঘাড়ে করে পাহারা দে!

আজি। ইস্ বড়ি লম্বে চওড়ে-বাৎ, ইন্দ্রজিৎ সিং এ আদ্‌মী কৈ হ্যায়?

ইন্দ্র। কেল্লাদার কুমার সিংহের তাঁবেদার, অন্দর ফটকের জমাদার।

বাহা। কুমার সিংহজীকো তাঁবেদার।

সীতা। হাঁ গো মোনক্কা-চন্দর্, আমি হচ্ছি কালকেউটের ড্যাক্।

আজি। ইস্ গোলামকা এত্তা বদিয়তি চাল! আরে এই ছুছুন্দর পছেত্তা মেরা, ম্যয় তেরা মুনিবকা দোস্ত—

সীতা। বহুত আচ্ছা সাহেব, আপনার চোঁচা-চোস্ত আন্‌কোরা ধোপদস্ত আলখাল্লার জয় হোক্, তারপর—

বাহা। আমার মনিব আফগান নবাবের আত্মীয়।

সীতা। উত্তম, আত্মীয় হন, ঘরে ঘরে কুটুম্বিতের বেলা বুঝবেন আমার তাতে দুশ্চিন্তার কি আছে?

বাহা। দেখ্‌ছেন হুজুর, দেখ্‌ছেন স্পর্দ্ধা! বলে কি না আমার তাতে কি আছে?

আজি। কেঁও শালে, কেয়া বোল তোম্?

ইন্দ্র। আহা যেতে দিন মিঞা, যেতে দিন, চাকর বাকরদের কথায় কাণ দেবার আপনার দরকার কি? যাও যাও সীতা-নাথ, চলে যাও—

সীতা। আমি ত মশাই যাচ্ছিলুম, উনিই যে নিমন্ত্রণ করে ফেরালেন!

আজি। উ হুঁ হুঁ, এত হুজ্জুতের পর বেকসুর খালাস! না না, সে ত হতেই পারে না!

বাহা। না হুজুর, কিছুতেই না, তা হলে জনাবের অপমান হয়!

আজি। তাই ত এতে ভাববার বিষয় ঢের আছে যে!

সীতা। তবে বসে ভাবুন, আপাততঃ আমি কাজে যাই।

(প্রস্থানোপক্রম)

বাহা। এই এই, পালাস্ নি থাম্, তুই জানিস্, তোর মনিবকে বলে আমার মনিব তোকে চাক্‌রি থেকে বরখাস্ত কর্‌তে পারে?

সীতা। ভাখ্ তোর মত যদি নিরেট্ আহম্মখ হতুম, তা হ'লে তোর

ঐ ভ্রূকুটিতে ভয় খেয়ে পাল্টা জবাব দিতাম,—কিন্তুআর নয়, আলাস্ নে,—দূর হ।

আজি। কেঁও, কেয়া বোলো? দূর হোবে গা? কাঁহে?

সীতা। দেখুন সাহেব, বেশী ঘাঁটাবেন না, আমি বড় গোঁয়ার্ মানুষ; উপরওলার দোস্ত বলে, আপনাকে খাতির রেখে কথা কইছি, আপনি বড়-ঘরের ছেলে, পাগলামি ক'রে নিজের ইজ্জত মাটী কর্‌বেন না, আর আপনার এই যে গুণধর চাকরটি, এটিকে বড় সহজ পাত্র মনে কর্‌বেন না। কথা যখন উঠ্‌ল, তখন ভেঙ্গেই বলি শুনুন, সহরের রাস্তা ঘাটে এঁর ঢের গুণপণার কথা শুন্‌ছি, আপনি সাবধান হোন্, যদি নিজের ইজ্জত বাঁচাতে চান, তবে আজই বাড়ী গিয়ে, এটিকে বিনা-বাক্যে দূর ক'রে দিন্, নইলে আপনার শুদ্ধ এবার বদ্‌নাম উঠ্‌বে!

বাহা। আরে রহ্ শ্বশুরা রহ্! ফফর-দালালি রহ্‌নে দে, (শ্লেষভরে) বড়া বড়া কা টোপী নেহি, কুত্তে কো পায়জামা—

সীতা। কেঁও-বে শয়তান!—(অস্ত্র খুলিয়া আক্রমণোদ্যম)।

ইন্দ্র। হাঁ হাঁ কর কি, কর কি সীতানাথ, ছেলেমানুষি কোরো না, কার কথায় খেপ্‌ছ, ওকি একটা মানুষ? (পথ অবরোধ)

সীতা। দাঁড়ান না মশাই, বাচিয়ে দেখি,—

ইন্দ্র। কি দেখ্‌বে? ঐ ভাখ, একটি কথা কয়ে উল্লুকটা মনিবের পেছুতে গিয়ে লুকেয়েছে। বুঝ্‌ছ না, মুনিবের বে-হিসেবী

আস্কারার চোটে ওর মগজ গরম হয়ে গেছে, ওর বাঁদর নাচে চমক খেয়ে তরোয়াল খুল্‌বে, ছিঃ সীতানাথ, জান না কি, বড়-লোকের ছেলেদের কাজ কর্ম্ম না থাক্‌লে নানারকম বেয়াড়া ধাচের সখ সৌখিনতার ব্যামো জোটে! তাই যা পেয়ে খাসের খানসামাগুলো মনিবদের টেক্কা দিয়ে এক একটা নবাব বাদ্‌শা হয়ে পড়ে। ওদের কথায় কাণ দিও না, তোমার ঢের কাজ আছে সীতানাথ চলে যাও, কেন সময়ের অপব্যবহার কর্‌ছ। যাও—

সীতা। কিন্তু আজিমুদ্দিন সাহেব, আপনাকে বলে রাখ্‌ছি, এই আদুরে গোপাল চাকরটিকে একটু সহবৎ শেখাবেন।

(প্রস্থান।)

আজি। আরে ছোঃ ছোঃ ছোঃ, যাচ্ছেতাই করে গেল বাহাদুর—

বাহা। জী, হুজুর।

আজি। থোড়া হিম্মত বাতাও, লোকটা খুব অপমান করে গেল, কি বলিস্?

বাহা। আজ্ঞে, বেজায় বিকট রকম!—একেবারে অমার্জ্জনীয়!

আজি। তাই ত এখন উপায়?

ইন্দ্র। আরে যেতে দিন্ মিঞা, সীতানাথ আমাদের ঘরের লোক, ওর কথা কি ধর্‌তে আছে?

বাহা। বাঃ, তাই কি হয়! যাচ্ছেতাই করে গেল, যা নয়, তাই বলে গেল, তবুও· · · না, হুজুর সে হবে না, আমাদের কাঁচা বয়েস, রক্ত গরম—

ইন্দ্র। ন্যাকামো কোর না বাপু, ঢের ঢের বড়ঘরের আদুরে চাকর দেখেছি, কিন্তু তোমার মত এমন কিম্ভুত কিমাকার জীব আর কখনো দেখিনি! পিয়ারী সাহেবের মত অমন সুন্দর শিষ্টাচারী সম্ভ্রান্ত লোকের দাদার কাছে থেকে তুমি যে কেন এমন বিরক্তিকর অসভ্যতায় দুরুস্ত হয়ে উঠেছ, তা তুমিই জান! চলুন আজিমুদ্দিন-সাহেব চলুন,—

আজি। আরে থাম জি আমার মাথার রক্ত এখন গরম হয়ে উঠেছে—

বাহা। তাই ত, তাই ত, না না, এখন চলাফেরা কিছুতেই হ'তে পারে না, বসুন হুজুর বসুন, চলাচলি এখন কিছুতে নয়!

আজি। না না, মগজের ভিতর রক্ত টগ্‌বগ্ করে ফুট্‌চে, চল চল, বাহাদুর এখনি বাড়ী চল—

বাহা। খুব খুব, চলুন হুজুর চলুন, আর একদণ্ড অপেক্ষা করা নয় চলুন, শীগ্রি চলুন—মাথায় বাল্‌তি বাল্‌তি ঠাণ্ডা পানি ঢালিগে চলুন।

আজি। চুপ্ চুপ্ বেকুব, ঠাণ্ডা পানি নয় বড় শীত,—

বাহা। ওহো হো জনাব ভুলে গেছি, ঠাণ্ডা জল নয়, ঠাণ্ডা জল নয়, গরম জলই ঢাল্‌ব, চলুন চলুন—

(উভয়ে প্রস্থান।)

ইন্দ্র। আঃ কি আপদ্! আজিমুদ্দিন সাহেব একে মাথা গোল মানুষ, তার ওপর ঐ পেয়ারের গোলামটি জুটে ওঁকে আস্ত

পাগল বানিয়ে তুলেছে !……আরে এ কি বিজয় সিংহজী পিছন পানে চেয়ে চেয়ে আস্‌ছে যে ! মুখে কেমন একটা ক্রূর আনন্দের হাসি, ব্যাপার কি ?

(পশ্চাদ্দিকে চাহিতে চাহিতে বিজয়ের প্রবেশ ।)

বিজয়। জ্বলুক্ জ্বলুক্, আগুন খুব ভাল করে জ্বলুক্ ! দোহাই পরমেশ্বর, বিষদাঁত একবার ভেঙ্গে দাও বাবা,—

ইন্দ্র। নমস্কার বিজয় সিংহজি, কার বিষদাঁত ভাঙ্গবার কথা বল্‌ছেন ?—

বিজয়। এ্যাঁ, ও বাবা, তুমি হেথায় ! ইন্দোর ! তাই ভাল, আমি চম্‌কে উঠেছিলাম—

ইন্দ্র। দিনের আলোয় অপদেবতার ভয় করেন নাকি ?—

বিজয়। অপদেবতা ? হা হা হা, ঠাট্টা কর্‌ছ ! আসি ভাই, বড় কাজে ব্যস্ত আছি এখন।

(প্রস্থান।)

ইন্দ্র। বিজয়কে শাবস্তহার কেল্লাদারি থেকে তাড়িয়েছেন, আর সেই শাবস্তহারের ছেলে কুমার সিংহকে ডেকে এনে মহারাজ নিজে তাকে কেল্লাদারি দিয়েছেন, এটা বিজয়ের প্রাণে ভারি চোট্ লেগেছে ! একেই ত লোকটা চিরদিন কিছু বেশী মাত্রায় নীচ হিংস্র-প্রকৃতি, তাতে এই ব্যাপারে বড়ই আগুন হ'য়ে উঠেছে ! আরে ও কি ? বিজয় আজিমুদ্দিন সাহেবের বাড়ী

ঢুকল যে! রকম কি? পিয়ারী সাহেব?......উহুঁ তাঁর মত লোকের কাছে আমল পাবে না, ও ঠিক্ ঐ মাথাপাগলা আজিমুদ্দিন সাহেবটার স্কন্ধে ভর দিয়েছে! ল্যাজে সাপ খেলাবে নাকি?

(রাও-ভোজ ও কুমার সিংহের প্রবেশ।)

রাও। যেতে দাও, যেতে দাও কুমার!—পরশ্রীকাতর বর্ব্বরের মিথ্যা কটূক্তিতে কর্ণপাত করব, আমায় এত বড় অপদার্থ মনে করো না, জান না কি, পৃথিবীর বাজারের নিয়ম? ক্ষমতা-বান্‌কে অক্ষমেরা যখন অবজ্ঞায় পেরে উঠে না, তখন ঈর্ষ্যা দ্বারা আক্রমণ সুরু করে! ও-সব কথায় কেন দুঃখিত হও।

কুমার। নীচাশয়তার বিদ্বেষ, কৌতুকের হাসিতে ক্ষমা করে যেতেই অভ্যাস করছি যুবরাজ, শ্লেষের ব্যঙ্গ, স্নেহের পরিহাস বলে মাথায় তুলে নিয়ে চলেছি,—তাতে কুণ্ঠিত হই না, কিন্তু পিতার অন্যায় অপমান,—

রাও। ভুল করছ কুমার, যিনি সমগ্র রাজস্থানের মধ্যে বীরত্বে, মহত্বে অতুলনীয়, স্বদেশ-প্রেমিক, মহাশয়-ব্যক্তি বলে পরি-চিত,—তাঁর ন্যায্য সম্মান হিংস্র কাপুরুষদের ইতর কুৎসায় কখনো কলঙ্কিত হ'তে পারে না!

কুমার। যুবরাজ আপনার মত-বুদ্ধিমান ত সবাই নয়, এই ধাই-ভাই বিজয় সিংহ মহোদয়—

রাও। মানুষের জন্মগৌরব-মর্য্যাদার জন্য তার বাক্‌শক্তিও যে সম্মান্য পূজনীয় হবে, এমন কোন কথা নাই। কুমার! আমার ধাই-ভাই বলে, বা পুরাতন কেল্লাদার বলে বিজয় সিং যে একটী, বিচার-পাণ্ডিত্যে অপূর্ব্ব মহা—মহাশূর ব্যক্তি, এ বিশ্বাস আর যে পারে সে করুক্, তুমি কোরো না! শাবস্তুহার নিজের বাহুবলে এই সুন্দর সমৃদ্ধিশালিনা জনপদ রিস্থবর অধিকার ক'রেছিলেন, এ কথা কে না জানে, আর কেই বা না জানে যে, নিজের জয়লব্ধ এই রিস্থবরটি, তিনি স্বার্থত্যাগ আর প্রভুভক্তির জলন্ত আদর্শ দেখিয়ে দেশের রাজাকে উপ-ঢৌকন দিয়েছেন, বিনা-স্বার্থে!

কুমার। কিন্তু সেই বিনা-স্বার্থ ই, কুৎসিত সন্দেহস্থল হ'য়ে উঠেছে!

রাও। কার কাছে? কতকগুলা জঘন্য-প্রকৃতি হিংস্র জীবের কাছে? তাতে আক্ষেপ কি? হ'তে দাও, হীনের হীনতায় শূরের প্রাণ অভিভূত হয় না! কুমার, তুমি বুদ্ধিমান, সংসারে এত লোকের প্রকৃতি বুঝেছ, কিন্তু নিজের মহৎপ্রাণ পিতার মহত্ত্ব বুঝতে পারনি ভাই! জান না কি শাবস্তুহার কত বড় স্বার্থের মুখ চেয়ে নিজের এই লোভনীয় স্বার্থকে বলিদান দিয়েছেন!

কুমার। জানি,—দেশের মঙ্গলের জন্য, জাতির মঙ্গলের জন্য, নিজের মঙ্গলের জন্য! সুবিশাল মেবার-রাজ্যাধিপতি মহারাণার

মোহের প্রায়শ্চিত্ত।

সঙ্গে, আপনার পিতা বুন্দিপতিকে বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ করে, জাতীয় স্বাধীনতা-সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার জন্যই তিনি এই কাজ করেছেন! যুবরাজ আপনার অজ্ঞাত নাই, মহামান্য মোগল-সম্রাট্ আকবর-শাহের অসামান্য বুদ্ধি-কৌশলে পরাস্ত হ'য়ে রাজপুত জাতি, আত্ম-সম্মান বিক্রয় করে সখ্যের ছলে, দাসত্বের দ্বারে আত্ম-সমর্পণ কর্‌ছে! এখন বাকী আছেন শুধু মেবারের মহারাণা বীর-কেশরী প্রতাপসিংহ, আর আমাদের বুন্দিপতি হাররাজ, রাও সুরজন!—রাজনৈতিক গুহ্য সংবাদ যুবরাজের অজ্ঞাত নয়, জানেন ত এই দুটি পরাক্রমশালী রাজপুত নর-পতিকে করায়ত্ত কর্‌বার জন্য মোগল-সম্রাট্ কতদূর আগ্রহান্বিত হ'য়ে আছেন!

রাও। (নিশ্বাস ফেলিয়া) জানি ভাই, জানি, সব জানি। প্রতাপ সিংহ সর্ব্বস্ব পণ ক'রে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বনচারী হ'য়েছেন, এখন হারাবতীর ভাগ্যে ভগবান কি লিখেছেন তা তিনিই জানেন!

কুমার। হাররাজের জয় হোক, হারাবতীর স্বাধীনতা সম্মান অক্ষুণ্ণ থাক্! কিন্তু যুবরাজ, যে দেশে, যে জাতির ঘরে ঘরে এত ঈর্ষ্যা, এত বিদ্বেষ, এমন নিষ্ঠুরভাবে মহত্ত্বের অবমাননা হয়, সে জাতির মঙ্গলাশা সুদূর-পরাহত! ক্ষমা করুন যুবরাজ, আন্তরিক বেদনার উচ্ছ্বাসেই একথা নির্গত হ'য়েছে, বিরুদ্ধ-ভাবে এটা গ্রহণ কর্‌বেন না।

বাও। না, কিছু না? তুমি সত্যই বলেছ কুমার, জাতীয় চরিত্রাবনতিই জাতীয় সর্ব্বনাশের মূল কারণ! সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতায় মুগ্ধ হ'য়ে, আমরা প্রত্যেকে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হ'য়ে জাতীয় জীবনের বৃহৎ ক্ষতি, মহৎ অসম্মান দিনে দিনে মাথায় তুলে নিচ্ছি, জানি না, ভগবান আমাদের অদৃষ্টে কি অধঃপতন লিখেছেন, তাই এমন হীন দুর্ব্বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হ'য়ে আমরা আত্মশক্তি ক্ষয় কর্‌ছি। কুমার, তোমার সেনা-নিবাস পরিদর্শনে যাও, পিতা স্মরণ ক'রেছেন, আমি তাঁকে প্রণাম ক'রে আসি।

(প্রস্থান।)

ইন্দ্র। (অগ্রসর হইয়া) কুমার, অনধিকার-চর্চ্চা-ভয়ে এতক্ষণ কোন কথা কই নি, ভাই, জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পারি কি,—কি প্রসঙ্গে এ সব কথা উত্থাপিত হোল?

কুমার। যুববাজের ধাত্রীপুত্র বিজয় সিংহজী তুচ্ছ কথায় পিতার নামে এমন একটা শ্লেষাত্মক বিদ্রূপ বর্ষণ ক'র্‌লেন, যার প্রতিবাদ ক'র্‌তে গিয়ে, আজ এখুনি যুবরাজ রাওভোজের সঙ্গে শুদ্ধ আমাব তীব্র মত সংঘর্ষ ঘটে যেত! বিজয় সিংহ নিজে যেমন ক্রূরস্বভাব, অপর সকলকেও সেই রকম করাতে চায়, তবে সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের যুবরাজ অল্পবয়স্ক হ'লেও তেমন নির্ব্বোধ নন,—হাঁ, ভাল কথা, ইন্দ্রজিৎ তুমি বাড়ী থেকে আজ আস্‌ছ? পারিবারিক সংবাদ, সব মঙ্গল ত?

ইন্দ্র। সব মঙ্গল। কুমার, পারিবারিক সংবাদ যখন জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, এখন এই প্রসঙ্গে একটা কথা ব'ল্‌তে পারি কি ?

কুমার। আশ্চর্য্য ক'র্‌ছ ইন্দ্র, আমি তোমায় অনুমতি দেব ? কথাটা কি ?

ইন্দ্র। মাতুল শীঘ্রই সপরিবারে বৈদলা থেকে আস্‌ছেন।

কুমার। পিতৃবন্ধু চৌহান-সর্দ্দার ? সুখের সংবাদ ! কোন রাজকীয় কার্য্যোপলক্ষে বুঝি ? না না, তা' হ'লে ত আমিই আগে সংবাদ পেতুম !

ইন্দ্র। ঐ ত, তোমার দোষ, রাজ্যের বড় বড় সংবাদ সবই তোমার নখদর্পণ, কিন্তু গৃহের ছোটখাট সংবাদে তুমি একেবারেই অমনোযোগী ! (হস্ত ধরিয়া) ভাই, আমার সহোদরা সুচিত্রা যে আর ছেলেমানুষ নেই, সে কথা ত ভুলে যাও নি !

কুমার। কে চিত্রা ? ওঃ !—

ইন্দ্র। গম্ভীর হ'য়ে মুখ ফেরালে যে !

কুমার। কই না, গম্ভীর হ'ব কেন ? কিন্তু ইন্দ্রজিৎ, একটা কথা—অতি গুরুতর কথা জানিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি, বিবাহ-প্রসঙ্গ এখন স্থগিত রাখ্‌তে হ'বে।

ইন্দ্র। চমৎকৃত হ'লেম ! কেন কুমার, এ বিবাহ প্রসঙ্গ ত আজ্‌কের নয়, যেদিন সুচিত্রা জন্মগ্রহণ ক'রেছে, সেই দিনই তোমার স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর সঙ্গে আমার স্বর্গগতা জননী এ বিবাহ-প্রস্তাব স্থির ক'রেছেন ! আজ আবার—

কুমার। আজ আবার ও প্রসঙ্গ উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা ত কিছুই নেই ভাই! কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে—

ইন্দ্র। রাখ তোমার পরিহাস! রাষ্ট্রীয় ব্যাপার! গৃহের মধ্যে উনি বিবাহ ক'রবেন,—

কুমার। আহা—হা, শোন ইন্দ্রজিৎ, যুদ্ধ-ব্যবসায়ী অবিবাহিত রাজপুত যুবকগণ এখন বিবাহ-ব্যাপারে যোগদানে অসমর্থ; আমরা বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত হ'য়েছি, মোগল-সম্রাট্ শীঘ্রই রিষ্ট-স্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান প্রেরণ ক'র্‌বেন!

ইন্দ্র। তা'তে কি হ'য়েছে, রাজ্যমধ্যে যতক্ষণ প্রকাশ্যভাবে রাজাদেশ প্রচারিত না হয়, ততক্ষণ—

কুমার। আঃ, তোমার যুক্তি-তর্কের দৌরাত্ম্যে অস্থির ক'রে তুল্‌ছ ইন্দ্র, কিন্তু এখন যে কাজের তাড়ায় বড় ব্যস্ত আছি ভাই, ক্ষমা কর। সৈন্যশালায়,—চল না, সৈন্যশালায় অশ্বারোহী সৈন্যদের কৃত্রিম যুদ্ধ-অভিনয় দেখে আস্‌বে! কিছু মনে কোর না ইন্দ্র, সত্যই আমি এখন নানাবিধ গুরুতর ব্যাপারে, অত্যন্ত—বড় ভয়ানক রকম বিব্রত হ'য়ে র'য়েছি! এস—

(ইন্দ্রজিৎকে টানিয়া লইয়া প্রস্থানোপক্রম ও সহসা গান গাহিতে গাহিতে হরিবোলের প্রবেশ।)

হরি। (গান।)

কোথায় মুক্তি,—কোথায় তৃপ্তি—
কোথা এ সুপ্তি-আবেশে ত্রাণ!

কঠোর ক্লান্তি, টানিছে ভ্রান্তি
কোথা এ ভ্রান্তি এড়াবে প্রাণ ।
ক্ষুব্ধ হিয়ার লুব্ধ বাসনা,
দীপ্ত দীপকে ঘাতি ঝঞ্ঝনা,
আক্রোশে ফুলি, উঠায় উথলি,
(দারুণ) তৃষা গরজন গান !
লক্ষ যুগের বাসনা যক্ষ, বক্ষঃ মাঝারে করিছে বাস
রুক্ষ তৃষায় শুষিছে রক্ত, স্বাস্থ্য-শক্তি করিছে গ্রাস !
যুগ-যুগান্তের ব্যাকুলতা আঁকা, জন্মজন্মান্তের মর্ম্মব্যথা মাখা
কর্ম্মাকর্ম্ম ফল পাশাপাশি লেখা—
(কোথাও) নাই তিল ব্যবধান !
প্রপঞ্চ মায়া প্রবৃত্তি-জায়া,
বেঁধেছে কঠিন নিগড়ে চিত্ত
তাই, আশা-আশাস্বরে ধায় বেগভরে
চিত্তবৃত্তি অধীর মত্ত !—
(হায় !—) অতৃপ্তি সমষ্টি বেষ্টিত-জীবন !—
(ঐ) অদূরে মৃত্যু আঁধার নিশান
কাল-যবনিকা, ঢাকা বিভীষিকা
(আহা) কে জানে কোথা শেষ-অবসান !

কুমার। (স্বগতঃ) আশ্চর্য্য গায়ক, আর ততোধিক আশ্চর্য্য ওঁর ঐ গান ! সঙ্গীতের মর্ম্ম ভাল হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না, কিন্তু কি একটা অস্পষ্টতার আভাসে, অন্তরমধ্যে যেন অদ্ভুত বেদনাবেগ উন্মেষিত হচ্ছে ! আর এ গায়ক,—কি অপূর্ব্ব সুন্দর আনন্দ-

জ্যোতিঃ ওঁর নয়নে উদ্ভাসিত হচ্ছে! এ মুখ—এ হাসি ত অপরিচিত নয়, কিন্তু কোথায় দেখেছি,—কোথায় দেখেছি, ঠিক স্মরণ হচ্ছে না ত! (প্রকাশ্যে) ইন্দ্রজিৎ, এই গায়ককে আব কোথাও দেখেছি, বল্‌তে পার?

ইন্দ্র। কি জানি ভাই, আমি ত ওঁকে এই নূতন দেখছি, দাঁড়াও, পরিচয় জিজ্ঞাসা করি—নমস্কাব ঠাকুর, আপনার নিবাস?

হরি। ঠিক্ ঠিকানা নাই, যত্র তত্র ঘুরে বেড়াই!

ইন্দ্র। আহা, আদি-নিবাস একটা ছিল ত?

ইন্দ্র। আদি-নিবাস? সর্ব্বনাশ!—হাঁ, সে একটা ছিল এবং এখনো আছে বটে, কিন্তু ঐ যাঃ তোমার মুখপানে চেয়ে হাসি পেলে, আর সে কথাটা ভুলেই গেলুম! বাসার ঠিকানাটা এখন বল্‌তে পার্‌ছি না ভাই, কিছু মনে কোর না!

ইন্দ্র। আপনি কি করেন?

হরি। যে ঘানিতে জুড়ে দেন, সেই খানিটা টানি!

ইন্দ্র। সে আবার কি? বুঝ্‌তে পার্‌লুম না।

হরি। বুঝ্‌তে দেরী আছে তোমার দাদা, (কুমারের পিঠ চাপড়াইয়া) কি হে সুহৃদ্, তুমি চিন্‌তে পার?

কুমার। (চমকিয়া) চিন্‌তে? এঁ্যা—না, হাঁ, চিন্‌তে? চিন্‌তে? হাঁ দেখেছি, কিন্তু কোথায় তা মনে পড়্‌ছে না!

হরি। কোথায়! তা মনে পড়ে না!—ঠিক্! স্থানটাই গর্‌মিল হচ্ছে! আর সবই ঠিক্, সেই তুমি, সেই আমি!

ইন্দ্র। ইনি কি পাগল নাকি ?

হরি। পা-গোল। কে জানে দাদা, পা গোল কি লম্বা তার খোঁজ রাখি না, রাস্তা চলার জন্যে পায়েব দরকাব,—সামনে সিধে সড়ক আছে, সোজা চোখটা তার ওপর রেখে, লম্বা পাড়ি হাঁকিয়েছি, পায়ের দিকে চেয়ে দেখি না ; তার পব কি বলছিলুম, হাঁ— চেনাচেনির কথা !—ত্থাখো, ঘবের জানালাগুলো খোলা ছিল, বাইরে হঠাৎ একটা বিষম ঝড় উঠ্‌ল, বিস্তব ধূলো-গবদা ঘরে ঢুকে জিনিসপত্রগুলো সব ঢেকে ফেল্লে, এখন ধূলোতেই সব ভর্ত্তি! কোনটা কি, চেনা যায় না, কাজ চালান দায়, মহা মুস্কিল ! এখন উপায় ?—হাঁ হাঁ একটা কাজ করতে হবে, আসুরিক শক্তিবলে সমস্ত শৃঙ্খলাচ্ছন্দ ওল্টা-পাল্টা করে এই বিশ্রী ধূলোর রাশি ঝেড়েঝুড়ে ঝেঁটিয়ে ফেলতে হবে! তারপর—

ইন্দ্র। আঃ! আপনি এ সব কি হড়্ হড়্ করে বক্‌ছেন ঠাকুর !—

হরি। বুঝ্‌তে পার্‌ছ না! বলি বাড়ীর কর্ত্তা যিনিই হোন্, গৃহস্থালীর গিন্নিপণার ভাবটা ত তিনি আমার হাতে দিয়ে রেখেছেন, আমি যদি দেখে শুনে শৃঙ্খলা শ্রীস্থাপন না করি, তাহলে,—

ইন্দ্র। বাঃ, এ পাগল ত ঘোরতর গৃহধর্ম্ম ব্যবস্থায় সুর ভাঁজ্‌তে সুরু করেছে !—বলি ও ঠাকুর, শুনুন, শুনুন, আপনার কে আছে বলুন দেখি, আপনি কি একলা-মানুষ ? একলাই কি সকল জায়গায় ঘুরে বেড়ান ?

হরি। একলা? না না না, একলা নয়!—

(গান।)

একলা, আমি একলা ওরে নয়

আমার চারিদিকে যে, সঙ্গীশত, শান্তিরাজ্য মনোময়!

হাসে চাঁদ হাসুক আকাশে,

(তবু) আলো তার লুটিয়ে পড়ে মাটীতে এসে,

আমি, হা হুতাশের পালা শেষে করে নিছি, আপনা জয়!

অভাব, আশা, হার মেনে গেছে, প্রকৃতি পায়ের পাশে ঘুমিয়ে পড়েছে,

ওরে, পুরুষ যদি জেগে ওঠে, ভুবনে তার কারে ভয়।

একলা আমি একলা ওরে নয়!

কুমার। (স্বগতঃ) কে এ অদ্ভুদ পাগল! এর মুখ-পানে চেয়ে কেমন যেন আনন্দবোধ হচ্ছে, প্রাণের ওপর দিয়ে কি যেন একটা আশান্বিত আগ্রহের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে, কিছুই বুঝ্তে পার্ছি না, মন মুহ্যমান হয়ে পড়্ছে, এ কি হোল আমার!

হরি। ঘূর্ণীপাকে জড়িয়ে গেলে ছাড়ান পাওয়া দায়—বিশ্বব্যাপার, ব্যাধিবিকার,—দেবতা মারা যায়!

ইন্দ্র। ওহে কুমার, তুমি যে হাঁ করে চেয়ে চেয়ে, ভাবনায় বেহুঁস হয়ে পড়্লে! ব্যস্ততার তাড়ায় তখন আমার কথাটা শেষ কর্তে দিলে না, এখন ত খাসা নিশ্চিন্ত হয়ে পাগলের পাগলাম দেখ্ছ, বেশ লোক তুমি!—

কুমার। এঁ্যা—কি বল্ছ ভাই? না না, নিশ্চিন্ত আমি হইনি, তবে, তবে হ্যাঁ—এঁর গান আমার বড় মিষ্টি লেগেছে।

হরি। মিষ্টি লেগেছে ? ও বাবা,—হরিবোল হরিবোল ! বিকার-ঘোরে, রসনার রসাস্বাদন-ক্ষমতা এখনো লোপ হয় নি ! তবে তবে,—হাঃ হাঃ হাঃ, হাসি পাচ্ছে যে ! কি বল্‌ছিলুম, হাঁ, শাপ-প্রভাবে বিকারগ্রস্থ মানবাত্মা, মহত্বের সাধনায় মহাত্মা হ'লে, তবে মুক্তির আলো দেখ্‌তে পায়, তারপর সব ছেড়ে ছুড়ে তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে পার্‌লে তবে সে মুক্তাত্মা হ'বে,—নিয়ম বড় কড়াকড় শক্ত ! উঃ, না না, হাস্‌তে গিয়ে বুকে লাগ্‌ছে রে ! হাস্‌তে পারি না, পারি না,—করুণ বেদনার কান্নায় সমস্ত বুকটা ভ'রে উঠ্‌ছে,—কি নিদারুণ পাকচক্র, কি নিষ্ঠুর ঘৃণা-নিষ্পেষণ !......ইচ্ছাশক্তি প্রতিহত হ'চ্ছে, প্রাণ-শক্তি পঙ্গু অক্ষম হ'য়ে যাচ্ছে, ওগো ওগো এ কি ক'র্‌লে, এ কি করালে,—বিকট বিশ্রী গোলোক-ধাঁধার মাঝে ফেলে দিয়ে, আড়ালে সরে দাঁড়িয়ে কৌতুকের হাসি হাস্‌ছ ! যাও. যাও নিষ্ঠুর, তোমার সঙ্গে আর খেলা খেল্‌ব না, এবার আড়ি, আড়ি, আড়ি !—

(গান।)

তোমার সনে কর্‌ব এবার আড়ি ওগো আড়ি।
তুমি ভাবের খেলা ভাঙ্গছ নিঠুর
(কেবল) অভাবের শেল মারি।
তোমার, খুসীর খেলায় খেল্‌তে এসে, তুফান-তোড়ে ডুবে ভেসে
(হাঁপিয়ে গেছি ডুবে ভেসে)

(এবার) ছিঁড়্‌ব বেড়াজালের ফাঁসে,—
জমিয়ে নেব, পারে পাড়ি !
চরণ চেয়ে চল্‌ছি বলে, ঝরাও বারি চোখে সদা
মরম খুলে ডাক্‌ছি বলে, বাজাও বুকে বজ্র ব্যথা।
এবার মহা অভিমানে, ভরেছে প্রাণ কাণে কাণে
নয়ন-বারি জমাট্‌ বেঁধে, ছুট্‌বে এবার উর্দ্ধপানে
কপালে যা থাকুক এবাব, মরণ-বাড়ে উঠ্‌ব বাড়ি
চরণ-জোরে চরণ ধরেই,—জয়ের বিজয় নেব কাড়ি।
আড়ি ওগো আড়ি……

(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

ইন্দ্র। স্তম্ভিত নির্ব্বাক্‌ দৃষ্টিতে চেয়ে কি দেখ্‌ছ কুমার ? পাগলের পাগলামীর রঙ্গ দেখে তুমিও নেশায় পড়ে গেলে নাকি ?

কুমার। অসম্ভব নয় ! চল ইন্দ্রজিৎ, কাজ পড়ে আছে, কিন্তু…… পাগল, পাগল !—কে বল্‌তে পারে, কত বড় প্রকৃতিস্থতার উপর দাঁড়িয়ে, ওই পাগল উন্মাদ আনন্দে বিভোর হ'য়ে আছে ? ও পাগল !—আশ্চর্য্য !

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুরোদ্যানের দ্বার।

(যজ্ঞেশ্বর ও সীতানাথ।)

যজ্ঞে। দেখলে বাবা, মেহনতের ফল কি কখনো মারা যায়! গা ঘামিয়ে, মন লাগিয়ে চার-চোকো হ'য়ে যদি মনিবের কাজ কর, তা' হ'লে তোমার মোহড়া নেয় কে?—এই ত সামান্য প্রহরীর কাজ থেকে হাবিলদারী পেলে, বেশ হ'য়েছে, আরো ভাল ক'রে কাজ দেখাও, আরো উন্নতি হ'বে! কিন্তু বাবা ফাঁকী দিলেই ফাঁকে পড়্‌তে হ'বে, এটুকু ভুলো না!

সীতা। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন গুরুজি, তা যেন না ভুল্‌তে হয়! হাঁ, ভাল কথা, মোগলরা নাকি রিস্থস্বর নিয়ে ভারি গোলমাল কর্‌ছে?

যজ্ঞে। অম্বরের মানসিংহ, বাদশার সঙ্গে বিস্তর সৈন্য নিয়ে এদিকে আস্‌ছেন, তাঁদের মতলবখানা কি, ঠিক বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে না, তবে আমরাও ত নেহাৎ নাকে তেল দিয়ে ঘরে নেই, হাঁ সীতানাথ, এই লড়াই ফ্যাসাদের সময়, তুমি—শুধু তুমি কেন, তোমরা সবাই হুঁসিয়ার হও, বাজে খেলা-ধূলো-গুলো কমিয়ে ফেল।

সীতা। আজ্ঞে, আপনি ত জানেন, তার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ……

যজ্ঞে। আহা—হা, তা বারণ করিনি, তবে ছেলেমানুষ তোমরা, তাই একটু সতর্ক ক'রে দিচ্ছি,—বিবাহ-পণে আবদ্ধ হ'লেও তোমরা এখনো অবিবাহিত, সে কথাটা ভুলে যেও না। হাঁ, এখন চল্লুম, ঢের কাজ আছে, কুমারের সঙ্গে নানা জায়গায় ঘুরতে হ'বে।

(প্রস্থান।)

সীতা। নমস্কার বাবা!—ভগবানের চোখে ধুলো দিতে পারি, কিন্তু আমার এই গুরুজীর কাছে পার পাবার যো নেই!—কি মুস্কিলেই পড়েছি!—না গুরু বটে, বাঙ্গালী ক্ষত্রিয়ের ছেলে হ'লে হবে কি, পাহাড়ে কেউটে!—ছায়ায় দাঁড়ালে বুকের রক্ত নাচতে সুরু করে! পুরোণো কথা মনে পড়লে হাসি পায়! ছ'বছর আগের কথা, তখন উনিশ বছরের ফিচেল্ পাজী বদমাইস্ আমি, দুষ্টুবুদ্ধির ঝাঁজে মগজ ফেটে পড়ছিল, জানকী তখন ছেলেমানুষ, একদিন একলা রাস্তায় যাচ্ছে দেখে, আমিও অমনি দুষ্টুবুদ্ধির তাড়ায় ভাল-মানুষ সেজে তার পিছু নিলুম,—তারপর যাঁহাতক্ তার কাছে গিয়ে আদর ক'রে দুটো মিষ্টি কথা বলা,—আঃ, তাঁহাতক্, না পেছন থেকে, ঠেসে দুই কাণমলা! মাথা ফিরিয়ে চেয়ে দেখে মগজ ঘুরে গেল, আরে বাপ্ রে! জ্যান্ত বাজবৌবা! বাপ্! সে কি কাণমলার কদন!—আজো বোধ হয় কাণের টাটানি মরে নি, ব্যস্ তারপর গালে,—ইয়া, ইয়া, ইয়া,. তিন থাপ্পড়! মাথার

ভেতর বজ্জর ঝঞ্জনা বেজে উঠ্‌ল, চোখে ঘেঁটুফুল দেখ্‌লুম, নেহাৎ রাজপুতের বাচ্ছা, তাই সে তাজ্জা ধাক্কা সাম্‌লে ছিলুম! প্রাণটা তাই আজও ধুক্‌ ধুক্‌ কর্‌ছে! তারপর বাবা, সেই থাব্‌ড়ার চোটে সীতানাথ সিংহের ঘুরন্ত মুণ্ডু এইসা চমৎকার ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে, যে এই আঁকা-বাঁকা নজর একেবারে সোজা সাফ্‌! আর আদপেই ডাইনে বাঁয়ে চোখ্‌ চলে না,—এখন গণ্ডারের মত ঠিক গোঁ-ভরে সোজা চলি! দুষ্টুবুদ্ধিকে মোটেই মগজে ঠাঁই দিই না, এখন তীর ধনুক আর তরোয়াল বল্লমের খোঁচাই মনটা জুড়ে রেখেছে, দৈবাৎ যদি জানকীকে হেথা সেথা দেখ্‌তে পাই, আমি অমনি মোচ্‌ পাকিয়ে, ছাতি ফুলিয়ে খাতির নদারৎ হ'য়ে গট্‌ গট্‌ ক'রে চ'লে যাই! লোকে ভাবে, আহা সীতানাথ সিং, কি ভদ্দর! কিন্তু জানকীটা ঝাঁনুর সর্দ্দার! তার কাছে,—উহুঁ, আমল পায় কে? ঐ যে, ঐ যে আস্‌ছে এই দিকে, একটু এগিয়ে যাই (অগ্রসর হওন) জানকি জানকি—

(জানকীর প্রবেশ।)

জান। আবার! ফের! এদিকে আস্‌ছ কেন?

সীতা। কিছু নয়, অনেক দিন তোমায় দেখি নি, তাই একবার…

জান। তাই একবার দেখ্‌বে? কি দেখ্‌বে? হাত পা দু'চারটে নূতন গজিয়েছে কি না?

সীতা। কি মুস্কিল! কি জান, জানকি, অনেক দিন তোমায় দেখি নি কি না—

জান। দেখ নি তা' কি হবে? যত বেশী দিন না দেখা হয় ততই মঙ্গল,—

সীতা। আহা একবার শুধু চোখে দেখা,—

জান। একবার শুধু চোখে দেখে, দশবার শুধু মনে ভাব্‌বে, কেমন, এই ত চাও?—তারপর, মনটা যে উচ্ছন্ন যাবে, সে হিসেব রাখ?

সীতা। কি নির্দ্দয় তুমি জানকি, আমায় কি একটুও ভালবাস না?

জান। সে কৈফিয়ৎ তোমাকে দিতে, বাধ্য নই।

(প্রস্থানোদ্যম, সীতানাথ পথরোধ করিল।)

সীতা। আহা দাঁড়াও না, বলি বাধ্যতা-মূলক আইনের সমস্ত হাল হদিস মুখস্ত ক'রে রেখেছ কি? জান?—রাজবাড়ীর অন্দরে তুমি যতই যা কর, কিন্তু আমি হ'চ্ছি অন্দর-ফটকের—সেরা মুরুব্বি, হাবিলদার!

জান। ওঃ, তবে আর কি, মাথা কিনে নিয়েছেন! পথ ছাড়!

সীতা। আরে আমি অন্দর-ফটকের হাবিলদার, রাজ্যের সমস্ত হোম্‌রা চোম্‌রা সেপাই শান্ত্রী আমায় খাতির করে, আর উনি এক ফোঁটা মানুষ,......না তোমার স্পর্দ্ধা এবার কিছু ছেঁটে দিতে হবে, শোন, ক্ষমা চাও, শ্রদ্ধা সম্মান দেখাও, তারপর—

জান। অঃ! আম্বা যে ক্রমেই বাড়ছে, সর সর আমার সময় নেই এখন,—ঐ! দেখি দেখি তোমার হাতে ওকি,—ফোস্কা?

সীতা। দেখ্‌ছ, তোমার জন্যে!

জান। আমার জন্যে!

সীতা। সত্যি জানকি, আন্তরিক দুঃখভরা, খুব মস্ত একটা দীর্ঘ শ্বাসের দিব্য ক'রে বল্‌ছি, তোমার জন্য, শুধু তোমার জন্য!

জান। সত্যি বলত, কেমন ক'রে হাতে এত বড ফোস্কা পড়ালে?

সীতা। ত্মাখো, গৃহ থাক্‌লেই বা কি হয়, আর উপার্জ্জনক্ষম হ'লেই বা কি আসে যায়, গৃহলক্ষ্মী যদি না থাকেন, তা হ'লে লক্ষ্মী ছাড়াদের দুর্গতি কোনমতেই আসান হ'তে পারে না,—সকল তা'তেই তা'কে শোচনীয়, দুঃখভোগ ক'র্‌তে হয়, বুঝ্‌লে জানকি!

জান। বুঝ্‌লাম! হাবিলদার হ'য়ে উঁচু চাকরীর মহিমায় সীতানাথ সিং'এর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে, সুতরাং শীঘ্র তা'কে পাগলা গারদে না পাঠালে সহরে শান্তিরক্ষা দুর্ঘট হবে!......সত্যি ব'ল্‌ছি সীতানাথ, আমি যদি সৃষ্টিকর্ত্তা হতুম, তা' হ'লে তোমাদের বাক্‌শক্তিটা সমূলে ছেঁটে ফেলে,—তোমাদের বিবেচনা-শক্তির সঙ্গে জুড়ে দিতুম্! তোমাদের গলাবাজীর হল্লা থাম্‌লে, আর কারুর না হ'ক্, আমাদের ভারি উপকার হোত, আর বিবেচনা-শক্তিটা বাড়্‌লে সেই সঙ্গে সমস্ত সংসারটার সুবিধে হোত, বুঝ্‌লে?

সীতা। খুব!—এর ওপর টীকা টিপ্পনী অনাবশ্যক!

জান। রাগ ধরে সাধ ক'রে! আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম, হাতে ফোস্কা হোল কি ক'রে,—উনি অম্‌নি ওঁর ঘর, দোর, চাকরী, পাগ্‌ড়ী, সব জড়িয়ে এক বিশাল ভূমিকা ফেঁদে ব'স্‌লেন! ভারি বদ্‌লোক তোমরা, কথা কইবার প্রণালীটাও জান না! বল এখন—এক কথায়, হাতে ফোস্কা পড়্‌ল কি ক'রে?

সীতা। উঃ কি জবর শাসন!—"এক কথায়?" আচ্ছা, শোন ব'ল্‌ছি, ছুটির পর রুটি তৈরী ক'র্‌তে ক'র্‌তে অকস্মাৎ তোমার মুখখানা মনে পড়ায় অন্যমনস্ক হ'য়ে রুটির চাটুতে যেমন হাতটা দিয়েছি, আর অমনি—

জান। বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে, উত্তম হয়েছে!

সীতা। হায় জানকি, একটুও সহানুভূতি দেখাবে না?—

জান। সহানুভূতি? বয়ে গেছে!—আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের সূক্ষ্ম বিচারের প্রশংসা করছি! · বেহায়া নির্লজ্জ কোথা-কার!—কারুর ভাবনা ভাব্‌বার সময় আর পেলেন না, জলন্ত উনুনের কাছে বসে রুটি সেঁক্‌তে সেঁক্‌তে ওঁর অন্যমনস্ক হবার ফুর্‌সুৎ হোল, বেশ হ'য়েছে, হাত পুড়েছে! সবই বিট্‌কেল্‌ ব্যামো!

সীতা। বুঝ্‌ছ না জানকি, গৃহে গৃহলক্ষ্মী না থাক্‌লে, আমার মত লক্ষ্মীছাড়াদের এমনি সব বিট্‌কেল্‌ ব্যামোয় আধ-মরা হ'য়ে থাক্‌তে হয়......সত্যি জানকি, আর পারি না, কন্যান্তঃপুরের

কাজে ইস্তফা দিয়ে এবার চল, আমায় রেঁধে খাওয়াবার একটা লোকের বড় দরকার পড়েছে, আর দিন কাট্‌ছে না,

জান। জীবনে পঁচিশটা বচ্ছর ঐ ক'রে স্বচ্ছন্দে কাট্‌ল, এখন দিন কাট্‌ছে না? লোকে শুন্‌লে হাস্‌বে সীতানাথ, এখন নষ্টামি রেখে, সর—আমি যাই।

সীতা। জানকি, সত্যি জানকি—

জান। আবার ফের এগোচ্ছ আমার দিকে? সর—

সীতা। দোহাই জানকি, দিব্যি রইল, সত্যি বল ত তুমি কি আমায় একটুও ভালবাস না?

জান। সে কথা শোন্‌বার তোমার কোন দরকার নাই!

সীতা। আছে বৈ কি, জানকি, শুনলে, মনটা বড় খুসী হয়।

জান। শুন্‌লেই খুসী? আচ্ছা তবে শোন, ভাল বা-সি-না— হ'য়েছে তো? যাও চলে যাও!

সীতা। ঝক্‌মারি হ'য়েছে জানকি, দোহাই তোমার, একটুখানি ভালবেসো—

জান। কি রকম ক'রে?

সীতা। তা'ও বুঝি ব'লে দিতে হবে?

জান। হবে বৈ কি, যে সে রকম নয়, একটুখানি ভালবাসা, সে না বল্লে, তার মার-পঁ্যাচ বুঝ্‌বে কেমন ক'রে হাবিলদার?

সীতা। বোকা বানালে! একটু ঠাট্টা ক'রে নিলে? বটে, আচ্ছা জানকি, একটা কথা বলি শোন, বুঝে সুঝে জবাব দাও,—

জ্ঞান। বুঝে সুঝে, ভেবে চিন্তে জবাব দিতে হয়,ত এখন থাক্, এর পর বোলো, এখন তত সময় নেই,

সীতা। না না,—চট্‌পট্ সেরে নিচ্ছি, শোন, আচ্ছা, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের সব ঠিক্ তো,—কেমন ?

জ্ঞান। হাঁ, ঠিক্—বেঠিক্, যা-হোক্ একটা কিছু বটে।

সীতা। আচ্ছা, এ রকম অবস্থায়,—আমার কথাটা বাদ দিয়ে তোমাব দিক্ থেকেই ধরা যাক্,—ধর তুমি মুখে না স্বীকার কর্‌লেও মনে মনে, আমায় একটু ভালবাস, কেমন ?

জ্ঞান। কিসে বুঝ্‌লে ?

সীতা। অনুমানে বোধ হয়।

জ্ঞান। অনুমানের ওপর নির্ভর ক'রে ? আচ্ছা ধর আমি ভাল বাসি না—

সাতা। কি মুস্কিল!—আচ্ছা দয়া ক'রে তর্কের খাতিরেই না হয় একবার স্বীকার কর! না হোক্,—ধব বাগ্‌দত্তা পত্নী তুমি,—বাগ্‌দত্ত স্বামীর ওপর তোমার কিছু অধিকার আছে, কেমন ত ?

জ্ঞান। বার বার কেমন কেমন কর্‌বে ত—

সীতা। দোহাই তোমার, চটো না, আচ্ছা ধর, এই অবস্থায় কেউ যদি এসে তোমায় বলে যে, তোমার স্বামীকে আমায় দাও, তা' হ'লে তুমি কি কর ?—

জ্ঞান। কি আর ক'র্‌ব ? দাও বল্লেই কেউ সহজে দান করে না। দেশ, কাল, পাত্র, বিবেচনা ক'রে তবে দান করাই প্রশস্ত বিধি!

সীতা। আচ্ছা কেউ যদি, একলাখ টাকা দেয় ?

জান। টাকা দিয়ে কেউ যদি কিন্‌তে আসে ত, তখন তা'র সঙ্গে বোঝা পড়া হবে।

সীতা। বোঝা পড়ার নমুনাটা কিছু দেখ্‌তে পাই না ?

জান। তুমি আনাড়ি, নমুনার কি বুঝ্‌বে ?

সীতা। সে ত নিশ্চয়ই, ব্যবসার মাহাত্ম্য আমি কি বুঝ্‌ব, তবে আচ্ছা, ধর আমি একজন তৃতীয় ব্যক্তি,—আমি কিন্‌তে চাই, এস আমি ক্রেতা, তুমি বিক্রেতা,—ভদ্রে, তুমি স্বামীস্বত্ব ছাড়তে রাজী আছ ?

জান। না অভদ্র-মশাই, অকারণ নয়।

সীতা। না না, মূল্য নিয়ে।

জান। হাঁ হাঁ, উপযুক্ত মূল্য পেলে, ছাড়্‌তে আপত্তি নাই, কি দিতে পার ?

সীতা। একলক্ষ টাকা।

জান। উঁহুঁ—

সীতা। দশ লক্ষ—

জান। না।

সীতা। তাও নয় ? ভাল, এক কোটী—

জান। যে রকম বড় ক'রে কোটী হেঁকেছ, কোটী তত বড় নয়,—চ'লে যাও, ওতে হবে না !

সীতা। ওতেও নয়? আচ্ছা, ক্রোর।

জান। নিজের পথ দেখো, কোথাকার আখখুটে আনাড়ী লোক তুমি? মোটে কোটী ক্রোর টাকা নিয়ে দর হাঁকৃতে এসেছ. চ,লে যাও, ঐ সাম্‌নের মাঠে বহুৎ গাধা চর্‌ছে, কিনে নাওগে মশাই!

সীতা। কি বিপদ্। গাধা নিয়ে কি ক'র্‌ব? আমি মানুষ চাই,—

জান। টাকা নিয়ে কিন্‌তে এসেছ, তা' হ'লে নিশ্চয়ই সে মোট-বইবার দরকার—

সীতা। ভয়ঙ্কর বাড়াবাড়ি ক'র্‌ছ জানকি।

জান। এতক্ষণে বুদ্ধি ফুট্‌ল?—আর কিছু শোন্‌বার ইচ্ছা আছে? যাও এখন, ভাল চাও তো ভদ্রলোকের মত পাড়ি দাও,—আর ঘনিষ্ঠতার বহর বাড়িও না! -

সীতা। আঃ তাড়াবার জন্য উদ্ব্যস্ত! কেন বল ত, আমি কি এত-ই—

জান। হাঁ, এতই,—ক্রমশঃ খোলাখুলি ভাবেই পরিচয় প্রকাশ হ'চ্ছে, বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি তোমার সংসর্গটুকু আর আমার পক্ষে নিরাপদ নয়!—

সীতা। দোহাই জানকি, অত বড় মিথ্যা অপবাদটা দিও না, গুরুজী মাথা নেবেন শুন্‌তে পেলে—

জান। তা' হ'লে শীঘ্র যাতে তিনি শুন্‌তে পান, সেই ব্যবস্থাই কর্‌ছি—

সীতা। এত বড় শত্রু হয়ে দাঁড়াবে?

জ্ঞান। তোমাদের সঙ্গে মিত্রতায় যে পোষায় না হাবিল্‌দার-জি—শত্রুতায় সুবিধা আছে।

সীতা। তা'হলে হাবিল্‌দারী ছেড়ে শ্মশানচারী হই?

জ্ঞান। আহা, তা'হলে আজই আশাপূর্ণার পূজা দিয়ে আসি গো!—

সীতা। অকৃতজ্ঞা নারি! তোমাদের জাতিটাই এমনি কৃতঘ্ন!

জ্ঞান। উত্তম সংবাদ! বাধিত হলুম! এবার নিজের পথ দেখ!

সীতা। তোমরা অত্যন্ত স্বার্থপর—

জ্ঞান। হ'তে পারে,—কিন্তু তোমাদের মত নিঃস্বার্থ উদারতার ভাণ দেখিয়ে কাউকে যে প্রবঞ্চনা করি না,—সেটা বোধ হয় মান?

সীতা। সত্যি জানকি, এই জন্যে তোমায় সম্মান করতে ইচ্ছে হয়, ঐ গুণেই শুধু তোমায় ভালবাসি—

জ্ঞান। রক্ষা কর হাবিল্‌দারজি, তোমাদের ঐ সব—রসনার আস্ফালন শুন্‌লে আমার গায়ে জ্বর আসে, ছিঃ, হাবিল্‌দার, অতবড় পবিত্র জিনিস,—ভালবাসা,—তাকে এমনি ক'রেই,—অহোরাত্র মুখে মুখে উচ্ছিষ্ট ক'রে,—শুধু মৌখিক ভাষার ওপর, হাস্যোদ্দীপক ভঙ্গীতে ডিগ্‌বাজী খাওয়াবে?—

সীতা। রাগ কোরো না, জানকি—

জ্ঞান। রাগ করিনি, কিন্তু বড় দুঃখ হয় হাবিলদার! এত ছোট মন তোমাদের! ভালবাসার যে চেহারাটা তোমরা মনের মধ্যে

গড়ে রেখে পূজা কর,—সেটা শুধু সঙ্কীর্ণতা, ঈর্ষা, আকাঙ্ক্ষা, আর ঘোরতর অভিমান দিয়ে তৈরী!—সেটা যে কত বড় মোহ, চেয়েও দেখো না। তাই নিয়ে স্বচ্ছন্দে চোখবুজে আত্মপ্রতারণা ক'রে যাচ্ছ, দম্ভের ঝাঁকে একেবারে দিশে-হারা!—দোহাই হাবিলদার, তোমায় জোড়হাত ক'র্ছি, মনটিকে শোধ্‌রাও—প্রাণটিকে শুদ্ধ কর!—ভালবাসার গর্ব্ব যদি ক'র্‌তে চাও, তবে এমন ভালবাসা ভালবেসো,—যে ভাল-বাসার টানে, স্বয়ং ভগবান এসে মূর্ত্তিমান হ'য়ে দাঁড়াতে পারেন!

সীতা। অবাক্ ক'রে দিলে জানকি!—এক এক সময় এমনই তাক্ লাগিয়ে দাও যে—

জান। বলি, সারা-দিনটাই কি পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে থেকে আমার কাজ কামাই করাবে!—খুব হিসেবী হুঁসিয়ার হাবিলদার তো! যাও বল্‌ছি, নিজের কাজে—

সীতা। যাচ্ছি,—কিন্তু যে রকম তাড়াহুড়ো দিয়ে তাড়াচ্ছ,—মনে রেখো জানকি, তোমার ওপর আমার ভয়ানক সন্দেহ হচ্ছে—

জান। অবিশ্বাসিনী ব'লে? সাধ ক'রে বল্‌ছি, মনটি হিমালয় পর্ব্বতের চেয়েও উঁচু—

সীতা। উহুঁ ভাল কথা নয়, তোমায় একদিন নেড়ে চেড়ে দেখ্‌তে হবে জানকি—

জান। সুন্দর সদ্‌বুক্তি। কিন্তু সাবধান, আমায় তুমি দেখতে আস্‌বে,—দেখো' তোমায় যেন কেউ না দেখে ফেলে!—

সীতা। এই কথা! ফেল বাজি—

জান। ফেল বাজি,—আমি হার্‌লে নাক্‌খৎ দেব।

সীতা। রাজি তো? আমি এই কাণ মুচ্‌ড়ে চল্লুম, তোমায় জব্দ কর্‌ব, কর্‌ব, কর্‌ব!

জান। সাধু, সাধু—পথ ছাড়া পেয়ে বাঁচলুম, এখন নমস্কার হাবিলদারজি—

সীতা। কল্যাণ হোক্ ভদ্রে,—একটু সাবধানে থেকো।

জান। যে আজ্ঞা—

[পরস্পর বিপরীতদিকে উভয়ের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুরের পথ।

(বিজয় সিংহের প্রবেশ।)

বিজয়। (স্বগতঃ) পরকাল দুনিরীক্ষ্য, ভবিষ্যৎ অন্ধকারাবৃত, শুধু বর্ত্তমানটুকু চোখের ওপর দিব্যোজ্জ্বল দীপ্তিমান! ধর্ম্ম, ন্যায়, বিবেক,—থাক্ সব, হাজার-হাত গভীর অন্ধকারের নীচে!—সংসারে সত্যকার কর্ত্তব্য যদি কিছু থাকে, তবে তার নাম স্বার্থ-সাধন! সে সাধনায় সিদ্ধ হ'বার জন্য, রাক্ষস হ'তে হয়,—পিশাচ হ'তে হয়, তাও ভাল,—তবু যা ধ'রেছি, সে জেদ্ বজায় রাখ্‌বই! সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটা থ' বানিয়ে দেব! দেখ্‌ব শাবন্তহার, তুমি কত বড় শয়তানের বাচ্ছা! আমার অন্ন ধ্বংস ক'রে তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়েছ,—থাক নিশ্চিন্ত, এবার দেখ, আমি কেমন ক'রে প্রতিশোধ নিই! তোমার সুখ সম্মান সম্পদ রসাতলে দেব, তোমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌ব—তোমার রিস্থস্বরের সর্ব্বনাশ ক'র্‌ব, হাররাজের সর্ব্বনাশ ক'র্‌ব, হারাবংশী রাজপুতদের—যারা শাবন্তহারের কথায় মরে বাঁচে, তাদের কাঁচা-মাথা চিবিয়ে খাব!—পৈশাচিক জিঘাংসা, নারকীয় নৃশংসতা, সকলের চূড়ান্ত পরিচয় দেখিয়ে ছাড়্‌ব, তবে আমার নাম বিজয় সিং—

(রাওভোজের প্রবেশ।)

রাও। কি হে বিজয় যে—

বিজয়। আজ্ঞে এই তো,—পুরাণো মায়া ভুল্‌তে পাবি না, বড়ই মন কাঁদে যুবরাজ, থাক্‌তে পারি না! ভাব্‌লুম, মহারাণী মার শ্রীচরণ দর্শন ক'রে যাই। আপনারা তো অধীনের উপর সবাই অসন্তুষ্ট হ'য়ে আছেন—

রাও। যেতে দাও ভাই, ও-সব কথা আর কেন?

বিজয়। কেন ব'ল্‌বেন না যুবরাজ, যতক্ষণ বাঁচবো, ততক্ষণ ব'ল্‌ব! জবরদস্তী ক'রে আমাব ঘাডে মিথ্যাপবাদ চাপিয়ে দিলেন, কি—না, মহারাণী-মার খাস্ চাক্‌রাণী মহামায়া-দেবীকে আমি অন্দর থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছি! আমার অপরাধ, আমি কিল্লাদাব! কাজেই আমি ছাডা আব কেউ এ কাজ ক'র্‌তে পার্‌বে না! উঃ, কি অরাজকতা! মিথ্যে ক'রে আমার ঘাড়ে বদনাম দিলেন! দিন্, ভগবান আছেন, তিনি বিচার ক'র্‌বেন! কিন্তু যথাধর্ম্ম ব'ল্‌ছি যুবরাজ, মহামায়া-দেবীকে আমি কখনো চক্ষে দেখি নি, তবুও শাবন্তহার আমাকে, উঃ! ধর্ম্মে সইবে না, ধর্ম্মে সইবে না মশাই!

রাও। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন, কিন্তু রাজান্তঃপুরের ভেতর থেকে মহামায়া-দেবী হঠাৎ নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেলেন, সেটা কি ভয়ানক অপমানের কথা, একবার ভেবে দেখ দেখি! শাবন্ত-

হারজী যে অত উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিলেন, সেটা অন্যায় বলি কেমন ক'রে ?

বিজয়। বলি আমার বিরুদ্ধে তিনি কি এমন ন্যায়-সঙ্গত জোরাল প্রমাণটা পেয়েছিলেন মশাই, তা জিজ্ঞাসা করি !—

রাও। তা' হ'লে কি রক্ষা ছিল বিজয় ? ন্যায়সঙ্গত জোরাল প্রমাণ—সে তোমার বিরুদ্ধে কি—আমার বিরুদ্ধেই যদি উপস্থিত হোত, তা' হ'লে আমারও নিস্তার থাক্‌ত কি ?—অত্যন্ত কলঙ্কজনক ব্যাপার,—তাই গোপনে মীমাংসা শেষ ক'রে ফেলা হ'ল। রাজ-পরিবারের বিশিষ্ট আত্মীয়গুলি ছাড়া আর কাউকে ও-কথা জান্‌তে দেওয়া হয় নি, তুমি কিল্লাদার, প্রাসাদের সমস্ত প্রহরী কর্ম্মচারীদের মাথা তুমি, কাজেই তোমার অসতর্কতার ত্রুটি প্রমাণিত হোল, পরোক্ষে তুমি দোষী হ'লে—

বিজয়। অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায় ব'ল্‌ছেন যুবরাজ,—কোথাকার কে একটা ভ্রষ্টা দুশ্চারিণী নারী মহামায়া—

রাও। সাবধান বিজয়, ভদ্রভাবে কথা কও ! বুদ্ধিভ্রমে, দুষ্ট-লোকের ছলনায় মুগ্ধ হ'য়ে, মহামায়া-দেবী যাই ক'রে থাকুন, কিন্তু তিনি আমাদের সম্মান্য গুরুজন ! জান, তিনি আমার জননী—মহারাণী-দেবীর সহচরী ছিলেন, স্বয়ং মহারাজও তাঁকে সম্মান ক'রে চ'ল্‌তেন, তাঁর সম্বন্ধে যথেচ্ছ উক্তি প্রয়োগ ক'র্‌বার অধিকার তোমারও নাই, আমারও নাই !—

বিজয়। জানি সব যুবরাজ, তবে গায়ের জালায় মন্দ কথা মুখে আসে,—তাঁব সেই ছুতো ধ'রেই তো শাবস্তহার আমার অন্ন মার্‌লেন, রাজপ্রাসাদ-সংশ্লিষ্ট সমস্ত কর্ম্মচারীর অন্ন মার্‌লেন,—তবু যা হোক্ তারা অন্যদিকে একটা একটা কাজে ভিড়ে গেছে, শুধু মস্ত বদনামের দাগ নিয়ে এক পাশে ঠেকো হ'য়ে রইলুম আমিই! মহামায়া—

রাও। চুপ্ কর বিজয়, এটা অন্তঃপুরের পথ, পুরমহিলাগণ চারিদিকে যাতায়াত ক'র্‌ছেন,……ও-সব কথা আলোচনার ক্ষেত্র এস্থান নয়!

বিজয়। যুবরাজ, আমরা না হয় দায়ে প'ড়ে মুখে হাত-চাপা দিলাম, কিন্তু বাইবের লোক মান্‌বে কেন? একবাব বাইরে গিয়ে তাদেব কথাগুলো যদি সব শোনেন, তা' হ'লে—

রাও। তা'হলে, স্তব্ধ হও বিজয়! এটা শুদ্ধান্তঃপুর, এখানকার সম্মান সম্ভ্রম, স্মরণ রেখে চল্‌তে তুমিও বাধ্য, আমিও বাধ্য! বাইরের লোক? কি শুন্‌ব তাদের কথা?—অভদ্র-ইতর-অন্তঃকরণ নীচ লোকেব অশ্লীল কুৎসা-চর্চ্চা? সে যে ঘৃণার্হ, অশ্রাব্য কাহিনী—

বিজয়। আহা, শুধু অভদ্র লোক কেন, কত ভদ্রেও—

রাও। কি রকম ভদ্র তারা, জিজ্ঞাসা করি? শুধু জন্মগত উচ্চতার গৌরবে? শুধু পরিচ্ছদের চাক্‌চিক্যে—শুধু পদমর্য্যাদা, সামাজিক প্রতিষ্ঠার মহিমায় তারা ভদ্র? কখনই না!—প্রবৃত্তি

শতবার অভদ্র বল্‌ব! ইতর বল্‌ব!—ভদ্র সেই, আত্মসম্মান-বোধ যার মধ্যে আছে, যে লোক নিজের মধ্যেও নিজেকে ছোট হ'তে দেয় না, নিজের কাছে নিজের মাথা যে সম্ভ্রমের ওপর উঁচু ক'রে রাখ্‌তে পারে,—সম্ভ্রান্ত লোক তা'কেই বল্‌ব!......যথার্থ ভদ্রতাবোধ যার অন্তঃকরণে আছে, সে লোক কোন ভদ্র পরিবারের শোচনীয় কলঙ্কের কথা নিয়ে, কুৎসা কৌতুকে প্রীতি অনুভব ক'র্‌তে পার্‌বে না,—এ সব অনধিকার চর্চ্চায় যোগদান ক'রতে তা'র ঘৃণাবোধ হবে, বেদনাবোধ হবে, লজ্জাবোধ হবে!

বিজয়। তা'তো বটেই, তা'তো বটেই,—তবে সবাই তো আর অত কথা বোঝে না—

রাও। যে বোঝে না, তা'র নির্ব্বুদ্ধিতা নিয়ে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন!

বিজয়। তা বটে,—কিন্তু ভেবে দেখুন যুবরাজ, এই যে আমাদের অন্ন মেরে পথের কাঙাল ক'রে শাবন্তহার নিজের আত্মীয়-গুষ্টিকে রাজবাড়ীর কাজে ঢোকালেন—

রাও। কুমার সিংহের কথা বল্‌ছ? কিন্তু শাবন্তহার ত কুমারকে কিল্লাদারী দিতে চান নি, মহারাজই জোর ক'রে তা'কে কাজ দিয়েছেন, শাবন্তহার বরাবর আপত্তি ক'রে এসেছে—

বিজয়। ও-সব বনেদি চাল মশাই, দর বাড়াবার ছল! আমরা ওতে ভুল্‌ব না, আমরা ব্যাসকাশী গয়াক্ষেত্র সবাইকে চিনেছি।

রাও। না না, শাবন্তহার সেরকম লোক নন।—

বিজয়। দেখুন, আপনাদের সু-নজরে যাঁরা পড়েছেন, তাঁদের সাত খুন মাপ,—তবে কথা তুল্লেই কথা বেরোয়,—এই যে, বাংলা মুল্লুকের বিদেশী ক্ষেত্রি যজ্ঞেশ্বর বর্ম্মা,—ও লোকটা কি সুবাদে রাজপুতের রাজ্যে শান্তি-রক্ষা-বিভাগের অত বড় উঁচু কাজটা পেলে, জিজ্ঞাসা করি? শুধু শাবন্তহারের পেয়ারের চেলা বলেই তো? এই যে ছোক্‌রা হাবিল্‌দার সীতানাথ সিং অন্দর-ফটকের মাথা হ'য়ে বস্‌ল—কিসের জোরে বলুন তো? স্রেফ্‌ শাবন্তহারের সঙ্গে একটা সম্পর্কের লেজুড় আছে ব'লেই তো? আচ্ছা মশাই, দেখ্‌ব দেখ্‌ব, অবিশ্বাসী ব'লে আমাদের তাড়িয়েছেন, কিন্তু ওঁরা যে কত কত বিশ্বাসের নজির দেখান, তা'ও দেখা আছে।

(নেপথ্যে। জানকি—)

(বিশাখার প্রবেশ ও সহসা উভয়কে দেখিয়া ত্রস্তে প্রস্থানোদ্যোগ—।)

রাও। আরে বিশু-দিদি যে, তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছ কেন?

বিজয়। বোধ হয় আমাদের দেখে ভয় পেয়ে পালাচ্ছেন।

বিশা। না,—আমি জানকিকে খুঁজ্‌তে এসেছিলাম দাদা।

বিজয়। জানকি, জানকিটা কে? সীতানাথ হাবিল্‌দারের সেই ছুঁড়িটা—

বাও। আঃ, কি ভাষাই যে তুমি ব্যবহার কর বিজয়,—

বিজয়। ঐ!—জানকী সীতানাথের—

বাও। হাঁ, সীতানাথের বাক্‌দত্তা পত্নী সে! তার সম্বন্ধে ও-রকম অসম্ভ্রমসূচক বাক্য ব্যবহার করা উচিত নয়। যাও বিশু-দিদি, কোথা যাচ্ছ তুমি।—এস বিজয়, মার সঙ্গে দেখা ক'রে যাবে।

(বিজয় সিংহকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।)

বিশা। বাবা, ঐ লোকটিকে দেখ্‌লে আমার এমনি ভয় হয়, ওর হাড়গিলের মত চোখের সামনে এসে দাঁড়াতে আমার এত অস্বস্তি বোধ হয়, যে আমায় জ্যান্ত পুঁতে ফেল্লেও তত দুঃখ হয় না! লোকটার চোখে মুখে, কি যে একটা বিশ্রী কদর্য্য ভাব দেখ্‌তে পাই,—দেখ্‌লেই আতঙ্ক হয়। জানকি বলে মিথ্যে নয়, বিজয়ের স্ত্রীর চার-পো পুণ্য ছিল, তা'ই সকাল সকাল মরে গেছে!—বাবা! ভাগ্যে বিজয় সিং আমার দাদা কি,—আপনার লোক কেউ হয় নি, হ'লে......উঃ মা গো আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে যেন,—কি ভয়ঙ্কর ওর চোখের চেহারা!

(জানকীর প্রবেশ।)

জান। এই যে কুমারি, চলুন বাগানে, বেলা যে পড়ে গেল চ।

বিশা। আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আচ্ছা জানকি, কিন্না-

দাসী গিয়ে অবধি বিজয় অন্তঃপুরে ঢুকত না, আজকাল আবার আস্‌ছে, মানেটা কি ?

জান। ভগবান জানেন, ওর মা যুবরাজের ধাত্রী ছিলেন, তাই পুরোণো সম্পর্ক ঝালিয়ে, কুটুম্বিতে করতে আসেন। অন্য লোক হলে কালামুখ দেখাতে পার্‌ত না।

বিশা। ওঁর মা কোথায় ?

জান। গুণধর ছেলে, ভাত দেন না, কাজেই জামাইবাড়ী গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। বাপ্‌! সাতজন্ম নিঃসন্তান হ'য়ে থাকি সেও ভালো, তবু ও-রকম কুসন্তানের মা হ'তে না হয় যেন!

বিশা। মহামায়া-মাসীমার সন্ধান কিছু পেলে জানকি ?

জান। পেয়েছি, আত্মহত্যা করেন নি, তবে আধপাগ্‌লা হ'য়ে গেছেন। বুন্দিতেই আছেন, গভীর-রাত্রে এক একদিন পথে ঘাটে তাঁকে দেখ্‌তে পাওয়া যায়।—

বিশা। এই মুক্তোর মালা বখ্‌শীস্‌ দেব জানকি, যেমন ক'রে পার তাঁকে একটিবার নিয়ে এস। আমি ছেলেবেলায় মা হারিয়েছিলুম, মহামায়া-মাসীমা আমায় মানুষ ক'রে ছিলেন, আমি জানি, তিনিই আমার মা! তিনি যাই হোন্‌, তবু আমার কাছে তিনি সেই মাসীমা-ই আছেন, দেখা পেলে আমি তাঁর পায়ের ধূলো মাথায় নেব, জানকি, লক্ষ্মী-দিদি আমার—একটিবার—

জান। চুপ্‌ করুন কুমারি, এখনই অন্য কেউ শুন্‌তে পাবে, ঐ দিকে চলুন। (উভয়ে প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

মন্ত্রণাগৃহ।

(বুন্দিরাজ, রাওভোজ, দেওয়ান, বক্‌সী, রসালা,
কুমারসিংহ, সামন্ত-রাজগণ, বৈদলা
সর্দ্দার ও শাবন্তহার।)

রাজা। তা' হ'লে যুদ্ধই স্থির ?

সকলে। নিশ্চয় !

শাবন্ত। কর্ত্তব্যানুমোদিত কর্ম্ম সকল সময় সুফল প্রসব করে না সত্য, যুদ্ধে জয় পরাজয় অনিশ্চিত,—হয়ত এ যুদ্ধের পরিণাম আমাদের পক্ষে ভাল না-ও হ'তে পারে। কিন্তু তাই ব'লে বীরধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে দেশের স্বাধীনতা বিক্রয় ক'রে, রাজপুতকে প্রাণ বাঁচাতে হবে,—এ কথনো সম্ভব নয় !

বৈদলা। মিবারের অধীন থেকে বুন্দিরাজ জায়গীররূপে রিস্থম্বর ভোগ ক'র্‌বেন, আফগান-শাসনকর্ত্তার সঙ্গে শাবন্তহার মহোদয় এই সন্ধি করেছিলেন, এখন মোগল-সম্রাট্ আকবরশাহ্ তা'র প্রতিবন্ধক হ'তে চান,—বেশ আসুন তিনি, রাজপুতের বাহুতে কত বল পরীক্ষা করুন। মোগল-সম্রাট্ বীর-গর্ব্বে অগ্রসর

হয়েছেন, রাজপুত বীরের মতই অসিহস্তে তাঁর সম্মান রক্ষা করবে, তার পর—

শাবন্ত। তাবপর হয় জয়, নয় মৃত্যু? হয় গৌরবের জীবন, নয় গৌরবের মৃত্যু! এমন কোন কুলাঙ্গার রাজপুত নাই, যে ব্যক্তি স্বদেশের স্বাধীনতার চেয়ে জীবনকে প্রিয়জ্ঞান'করে! অম্বরেব মানসিংহ ও ভগবান দাসের দৃষ্টান্ত অনুসবণ ক'বে, হীন দাসত্বেব চরণে আত্মবিক্রয় কববে, হারকুলে এমন নির্বীর্য্য কাপুরুষ বোধ হয় কেউ জন্মগ্রহণ করে নি।

সকলে। না, না, কেউ না!—

শাবন্ত। তা'ই বলুন। ভগবতী কিয়ঞ্জা-দেবী আপনাদের মঙ্গল করুন। স্বামী-ধর্ম্ম পালনের জন্য, স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য, অকাতরে আত্মোৎসর্গ কব্‌তে—হারবীরগণ—আপনারা প্রস্তুত?

সকলে। প্রস্তুত, দেশের জন্য, রাজাব জন্য আমরা সর্ব্বস্ব উৎসর্গ ক'র্‌তে প্রস্তুত।

শাবন্ত। হারবীরগণের বীরত্ব-গৌরব ধন্য হউক, হারাবতীর জয় হউক, হাররাজ দীর্ঘজীবী হউন।

সকলে। জয় হাররাজের জয়!

রাজা। হারাবতীর হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ্‌বর্গ,—আপনাদের রাজার আন্তরিক প্রীতি ও সম্মান অভিনন্দন গ্রহণ করুন। কিল্লাদাব, কুমার সিংহ—

কুমার। মহারাজ!

রাজা। সুগভীর গড়খাই ও আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা দুর্গ সুরক্ষিত কর, রাজ্যের চতুর্দ্দিকে,—চম্বলনদীর তীর পর্য্যন্ত রক্ষী-সৈন্য সমাবেশ কর। মহামান্য শাবস্তহার, বৈদলা-সর্দ্দার ও শ্রীযুক্ত সামন্ত-সর্দ্দার মহোদয়গণ দ্বারা গঠিত, সামরিক সভার নির্দ্দেশানুসারে আজ থেকে কার্য্য সম্পাদন কর।

কুমার। যথা আজ্ঞা—

রাজা। যুবরাজ রাওভোজ ও পদচ্যুত কিল্লাদার বিজয় সিংহ আজ থেকে তোমার সহকারীরূপে নিযুক্ত হ'লেন, এঁরা প্রত্যেকে তোমার অধীনস্থরূপে একচতুর্থাংশ সৈন্যের কর্ত্তৃত্বভার বহন কর্‌বেন। যোগ্য ও বিশ্বস্ত, আর একজন সেনানায়ক শীঘ্রই সংগৃহীত হবে, তিনিও তোমার কর্ত্তৃত্বাধীনে নিযুক্ত থাক্‌বেন। দেওয়ানজি, সমস্ত পরোয়ানা প্রস্তুত করুন। হাঁ আর এক কথা, আজ হ'তে যতদিন না যুদ্ধ শেষ হয়,—ততদিন পর্য্যন্ত রাজ্যমধ্যে যে কেহ, অন্যায়রূপে শান্তিভঙ্গের সূচনা ক'র্‌বে,—তাদের ন্যায়সঙ্গত বিচার ও দমনের সম্পূর্ণ ভার, কিল্লাদার কুমার সিংহের হস্তে অর্পণ করা হোল! এই যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়, কেবলমাত্র বিশেষ কারণ ব্যতীত অন্য অভিযোগ রাজপক্ষ দ্বারা মীমাংসিত হওয়া সম্ভব নয়। দেওয়ান-জী রাজ-নামাঙ্কিত পরোয়ানা রাজ্যমধ্যে বিতরণ করুন।

দেও। যে আজ্ঞা মহারাজ।

(প্রস্থান।)

রাজা। বক্‌সি ও রসালা মহাশয়, রাজ-সংসারের আয় ব্যয় ও সাধারণ হিসাব পত্রের এক একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা আপনারা প্রস্তুত করুন। দশ দিন মধ্যে রাজ-সমক্ষে তা উপস্থিত হওয়া চাই।

ব-ও-র। যে আজ্ঞা প্রভু। (প্রস্থান।)

রাজা। সামন্তরাজগণ, আপনারা এখন বিশ্রামের অবসর গ্রহণ করুন, আপরাহ্নিক-সভায় আপনাদের উপস্থিতি প্রার্থনা করি।

সকলে। রাজাদেশ শিরোধার্য্য।

(শাবন্ত সিংহ ও সর্দ্দারগণের প্রস্থান।)

রাজা। বৎস ভোজ ও স্নেহাস্পদ কুমার, তোমাদের উভয়কে একটি গোপন উপদেশ দিয়ে রাখ্‌ছি,—স্মরণ রেখো, সহসা যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ার জন্য, মাত্র প্রয়োজনের অনুরোধে কর্ম্মচ্যুত বিজয়কে পুনশ্চ কর্ম্মদান করা হচ্ছে। কিন্তু সে বিশ্বাস-ঘাতকতার অপবাদে কলঙ্কিত,—অব্যবস্থচিত্ত ব্যক্তি,—তোমরা তার ওপর বিশেষরূপে সতর্ক-দৃষ্টি রেখো—

উভয়ে। যে আজ্ঞা।

রাজা। ক্ষমতাশীলের ক্ষমতাটুকু প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অবশ্য আদরণীয়,—কিন্তু চরিত্রহীন ব্যক্তি, সর্ব্বত্রই অবিশ্বাস্য ও ভয়ঙ্কর!—

(সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

উদ্যান-মধ্যস্থ কুটীরের দাওয়া।

(জানকীর প্রবেশ।)

জান। উঃ, কি গরম, বাপ্,—সারাদিনের খাটুনীর পর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে একবার ঘুমতে পারলে, বড়ই আরাম! স্বর্গের সুখ একেবারে! তবে খাটিয়ে-গতর না হলে, এ আরামের মিষ্টি-স্বাদটুকু বুঝ্‌তে পারা দায়! বনেদি-ঘরের লোক যাঁরা—মানে অষ্টপ্রহর যাঁরা মখমলের বিছানায় কিংখাপের বালিশের ওপর শুয়ে শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ কর্‌ছেন, তাঁরা এর মর্ম্মটুকু বুঝ্‌বেন না! অন্ধ জাগো,—কি বা রাত্র কি বা দিন!—যাঁরা আলস্য-চর্চ্চায় অভ্যস্ত,—আরামের আনন্দটুকু তাঁদের পক্ষে বিষ হয়ে দাঁড়ায়! যাক্ গে, আমি তো এখন এই র'কের ওপর শুয়ে নিদ্রা দিই; যে গরম, আর ঘরে যেতে পারি না। কন্যান্তঃপুরের উদ্যান, এখানে যমও আস্‌বে না, ভয় কি!...... কাল থেকে মহামায়া-মাসীমার সন্ধানে বেরুতে হবে, আহা বেচারী আধ-পাগ্‌লা হ'য়ে গেছে গো!—উঃ, বিজয় সিং কি ভয়ানক নৃশংস লোক,—লক্ষ্মীছাড়াকে দেখ্‌লে আমার সর্ব্ব-শরীর রাগে ঝিন্ ঝিন্ করে! উঃ, মানুষ হ'য়ে, মানুষের ওপর এমন কৃতঘ্ন অত্যাচার,—কাপুরুষ কুলাঙ্গার, উচ্ছন্ন যাক্, উচ্ছন্ন যাক্! বাবাঃ, সাতজন্ম আইবুড়ো থাকি সেও ভাল, তবু

যেন অমন নচ্ছার স্বামীর হাতে না পড়্‌তে হয়! আমার হাবিলদার মহাপ্রভুটি,—তা সে আমায় রাগাবার জন্যে ঝগড়াই করুক্ আর যাই করুক্ অমন বদলোক যে নয়,—সেটা ঠিক বুঝেছি!—নাঃ, হাবিলদার লোকটা নেহাৎ মন্দ নয়,—ওর সঙ্গে যে অসদ্ব্যবহারটা কর্‌তে হয়, তার জন্যে সময় সময় একটু একটু—খুব সামান্য মন কেমন করে বটে, কিন্তু কি কর্‌ব, উপায় নাই, সদ্ব্যবহার কর্‌লে ভয়ানক আস্কারা পেয়ে যাবে যে! কাজেই নিজের মান বাঁচিয়ে চল্‌বার জন্য, শক্ত হ'য়ে গ্রাম্ভারি-চালে চালি,—কিন্তু হাবিলদার মশাইটির জন্য—নাঃ, অস্বীকার করতে পার্‌ছি না, একটু একটু মায়া হয় বটে!

(শয়ন ও নিদ্রা।)

(আলোকহস্তে ছদ্মবেশী সীতানাথের প্রবেশ।)

সীতা। ঠিক হয়েছে! চমৎকার সুযোগ! ফুর্‌ফুরে হাওয়ায় চাঁদের আলোয় র'কের ওপর পড়ে, বড়ই আরামে ঘুম দেওয়া হচ্ছে!—থাম, তোমার সুস্থ প্রাণকে ব্যস্ত কর্‌তে হোল, সাহসের দৌড়টা দেখা যাক্—(জানকীর মুখের কাছে আলো ধরিয়া) বিবি-সাহেব,—আরে এ বিবি-সাহেব, একদফে উঠিয়ে তো, বড়া জরুরী কাম্ হ্যায়—আরে এ বিবি (হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ) কসুর মাপ কি জিয়ে, বিবিজান, জ্যরা উঠো তো—

জান। (উঠিয়া বসিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে) আঃ, কি গেরো গা, কি হয়েছে ?

সীতা। জি,—গোলাম হাজির—

জান। কোন্ চুলোয় ?

সীতা। আপ্‌নে পাঁও বরাবর।

জান। সে আবার কি ? (চক্ষু ভাল করিয়া চাহিয়া) ওমা, এ যে অচেনা মূর্ত্তি! এখানে এল কি করে ? তুমি কে ?

সীতা। জি, ম্যয় ভিন্ মুল্লুক কা আদমি,—আপ্‌কো মুল্লুক দেখ্‌নে আয়া, বহুৎ দূর ঘুম্‌কে আবি হায়রাণ হো গিয়া—

জান। বাহ্ রে বাহ্! বলি তুমি এলে কম্‌নে দিয়ে ?

সীতা। জি, সব কৈ কো ছিপায় কো আয়া—

জান। তোমার শোভা-যাত্রার বর্ণনা রাখ, বলি অন্দরের বাগানের মধ্যে এলে কেমন ক'রে ?

সীতা। জি, সিধা সড়ক সে,—

জান। দেউড়ির হাবিলদারটা বুঝি চোখ বুজে ঘানি টান্‌ছে ? আচ্ছা লোক যা হোক্!—দেখো, তুমি নিশ্চয় পাগল ছাগল মানুষ, না হ'লে এমন দুঃসাহসের কাজ কখনো—

সীতা। আরে তোবা তোবা, বাউরা, হোঙ্গে কাহে ?—ম্যয় আচ্ছা আদমী হ্যায়—সাচ্চা আদমী হ্যায়—

জান। তা সে তুমি ইন্দ্র চন্দ্র যে দেবতাই হও, আমার কোন দুঃখ নাই, এখন ভালমানুষের মত বিদেয় হও দেখি,—যাও ঐ

পথ দে নিঃশব্দে পালাও, যাও বল্‌ছি, দাঁড়িও না,—কেন গরীবের বাছা মারা পড়্‌বে—

সীতা। এইসা হুকুম মৎ বাতাও বিবিজান, মেহেরবাণীসে থোড়া সরাব ফর্‌মাইয়ে, বড়ি পিয়াস লাগা।

জ্ঞান। আ মরি মরি,—কি আব্দার গা!—বলি, যমের বাড়ীতে জায়গা ছিল না? বেরোও বল্‌ছি, নয় ত (শয্যার নিকট হইতে ধনুর্ব্বাণ লইয়া) দেখ্‌ছ? এ সব খেলায় রাজপুতের মেয়ের হাত দুরুস্ত আছে,—

সীতা। আরে বাপ্ রে বাপ্, এ কেয়া জবরদস্তি! আপ্‌কো পাশ নাস্তাথানে বাস্তে আয়া, আউর আপ্ ইস্ মাফিক বিদা দেতা?

জ্ঞান। নাঃ, সিংহাসন পেতে পাদ্য অর্ঘ দেগা! এখন মতলবটা কি?

সীতা। তুঁহার যো ধরম—

জ্ঞান। আমার ধরম, গলাধাকা দিয়ে বিদেয় করা, এখনো ভাল-মানুষের মত বল্‌ছি, জ্বালিও না—এই বেলা চল—

সীতা। আরে ই তো, বড়া বেকুবি কো বাৎ বিবিসাব্,

জ্ঞান। আবার সেই পুরোণো সুর? যাবে কি না এক কথায় বল দেখি,—

সীতা। আরে নেই নেই, কবি নেই যাঙ্গে!—আপ্‌কো গোরী মুখ, মেরা দিল্—

জ্ঞান। তবে রে দুষ্টাশয় দুর্ম্মুখ—(শরসন্ধান)

সীতা। (ত্রস্তে) মাপ কর বিবি, নাকখৎ দিচ্ছি,—প্রাণে মেরো না, জান লেও মৎ—কাণ মলছি—

জ্ঞান। দূর হ হতভাগা কাপুরুষ! এতটুকু সাহস প্রাণে নাই,—আর পাঁচিল টপ্‌কে বাগানে ঢুকে দাড়ি নেড়ে বীরত্ব দেখাতে এসেছ! তোমার কাজ দেখে রাগ আর কর্‌ব কি? ঘেন্না হচ্ছে, দুঃখ হচ্ছে!—তুমি মাতাল, জানোয়ার,—তোমায় আর কি বল্‌ব? শূয়ারের পায়ে মুক্তা ছড়িয়ে লাভ নাই, কিন্তু মনে রেখো, একটু যদি মানুষের গন্ধ তোমার গায়ে থাকৃত, তবে, চড়িয়ে তোমার দুই গাল ভেঙ্গে, আজ এইখানে তোমায় পুঁতে ফেল্‌তুম্‌—

সীতা। ওঃ, এত্তো সাহস?

জ্ঞান। হাঁরে মূর্খ, বাঁদর, অপ্রকৃতিস্থ মাতাল কাপুরুষের চেয়ে, প্রকৃতিস্থা বীরনারীর সাহস ঢের বেশী, শক্তি ঢের বেশী—

সীতা। হ,—হ, উ হাম্ সম্‌ঝাতা, সম্‌ঝাতা,—মগর এখন হামি কেতোটা জমিন্ নাকখৎ দেব?—

জ্ঞান। ঢের হয়েছে আর বিনয় প্রকাশ কর্‌তে হবে না, চলে যা—তোর দৌড় বুঝে নিয়েছি, দূর হ—

সীতা।—কবি নেই দূর হোঙ্গে, পহেলা নাকখৎ দেঙ্গা—

জ্ঞান। মর্ কালামুখো,—দে তবে, ঐ থান থেকে ঐ পর্য্যন্ত।

সীতা। (নাকখৎ দিয়া) কাণ ক্যাবার মোচড়াঙ্গে—

জান। চলে যা, চলে যা, আর কাণ মোচড়াতে হবে না।

সীতা। কেনে হোবে না বিবিসাব ?·· ···আল্‌বৎ হোবে, হোনেই হবে !

জান। আরে গেলো, আবার জুলুমবাজির জাঁক দেখো ! এত বড় বেহায়া নচ্ছার মানুষ আমি দুনিয়ায় দেখি নি, তুই নিশ্চয় আসল বনমানুষ।

সীতা। বহুৎ খুব ?—কেতোবার কাণ মোচড়াঙ্গে, বোল বিবিসাব,—

জান। আর বক্‌তে পারি নে বাপু, যতবার খুসি তুমি কাণ মুচ্‌ড়ে চলে যাও—

সীতা। (কাণ মোচড়াইতে মোচড়াইতে) এই এক, এই দুই, এই তিন, এই চার—(সহসা চমকিতভাবে) ওকে, আরে আরে, ঐ—ঐ—ঐ—

জান। (পিছু ফিরিয়া) কে কে, কই কই, কই,—

সীতা। (অকস্মাৎ পশ্চাৎ হইতে ধনুর্ব্বাণ শুদ্ধ হাত চাপিয়া ধরিয়া) এইবার ! এইবার বিবিজান কি হোবে ?

জান। (সীতানাথের বাহুর নিম্নে ঝুলিয়া পড়িয়া) জোচ্চোর দাগাবাজ, ডাকাৎ !—(কৌশলে ডান হাত ছাড়াইয়া লইয়া, ক্ষিপ্রবেগে সীতানাথের কটি হইতে তরবারি খুলিয়া লইয়া) আমার সঙ্গে শয়তানি !—

সীতা। (সভয়ে পিছু হটিয়া) আরে বাপ্‌রে—দোহাই—

জান। দোহাই! আজ তোমায় খুন ক'রে তবে অন্য কথা—

সীতা। জানকি, জানকি,—আমি, আমি, আমি হাবিল্‌দার,—সীতানাথ সিং (কৃত্রিম শ্মশ্রু-গুম্ফ-ত্যাগ) এই দ্যাখো।

জান। তুমি! হাবিল্‌দার! (অসি নিক্ষেপ) উঃ! দাঁড়াও মাথাটা ঠিক্ ক'রে নিতে দাও! হাবিল্‌দার, তুমি এতক্ষণ ধরে......

সীতা। হাঁ লক্ষ্মি, আমিই এতক্ষণ ধরে......, উঃ বাসবে আর একটু হ'লেই তরোয়ালের খোঁচায় সাবাড় ডেকেছিলুম আর কি,—

জান। হাবিল্‌দার, তোমার হঠকারিতা বিদ্যা এত! অবাক্ ক'রে দিলে! ওমা, আমি তোমায় একটু ভদ্দর ভালমানুষ বলে জান্‌তুম,—তা তুমিও—যাক্! কিন্তু দেখো, ঠাট্টা নয়, মেয়েমানুষের মাথায় খুনের ঝোঁক চাপে যে কেমন ক'রে, সেটা আজ নিজের মধ্যে বেশ স্পষ্ট ক'রে বুঝ্‌তে পার্‌লুম, আজ যে কাণ্ড করেছ তুমি, ঠিক্ আমি তোমায় খুন ক'রে বস্‌তুম—

সীতা। সেটা বেশ পরিষ্কাররূপে বুঝ্‌তে পেরেছি—

জান। আর নাক নেড়ো না, নজর-ছাড়া হও এখন, আমার মাথার রক্ত আগুন হয়ে উঠেছে,—উঃ, কি দুস্‌মনি!

সীতা। আর কখনো বাজী ফেলে রকের ওপর পড়ে ঘুমুবে?

জান। সে কৈফিয়তের জবাবটা গুরুজীর কাছে নিলে ভাল হয় না? আমি তাঁকে সব জানাচ্ছি গিয়ে, থাম,—

সীতা। দোহাই জানকি, ঐ ভয়ে আগে থেকে নাকখৎ দিয়ে কাণ মুচ্‌ড়ে নিয়েছি, আর নিমকহারামিটা কোর না—

জান। নাঃ চুপ্ ক'রে থেকে পাপকে প্রশ্রয় দিতে হবে! তোমার এত ভিরকুটি হাবিল্‌দার? আমায় তাক্ লাগিয়ে দিলে!— তুমি কোন্ আক্কেলে এমন বেশে এত রাত্রে পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে বাগানে ঢুকলে?

সীতা। কি করি বল জানকি,—তুমি যখন নেহাৎ বাজী ফেলেছ, তখন কোন্ মুখে চুপ্ ক'রে থাকি? অগত্যা দায়ে পড়ে, মোগলাই সাজে, তোমার সঙ্গে একবার মুলাকাৎ করতে এলুম—কিন্তু তুমি যে-রকমভাবে অভ্যর্থনাটা ক'রেছ জানকি, ওটা মোটেই শিষ্টতাসঙ্গত হয় নি—

জান। অ! তা' হবে বৈ কি! আচ্ছা এখন বাসায় গিয়ে ঘুমোও তো, তার পর কাল সকালে যথাস্থানে ও-সব সমস্যা মীমাংসা হবে! মেয়ে-মানুষ জাতটা যে কত বড় নিমকহারাম, আর পুরুষমানুষ জাত যে কত ভয়ানক নিমকহালাল, সে সব—

সীতা। মাপ ক'রো জানকি, জাতিগত সম্পর্কটি ধরে টেনো না,—এটা নেহাৎ ব্যক্তিগত বিষয়! এই তুমি যদি জানকি না হ'তে—আর আমি যদি সীতানাথ সিংহ না হতুম, এবং তোমার আমার মধ্যে যদি ঐ বাজী ফেলার হাঙ্গামটুকু না জুটত, তা'হলে এমন কাণ্ডটা যে কক্ষণো ঘটত না, তা' আমি তোমায় নিশ্চয় বলে দিচ্ছি জানকি—বিশ্বাস কর!

জান। করবে বিশ্বাস! কত বড় প্রকাণ্ড বিশ্বস্ত লোক তুমি, তোমার কথা চোখবুজে বিশ্বাস না করলে চলবে কেন! আবার—ফের হাসছ!—ছাখো হাবিলদার, তোমার ওপর আমার ভয়ানক রাগ ধরছে—খবরদার বলছি, এখন আমায় হাসাবার চেষ্টা কোরো না!

সীতা। সীতারাম কহো!—এত বড় গর্হিত কাজ আমি করব, কি যে বল জানকি!—হুঁ, লোকে শুনলে কি মনে করবে বল দেখি!—

জান। উঃ, এমন ঝক্‌ঝকে লৌকিকতা জ্ঞান! ঢের হয়েছে, তোমার সঙ্গে কথা কওয়াই আমার ঝকমারি!—

সীতা। শুধু ঝকমারি!—সবিনয় নিবেদন ভদ্রে, নাকখৎটি দাও!—

জান। নাকখৎ! অপরাধ? বাজী তো তুমি হারলে!

সীতা। তার অর্দ্ধেকটা অংশ যে তোমার!—

জান। অ!—ছাখো তোমার সঙ্গে আর বকাবকি করতে পারি না, সোজাসুজি আমার কথা বলে যাই,—বাজী হারা-টারার জন্যে নয়, তবে তোমায় অনেকগুলি অন্যায় গালাগালি করেছি, তার জন্যে এই নাও—নাকখৎ! কিন্তু বাজীহার তোমার!

সীতা। আমার!—আচ্ছা, নাও এই দিচ্ছি, নাকখৎ!

(গান।)

উভয়ে। তবে এই, তবে এই, দিচ্ছি নাকে খৎ

(এবার) জারিজুরি, কারিকুরি সবই হোল রদ্।

জ্ঞান। আসল নকল পরখ করা অনেকটুকু চাই—

সীতা। (সেটা) নাক কাণের এই জ্বালার চোটে বুঝ্‌তে বাকি নাই,

জ্ঞান। বুঝেছ তো

সীতা। বুঝেছি গো—

উভয়ে। বল্‌ছি এবার তাই—

এম্নিধারা দিশেহারার পায়ে দণ্ডবৎ!

জ্ঞান। সবাই সমান নয়, কখনো মনে ভুলো না,

সীতা। ভয় হয় যে, কারসাজিতে কসুর দেখি না—

জ্ঞান। আবার ফের—

সীতা। (করযোড়ে) হয়েছে ঢের—

উভয়ে। আর ও সকল না—

এক হিড়িকেই বাজীমাৎ—কিস্তীবন্দী খৎ—

বাঁরোয়া পিলুর পালা শেষ,—এবার বেহাগ বৎ!

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজপথ।

(চারণীগণ।)

(গান।)

সকলে। জাগো মা বীরাঙ্গনা বিপদ্ বেধেছে।

ঘোরাল মেঘ জমে ক্রমে ঝড় ঐ উঠেছে।

এসেছে কাজের সাড়া, উঠে সব দাঁড়া দাঁড়া,

সে যে রে বিষম তাড়া, বিষম হয়েছে!

বীর-দুহিতা বীরের মাতা, বুঝ্‌বি তোরা আসল কথা,

প্রাণ দিয়ে মা, প্রাণের ব্যথা, মুছ্‌তে হবে যে!

সিংহ যারা ধূলার মাঝে, অলস ঘোরে সুপ্ত আছে,

ঘুম ভাঙ্গিয়ে দে জাগিয়ে, যাক্, তারা কাজে?

শক্তিরূপা, শক্তি তোরা, তেজ হারিয়ে ঢোড়া যারা,

বুক ভরে দে তেজে তারা,—উঠুক গরজে!

স্বার্থপরের আনি-মানি, যা ভুলে বল জানি জানি,

কাজের মত, কাজের সময় এবার এসেছে!

শক্তি পূজি মনে মনে, শক্তি জাগা, সকল প্রাণে,

বীরাঙ্গনার হৃদয় বলে, বীর বলীয়ান যে!

কিসের কি ভয়? থাক্‌বে ত জয়, সম্মানের মাঝে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুমার-সিংহের বিশ্রাম-কক্ষ।

(যজ্ঞেশ্বরের প্রবেশ।)

যজ্ঞে। (ললাটের স্বেদ মোচন করিতে করিতে) উঃ, বাপ্ সর্ব্বাঙ্গে যেন কাল-ঘাম ছুটছে, সারাদিন সাঁজোয়া মোড়া হ'য়ে ঢাল তরোয়াল বয়ে, ঘোড়ার পিঠে ঘুরে ঘুরে শরীর জালিয়ে দিয়েছে! মনে হচ্ছে, জমি নিতে পার্‌লে বাঁচি!—আজকের যুদ্ধটা বেশ চমৎকার হ'য়ে গেছে! মোগলেরা ক'দিন ধরে ছোট-খাট হানা দিয়ে, আজ পাঁচদিন চুপ মেরে ছিল। আজ আচ্‌কা চড়াও হ'য়ে—বুদ্ধি খেলাতে এসে বল খুইয়ে গেল! কুমার দক্ষিণ থেকে চড়াও হ'য়ে খাসা বুদ্ধিমানের কাজ ক'রে-ছিল, মোগল-পক্ষে আজ খুব লোক্‌সান হ'য়ে গেছে!—কিন্তু শত্রু হ'লে কি হবে, বলিহারী বাদশা আকবর সা'কে! আর-বলিহারী তাঁর সৈন্যদের জেদ ও সাহসকে! এমন খাড়া গোঁয়ার্ত্তমীর-বশে প্রাণ বলিদান দেওয়ার জোর, দুনিয়ার খুব অল্প জাতই জানে! হাঁ, বীর বটে এরা! এরা মর্‌তে জানে, কিন্তু জেদ্ ছাড়তে জানে না,—এরা সবাই দুর্দ্ধর্ষ গোঁয়ার,—কিন্তু জাতীয় ঐক্যের কাছে,—এদের দুই, দুই, নেই,—সবাই এক! এই একতাই এদের জয়শ্রীর মূল। সাবাস মোগল

জাতি!—এদের একতার জন্য এদের ভক্তি কর্‌তে ইচ্ছা হয়! এদের একতা, সমস্ত বিশ্বের শিক্ষণীয় বস্তু!

(কুমার-সিংহ ও পিয়ারী-সাহেবের প্রবেশ।)

পিয়ারী। আপনি পায়ে হেঁটে আমাব কাছে গিয়েছিলেন, আমি আপনার কাজ মাথায় তুলে নেব না? অবশ্য নেব! আমায় আর কোন কথা বল্‌তে হবে না। এখন বলুন, আপনাদের রিস্থবরের জন্য আমায় কি কর্‌তে হবে?

কুমার। ঐখানেই ত ভুল করলেন বন্ধু, রিস্থবর শুধু আমাদের? কে আমরা?—সুহৃদ্বর, আপনাদের শুদ্ধ নিয়েই ত আমরা।

পিয়ারী। না বন্ধু, রাজপুত-রাজপুরুষগণ সে কথা আমাদের বোঝ্‌বার সুযোগ দেন নি,—দেশের অধিবাসী আমরা, কিন্তু দেশের কাছে আমরা পর হ'য়ে আছি—দেশের মঙ্গলামঙ্গলের সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখবার অধিকার ত আমরা পাই নি—রিস্থবরের আফগান-অধিবাসিগণকে রাজপুতগণ সম্মানের চক্ষে দেখেন না!

কুমার। আজ রাজপুতের বিপদের দিনে,—রাজপুত আমি, যোড়-হাতে তার জন্যে ক্ষমা চাইছি,

পিয়ারী। করেন কি হারজি, বন্ধু আপনি,—আপনার সঙ্গে আমার স্বতন্ত্র সম্পর্ক,—আপনার বন্ধুত্ব আমার সম্মানের শ্লাঘার, প্রীতির বস্তু,—আপনি ও-কথা বল্‌বেন না,—

কুমার। আজ আমার দেশের বড় প্রয়োজন যে ভাই,—আজ আমি বড় বিপন্ন যে ভাই!—আজ বিমুখ বন্ধুর পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইতে আমার অপমান নাই, কিন্তু আনন্দ আছে,—বন্ধু, বলুন, ব্যক্তিগত বিরোধ বিস্মৃত হ'য়ে যাবেন, বলুন অতীত দিনের সকল অপ্রীতি অসৌজন্যের ত্রুটি ক্ষমা কর্‌বেন, বলুন, আজ দেশের মঙ্গলের জন্য আত্মাভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে, উদার নির্ম্মল-চিত্তে ভাইয়ের পাশে ভাই হ'য়ে দাঁড়িয়ে, স্বচ্ছন্দ-মনে কাজ কর্‌বেন—

পিয়ারী। আপনার কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রাখবার জন্য,—বন্ধুর জন্য প্রাণ-বিসর্জ্জন দেব, কিন্তু অর্থের বিনিময়ে দাসত্ব করা আফগানের প্রাণে সহ্য হবে না, ঐটি ক্ষমা করুন। এতে যদি আমার উপর বিশ্বাস-স্থাপন কর্‌তে পারেন—

কুমার। ধন্যবাদ, যথেষ্ট হ'য়েছে, আর লজ্জা দেবেন না; সম্ভ্রান্ত-বংশের সুশিক্ষিত বীর যোদ্ধা আপনি, রিস্থবরের গৌরবের সন্তান আপনি,—রাজপুতের হিতৈষী সুহৃদ্ আপনি,—বন্ধুত্ব-ভিখারী রাজপুতকে, যে বন্ধুত্বের স্নেহদানে কৃতার্থ কর্‌লেন, এর জন্য সমগ্র রাজপুতজাতির পক্ষ থেকে আমি আপনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর্‌ছি,—আপনার স্বাধীনতা সম্মান সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে, আপনি সেনানায়কত্ব গ্রহণ করে স্বাধীনভাবেই আপনার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন কর্‌তে পার্‌বেন।

আজ দেশের দুর্দ্দিনে রাজপুত পরম সম্মানে এ সাহায্য-ঋণ আপনাদের নিকট গ্রহণ ক'র্‌বে—

পিয়ারী। আবার আপনি ভুল ক'র্‌ছেন যে! আপনি ত ব'লে দিলেন দেশ আমাদের সকলের,—তবে তারপর ও-কথার স্থান ত আর নাই! বলুন, আবার বলুন, দেশ আমাদের সকলের!—দেশের মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ ক'র্‌তে প্রত্যেক প্রজাই বাধ্য! . বন্ধু, ভাষা সৌজন্যতা প্রকাশের সময় আর নাই, দেশ আমাদের বিপন্ন।—আমি অন্তরের দিক থেকে আমার কর্ত্তব্য স্থির করে নিয়েছি, এখন আপনাদের কাছে শুধু কর্ম্ম-সম্পাদনের পরামর্শ-প্রার্থী।

কুমার। অনুগ্রহ করে একটিবার আমার পিতৃদেবের নিকট চলুন, কোন্ দেউড়ীতে কত সৈন্য পরিচালনের ভার আপনার উপর অর্পিত হবে, সে শুধু তিনিই ব'ল্‌তে পারেন।

পিয়ারী। চলুন, আমি এখনই প্রস্তুত আছি—

যজ্ঞে। সাহেব, আমার অনধিকার-চর্চ্চা স্পর্দ্ধা ক্ষমা করুন, আপনার কাছে আমার একটি মিনতি আছে—

পিয়ারী। বলুন।

যজ্ঞে। আপনার বন্ধুটি, সারাদিন আজ জলস্পর্শ ক'র্‌বার সময় পায় নি, প্রাতঃকাল থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুর্‌ছে, তারপর আপনার আড্ডায় ছুটেছিল, এইমাত্র বাড়ী ফির্‌ছে, অনুগ্রহ করে ওকে ছুটি দিয়ে যদি আমায় আপনার সঙ্গী করেন—

কুমার। না না যজ্ঞেশ্বর দাদা, তা হ'তে পারে না।

পিয়ারী। কেন হ'তে পারে না বন্ধু ?

কুমার। যুদ্ধের সময় স্নানাহারের বিধান নিয়মিতরূপে পালন ক'রে চলা যোদ্ধার পক্ষে সম্ভব নয়—

পিয়ারী। কিন্তু সুবিধা থাক্‌তেও অসুবিধায় পড়া, বুদ্ধিমানের কাজ নয়। যান, স্নানাহার করে সুস্থ হন, অপরাহ্ণ সমাগত-প্রায়!—আসুন বর্ম্মণ জি—আদাব—

কুমার। নমস্কার—

(পিয়ারী-সাহেব ও যজ্ঞেশ্বরের প্রস্থান।)

কুমার। কর্ম্মের আহ্বান, কর্ম্মী সহস্র কোলাহলের মধ্যেও শুন্‌তে পায়, কিন্তু অকর্ম্মার কর্ণ ধরে ডাক্‌লেও সে গ্রাহ্য করে না! আজীমুদ্দিন সাহেব গর্ব্বভরে রাজ-পক্ষের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে,—ব'লে পাঠালেন, রাজপুতের দাসত্ব কর্‌ব না! কিন্তু তাঁর ছোট ভাই হ'য়েও পিয়ারী সাহেব সে প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ কর্‌লেন, দাসত্ব অবহেলা করে, বন্ধুত্বের দিক থেকে সাগ্রহে আমাদের সাহায্য কর্‌তে স্বীকৃত হলেন! দেশের এত বড় দুর্দ্দিনে প্রয়োজনের এত বড় আহ্বানের সাড়া শুনে, আজ নিশ্চিন্ত উদাসীন হ'য়ে বসে থাকা কর্ম্মীর পক্ষে যে অসাধ্য! আজ এই কর্ম্মপ্রাণ বন্ধুর বিশ্বস্ত মুখের পানে চেয়ে আমার সমস্ত প্রাণ আনন্দে উৎসাহে ভরে উঠ্‌ছে! এমন কর্ম্মপ্রাণ বিশ্বস্ত সুহৃদ্ যদি আর গুটিকতক পাই, তাহ'লে

সমস্ত যুদ্ধ-বিভাগে, অভিনব পরিবর্ত্তন আন্‌তে পারি, মোগলকে কালই রাজপুতানার সীমার বাইরে রেখে আস্‌তে পারি,—জন্মভূমিকে—শান্তিতে সমৃদ্ধিতে স্বর্গভূমিতে পরিণত কর্‌তে পারি!—

(প্রস্থান।)

(সীতানাথ ও জানকীর প্রবেশ)

সীতা। কেন তুমিই বল না,—

জান। না, না, হাবিলদার, সেটা ভাল দেখাবে না—ওঁর সঙ্গে কথা কওয়া,—ছিঃ!—তুমি বল—

সীতা। আমি বল্‌ব, সেইটে কি ন্যায়সঙ্গত হবে? কখনো না!

জান। তোমার পায়ে পড়ি থাম, আর ন্যায়-শাস্ত্রের পাতা উল্টে কষ্ট করো না!—তুমি যে কত বড় পণ্ডিত, সে আমি জানি. এখন দয়া করে—

সীতা। আরে নেই নেই, হাম কভি নেই সেকেঙ্গে—

জান। আঃ, কাজের সময় কি যে পাগলামো কর—বল ওঁকে,—সত্যি, বড় দরকার—

সীতা। তুমিই বল না—

জান। তুমি বল্‌বে না?

সীতা। আমার সঙ্গে তো সে সর্ত্ত ছিল না। তুমি ত শুধু বল্লে আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে, এই পথটুকু পার করে, কেল্লাদার-

জীর কাছে পৌঁছে দাও,—এবার পৌঁছে দিয়ে আমি খালাস! এখন কি তাঁকে বল্‌তে হবে, নিজে বল—

জান। বল্‌তুম নিজে! মান রেখে কথা কইতে জানলে কি কারুর সঙ্গে কথা কইতে দোষ আছে? তবে উনি না কি নেহাৎ অল্পবয়স্ক, সেইজন্য মুখোমুখি কথা কইতে সামান্য—একটু কুণ্ঠাবোধ হয়! তাই তোমার ন্যাজে তেল দিচ্ছি—না হ'লে

সীতা। কি? ন্যাজে তেল!—উঃ, কি ভয়ানক স্পর্দ্ধা!

জান। তুমিই তো বলাচ্ছ! সাধ করে রাগ ধরে! ঐ কিল্লাদার-জী আস্‌ছেন, চুপ কর, চুপ কর, তোমার পায়ে পড়ছি, হাত যোড় কর্‌ছি থাম, বল ওঁকে—

(কুমার-সিংহের পুনঃপ্রবেশ)

সীতা। নমস্কার কিল্লাদার জি—

জান। (নীরব নমস্কার)

কুমার। নমস্কার, কি সংবাদ সীতানাথ? এ কি! জানকীদেবী শুদ্ধ যে, সমস্ত কুশল ত?

সীতা আপনার কাছে একটা নিবেদন আছে,

কুমার। কার? তোমার?

সীতা। আজ্ঞে না, জানকী দেবীর-ই। বল্‌তে পারি?

কুমার। স্বচ্ছন্দে।

সীতা। বিশেষ কোন প্রয়োজনে কুমারী বিশাখা দেবী আপনার

দর্শন-প্রার্থী। তিনি বাইরে দোলায় অপেক্ষা কর্‌ছেন, অনুমতি করেন তো, ভিতরে আসেন—

কুমার। কার নাম কর্‌লে? কুমারী বি-শা-খা দেবী? তিনি নিজে এসেছেন?

সীতা। আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনি কিন্নরা দেবীর মন্দির দর্শনে গিয়েছিলেন, ফের্‌বার পথে, দোলা শুদ্ধ এখানে এসেছেন—

কুমার। সঙ্গে অন্তঃপুরিকারা কেউ নাই?

সীতা। আজ্ঞে না, জানকী আছে, আমি আছি, আর সশস্ত্র প্রহরীরা আছে—

কুমার। যাও, যাও, সসম্মানে এখানে নিয়ে এস।

(সীতানাথ ও জানকীর প্রস্থান।)

কুমার। বিশাখা দেবী! বিশাখা দেবী!—ওঃ, এঁর নাম শুন্‌লে আমার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হয়ে ওঠে! আমার কাছে আজ এঁর প্রয়োজন? কি প্রয়োজন সম্ভব? বুঝতে পার্‌ছি না! ওরে বিদ্রোহ-উন্মত্ত প্রাণ, শান্ত হ’, স্তব্ধ হ’—কোন চপলতা, কোন অধীরতা প্রকাশের স্থান এ নয়—

(বিশাখা ও জানকীর প্রবেশ।)

আসুন ভদ্রে, নমস্কার, আসন গ্রহণ করুন।

বিশাখা। নমস্কার, আসনের প্রয়োজন নাই, আমি এখনই যাব, আমার প্রার্থনা ক্ষুদ্র।

কুমার। (নতশিরে) অনুমতি করুন।

বিশাখা। কন্যান্তঃপুর থেকে বাইরে যাতায়াতের জন্য দুখানি ছাড়পত্র চাই—

কুমার। ধৃষ্টতা ক্ষমা করুন দেবি,—জিজ্ঞাসা করতে পারি কার জন্য।

বিশাখা। হাঁ অবশ্য পারেন,—এই দাসী-জানকী, আর একটি—আর একটি মহিলার জন্য—

কুমার। যুদ্ধের সময় প্রহরার নিয়ম বড় কঠিন, সকল দিকে সতর্ক-দৃষ্টি রেখে না চললে, আমায় কর্ত্তব্য হানির অপরাধে পড়তে হবে,—ত্রুটি গ্রহণ করবেন না, অনুগ্রহ করে আর একটি প্রশ্নের উত্তর দেন, সে মহিলাটি কি আপনি স্বয়ং—

বিশাখা। না না, আমি নয়,—তিনিও কন্যান্তঃপুরের একজন দাসী—

কুমার। অনাবশ্যক প্রশ্নের জন্য ত্রুটি:মার্জ্জনা করবেন। ছাড়-পত্র পাবেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সে আপনার হাতে উপস্থিত হবে।

বিশাখা। এখনি পাওয়া যাবে না?

কুমার। এখনি চাই? আচ্ছা, অনুগ্রহ করে একটু দাঁড়ান, (মস্যাধার প্রভৃতি লইয়া লিখনোদ্যত হইয়া) উঃ হাত বড় কাঁপ্‌ছে—অত্যন্ত—অত্যন্ত কাঁপ্‌ছে—নাঃ এখন লেখা সম্ভব নয়! (সমস্ত রাখিয়া) ভদ্রে! বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছি,—অনুগ্রহ করে যদি—

বিশাখা। আচ্ছা, আচ্ছা, তবে থাক্, আপনার অসুবিধা হয় যদি, এখন কাজ নাই, কিন্তু দয়া করে স্মরণ রাখ্‌বেন—

কুমার। নিশ্চয়,—নিশ্চয় স্মরণ রাখ্‌ব।

বিশাখা। আপনাকে কষ্ট দিলাম, অপরাধ নেবেন না, নমস্কার—

কুমার। নমস্কার—

(জানকী ও বিশাখার প্রস্থান।)

কষ্ট! কষ্ট! উঃ, কি প্রচণ্ড কষ্ট!—হৃদয়ভেদী মর্ম্মান্তিক ক্লেশ! বিশ্বের কেউ যে সংবাদ জানে না,—অন্তর্যামি,—বিশ্বপতি, তোমার অগোচর তা নেই! ক্ষমা কর, ক্ষমা কর ভগবান, আমার অমার্জ্জনীয় মূঢ়তা ক্ষমা কর—না, না, আমি নিজের হৃদয় অন্বেষণ করতে পারব না জানি,—জানি,—সেখানে এক ভীষণ ক্ষুধার্ত্ত রাক্ষস লুক্কায়িত আছে! তার ক্ষুধা বিশ্বগ্রাসী, তার পিপাসা আকাশ প্রমাণ! ভগবান, ভগবান,— চিত্তদমনে শক্তি দাও, আত্মজয়ে বল দাও, যোদ্ধাজীবনের কর্ত্তব্য-পালনে ক্ষমতা দাও! আমি আত্মবিস্মৃত হবার চেষ্টায় কর্ম্মদাসত্বে আত্মসমর্পণ করেছি—কিন্তু তবু, তবু,—সরলা কুমারী বিশাখা দেবী,—কুক্ষণে ওঁর অনুপম লাবণ্য,—···ধিক্ জঘন্য দুর্ব্বুদ্ধি আমার! কিন্তু হায়, কি করি,—ওঁর ভীষণা মধুর স্মৃতি, সে যে ভুলেও ভুল্‌তে পারি না...ওঁর ভয়ে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ বন্ধ করেছি, হতভাগ্য আমি—হায় কি ভয়ঙ্কর ঐন্দ্রজালিক স্তম্ভনে, মুগ্ধ হ'য়ে পড়েছি, (নেপথ্যাভিমুখে চাহিয়া)

ঐ তিনি শিবিকায় উঠ্‌ছেন,—কি সৌন্দর্য্য, কি মাধুরী! কি লাবণ্য, কি সুষমা!—বাহ্য চৈতন্য লুপ্ত হয়ে যায়, অভিনব আনন্দ-বিস্ময়ে সমস্ত প্রাণ পূর্ণ হয়ে উঠে,—এমন রমণীয় মানবীমূর্ত্তি!—

(হরিবোলের প্রবেশ।)

হরি। জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম্মফল! নিয়তির অখণ্ড নিয়ম। ও কি ভুল হবার যো আছে!—ঐ সেই প্রভারূপা বিশাখা, আর এই সেই যোগভ্রষ্ট মহাত্মা! পূর্ব্বজাত সংস্কার-বশে, তোমায় বুদ্ধি-বিপাকে পড়্‌তে হয়েছে!—পূর্ব্বজন্মে নিত্য-চিন্তায় নিযুক্ত ছিলে,—এ জন্মেও তাই চিন্তাশক্তি তোমায় তীব্রবেগে আকর্ষণ করে চলেছে, কিন্তু আত্মার অবনতির জন্য, উৎকৃষ্ট চিন্তা ভুলে, বাসনা-মলিন নিকৃষ্ট চিন্তায় মজে গেছ! ঐ তো পরিতাপ! যাক্, এখন সঙ্গীতে শক্তি সঞ্চার ক'রে তোমার দৌর্ব্বল্য-অবসাদ দূর করি!—সুপ্তিমগ্ন প্রাণ, জাগ—ক্ষুদ্র জিনিসের সঙ্গে চিত্তের যোগ ছিঁড়ে, মহতের সঙ্গে যুক্ত কর! স্বপ্ন-ঘোরে কি মিথ্যা দৃশ্য দেখ্‌ছ,—চক্ষু ফিরিয়ে নাও, মিথ্যা ভুলে যাও—যা সত্য, যা শাশ্বত, তার উপর আত্ম-নির্ভর স্থাপন কর—

(গান।)

পরের পানে চাইবে পরে, আপন পানে আগে চাও—
উট্‌মুখে ভাই দেখ্‌ছ ওকি,—নিজের মাঝে নজর দাও!

বাইরে যদি বেড়াও ঘুরে, ঘর যে তোমার লুটবে চোরে,
হা হুতাশে মর্‌বে শেষে হাহাকার —ক'রে
ও ভাই—সময়ে সামাল আপন, সিধে সড়ক বেছে নাও,
হাতের পাঁচ সে হেলায় ছেড়ে, কেন মিছে দুঃখ পাও !

কুমার। (চকিতভাবে) এঁ্যা, এ কি, কে এ উপদেশ দিলে ? এ কি, সেই তিনি ! সেই মহাপ্রাজ্ঞ উন্মাদ !—মহাত্মন্, নিজের মাঝে কি অন্বেষণ ক'র্‌ব ? কাকে অন্বেষণ ক'র্‌ব ? মনকে ?

হরি। না—

কুমার। বুদ্ধিকে ?—

হরি। না—

কুমার। অহঙ্কারকে ? চিত্তাকে ?

হরি। না।

কুমার। তবে—তবে কি অন্বেষণ কর্‌ব ? কি আছে সেখানে ? দয়া করে বলে দিন—

হরি। আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান !—যার অভাবে জীবাত্মা আবদ্ধ হ'য়ে আছে, তাই অন্বেষণ কর, জীবাত্মাকে মুক্ত কর—বহির্মুখ চিত্ত-বৃত্তিকে অন্তর্মুখ কর ভাই, না হ'লে সর্ব্বস্ব পরহস্তগত হবে !

কুমার। (স্বগতঃ) উন্মাদ-লালসা-দৃপ্ত, সুকঠোর মনোবৃত্তি-চয় !—ধ্বংস হও, চূর্ণ-বিচূর্ণ হও ! (প্রকাশ্যে) দেব, অনুগ্রহ ক'রে—

হরি। উহুঁ, সে আমার কাজ নয় ! দেখ, ঐ যে একটা লোক

আস্ছে, ওকে চাপাচাপি ক'রে ধর্তে পার? ও লোকটা তোমারই মত ভুক্তভোগী, বহুদিন সংসারে বাস করে সংসারী-দের নাড়ী-নক্ষত্র খুব ভাল করে চিনে নিয়েছে, ধেতোজ্ঞান বেশ, ওকে ধর—

কুমার। (নেপথ্যাভিমুখে চাহিয়া) এ কি, উনি যে সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী সদানন্দ স্বামী,—চম্বলনদ-তীরে গোপীনাথের মন্দিরে ওকে একবার দেখেছিলুম।

(সদানন্দ স্বামীর প্রবেশ।)

কুমার। ভগবন্ প্রণিপাত করি।

সদা। কস্ত্বং—

কুমার। আত্মজ্ঞানহীন মূঢ়।

সদা। কি চাও?

কুমার। শান্তির উপায়, মুক্তির পথ—

সদা। সে দেখিয়ে দেওয়া সহজ, কিন্তু দেখ্তে পাওয়া শক্ত। সে শক্তি তোমার আছে কি বৎস? তুমি সংসারী, তোমার কন্যাপুত্র আছে কি?—

কুমার। না, আমি অবিবাহিত—অনাবদ্ধ,—হাঁ—না—

সদা। অনাবদ্ধ? তবে বৎস কোন্ মুক্তির সন্ধানে এসেছ?

কুমার। আমি বড় কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ,—আমার প্রাণ সে বন্ধন এড়াবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে! সাংসারিক ঘটনা

বিরোধ-সংঘর্ষে আমার আত্মার অবনতি হচ্ছে,—আমায় আত্মোন্নতির পথ দেখিয়ে দিন।

সদা। সে যে কঠিন সাধন-সাপেক্ষ বৎস! ভাল, আত্মীয়-স্বজন কে আছে? পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নি—

কুমার। পিতা বর্ত্তমান, মাতা স্বর্গগতা, কনিষ্ঠ সোদর আছে, সোদরা নাই—

সদা। ভাল, সত্য করে বল দেখি, পৃথিবীতে প্রাণ ঢেলে কাউকে ভালবেসেছ কখনো?

কুমার। আপনি কি রকম ভালবাসার কথা বল্‌ছেন বুঝতে পার্‌ছি না,—আমি পিতাকে ভক্তি করি, গুরুজনকে শ্রদ্ধা করি, কনিষ্ঠদের স্নেহ করি, আত্মীয় বন্ধুকে—

সদা। না না, ওসব লৌকিক কর্ত্তব্য দাসত্বের কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছি না, তদতিরিক্ত ব্যাপার—প্রাণের আবেগে, উন্মাদ আগ্রহে, আত্মহারা হয়ে, যে ভালবাসা, সে ভালবাসা কাউকে ভালবেসেছ কি?

কুমার। (স্বগতঃ) কি ভয়ঙ্কর প্রশ্ন?

সদা। বৎস, নীরব রইলে কেন? উত্তর দাও—

কুমার। (কুণ্ঠাসহ) যদি বলি এ প্রশ্নের উত্তর দান আমার সাধ্যাতীত।

সদা। তা হলে আমি বল্‌ব, এত দ্বিধাগ্রস্ত, কুণ্ঠাপূর্ণ-হৃদয় নিয়ে, বৈকুণ্ঠের পথ অন্বেষণ তোমার পক্ষে মহাধৃষ্টতা!

কুমার। (সনিশ্বাসে) যদি বলি, সে রকম ভালবাসা আমি সংসারে কাউকে ভালবাসি নাই—

সদা। তা হলে আমার উত্তর,—তোমার মত অক্ষম, অশক্তের পক্ষে, সুমহান্ ভগবৎ প্রেম উপলব্ধি-চেষ্টা মূঢ়তা মাত্র !

কুমার। তাই কি ! তাই কি সত্য ভগবন্ ! তাই কি—

সদা। অধৈর্য্য হোয়ো না বৎস, স্থির হও,—এইবার বুঝেছি সব, আর আমার বেশী কিছু বল্‌তে হবে না !—বৎস, মানুষ হয়ে, মানুষকে যে ভালবাসতে শেখে নি, সে ভগবানকে ভালবাসতে শিখ্‌বে কেমন করে ? পৃথিবীতে যার প্রাণ ভালবাসার আস্বাদ অনুভবে অক্ষম,—তার হৃদয়ে ভগবৎ প্রেম প্রতিষ্ঠার স্থান নাই ! তবে ভালবাসার প্রকার-ভেদ আছে, সেই প্রকার-ভেদ থেকেই—একমাত্র মহান্ শাশ্বত ভালবাসার শতসহস্র প্রকার বিকৃত ছদ্মমূর্ত্তি:সৃষ্ট হয়েছে ! বৎস জান কি, মূর্খ, খল. পাপী, নীচ,—সংসারে যাদের সঙ্গে বাস করাও শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, তারাও ভালবাসতে জানে ! মূর্খ, মূর্খতা ভালবাসে, মূর্খতার দম্ভে স্ফীত হয়ে সে সমস্ত জগৎকে হেয়জ্ঞান করে,—তার কাছে একমাত্র সেই ছাড়া আর শ্রেষ্ঠ উৎকৃষ্ট ব্যক্তি জগতে কেউ নাই ! খল, ঈর্ষ্যা ভালবাসে—হিংসা ভালবাসে, তাই সে পরছিদ্রান্বেষণে, পরের প্রতিপত্তি সংহারের জন্য, সতত ব্যগ্র উৎসুক ! পাপী অসৎ কার্য্যের জন্য লালায়িত !—নীচ নীচা-শয়তা-প্রভাবে উগ্র-দর্পিত হয়ে, সমস্ত পৃথিবীর যত কিছু উচ্চতা

মহত্ত্বতা আছে, সমস্তই ঘৃণা অবজ্ঞায় ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ক'রে চলতে চায়!—এ সমস্তই বিকৃত ভালবাসার কুৎসিত আসক্তি প্রেরণা,—এ ভালবাসা মানুষের আত্মার অবনতিসাধন করে। কিন্তু উচ্চতর—উচ্চতম যে ভালবাসা, সে মানুষকে আত্মোন্নতির পথ দেখিয়ে দেয়! জীবের জীবত্ব ধ্বংস করে, শিবত্ব-প্রাপ্তির সহায়তা করে! বিশ্বব্যাপী ভালবাসায়, বিশ্বনাথ তৃপ্ত,—বিশ্ব-ব্যাপী ভালবাসায় বিশ্ব-মানবের মুক্তি!

কুমার। ভগবন্, শাস্ত্রের মত কি তাই?

সদা। শাস্ত্রকারগণের মত শত প্রকার! কেউ বলেন, কর্ম্মে মুক্তি, কেউ বলেন জ্ঞানে মুক্তি, কেউ বলেন ভক্তিতে মুক্তি, কেউ বলেন কর্ম্মজ্ঞান ভক্তি আনুসঙ্গিক সাধন, পুরুষকারেই মুক্তি! যোগীর যোগানন্দ, ভোগীর ভোগানন্দ, উভয়ে আকাশ পাতাল পার্থক্য, তবু উভয়ে বলেন উভয় পথেই মুক্তি! কা'র কথা মান্‌বে বৎস,—শাস্ত্রীয় তর্ক যুক্তি বড় জটিল!

হরি। (গান।)

অত মতদ্বন্দ্ব মানি না গো মানি না,
তুমি আমার আমি তোমার আর ত কিছুই জানি না।
(আমার) ছোট্ট প্রাণে ধর্‌তে, তোমার ছোট্ট ছবি চাই
ঐ ভূমা, অজ অব্যয়েরে, বুঝ্‌তে নারি ছাই—
চোখবুজে তাই, চরণ হেরি, বাক্-বিতণ্ডা গণি না।

কাণায় কি গো সুরজ দেখতে পায়—
অনন্তেরে সান্তবুকে কোথায় বুঝতে চায়—
ওরে, যে যা বলে, চলুক বলে, আমি ওসব শুনি না,
অন্তরে তায় চিনে নিচ্ছি বাইরে কারেও চিনি না।

(প্রস্থান।)

সদা। ঐ শোন প্রেমোন্মাদ ভাবুকের মত! শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর,—ইত্যাদি ভাবের সাধনায়—স্থূল ধারণায় চিত্তকে আগে জয় করা চাই। তবেই সূক্ষ্ম ধারণা চিত্তের আয়ত্ত গম্য হবে। মুক্তি সাধনা ক্রমান্বয়ে ক'রে যেতে হয় বৎস। যে চিত্তবৃত্তির পীড়নে তুমি আক্রান্ত হয়েছ, তা'র বিপরীত বৃত্তি সমূহ অন্তরে উদ্বোধন কর, যথা কঠোরভাব পরিবর্ত্তে কোমলতা—শোকের পরিবর্ত্তে শান্তি, নির্ম্মমতাব পরিবর্ত্তে দয়া, অনুরাগের পরিবর্ত্তে বিরাগ, তৃষ্ণার পরিবর্ত্তে বিতৃষ্ণা, লালসার পরিবর্ত্তে ঘৃণা,—এক কথায়, লোকসমাজে লৌকিক প্রথানুযায়ী যে ভাবেই দেহযাত্রা নির্ব্বাহ কর ক্ষতি নাই,—কিন্তু অন্তরে কঠোর ঔদাস্যময় সন্ন্যাস অবলম্বন কর।

কুমার। (প্রণাম) ভগবন্, আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন সিদ্ধকাম হই।—

সদা। বৎস, শান্তির উপায় অন্বেষণ ক'রছিলে,—মনস্থির করবার জন্য মন্ত্রদীক্ষা প্রয়োজন, চিত্তশুদ্ধির জন্য সাধনার প্রয়োজন, এ টুকু স্মরণ রেখো।

কুমার। ভগবন্, আমি কোন্ মন্ত্রে দীক্ষালাভের উপযুক্ত?

সদা। সময়ান্তরে এ প্রশ্নের উত্তর পাবে। এখন নিজকার্য্যে গমন কর। প্রচণ্ড বিক্রমে, অনলস উদ্যমে, সম্মুখাগত কর্ত্তব্য-পালন ক'রে যাও, সাবধান, আলস্য অবসাদের আশ্রয় গ্রহণ ক'বো না, তা হ'লে ধ্বংস অনিবার্য্য!—নিষ্ঠাপূত-মনে, অবিশ্রাম সৎকার্য্য-সাধনে—চিত্তশুদ্ধির চেষ্টা ক'রো, কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মফল ক্ষয় হবে! একান্ত আগ্রহে উদ্যম-চর্চ্চা ব্যতীত,—পুরুষের পক্ষে পুরুষার্থ লাভ চেষ্টা নিষ্ফল!—কাজ কর, কাজ কর, প্রাণপণ যত্নে কাজ কর। চিত্তশুদ্ধির জন্য কাজ কর! চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত চিন্তামণি-চরণে চিত্ত নিয়োগ অসম্ভব!

(প্রস্থান।)

কুমার। 'চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত চিন্তামণি-চরণে চিত্ত নিয়োগ অসম্ভব?' কি কঠোর সাধনার পণ!—হোক্ ভগবান্, তোমার বিধান ধন্য হউক্, যত বড় প্রতিকূল ঘটনা ঘটুক্, সে প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বার জন্য আমায় শক্তি দাও! নীরব ধৈর্য্যে সমস্ত বেদনা-ভার সয়ে যাবার জন্য, বয়ে যাবার জন্য, সুদৃঢ় সহিষ্ণুতা-শক্তি আমায় দাও! শরণাগত দীনকে রক্ষা কর নারায়ণ, একাগ্র নিষ্ঠায় কর্ত্তব্য-পালন ক'রে চিত্ত-শুদ্ধি লাভের অধিকার আমায় দাও!

(প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

উত্তর-তোরণ।

সেনা-নিবাসে তাঁবুর সম্মুখ।

(সীতানাথ সিংহ ও বিক্রমচাঁদ।)

বিক্র। আচ্ছা এই ধর—

সীতা। ধরেছি বল,

বিক্র। আচ্ছা বাল্মীকি গঙ্গাস্তবে বল্‌ছে যে বিষ্ণুর পাদপদ্ম থেকে গঙ্গা মৃণালের ডাঁটার মত বেরিয়েছিল, কেমন?

সীতা। তথাস্তু, তারপর—

বিক্রম। আচ্ছা বাবা, পদ্মফুঁড়ে ডাঁটা বেরিয়েছিল, এ কথাটা কি রকম?

সীতা। আচ্ছা তোমার ভাষাতেই হোক্—বল দেখি ডাঁটা ফুঁড়ে পদ্ম ফোটা সে কথাটা কি রকম?

বিক্রম। সে কথাটা তো চার যুগ ধরেই চলে আস্‌ছে, মোদ্দা বাল্মীকি বুড়ো, এখানে বুদ্ধির দোষে বিশ্রী উল্টো সুর ভেঁজেছে যে!

সীতা। আ মরি, কি সুশ্রী চিক্‌চিকে বুদ্ধিরে তোর!—সাবাস ভাই, একটা প্রকাণ্ড, নতুন কিছু আবিষ্কার কর্‌লি বটে!—

বিক্র। কি? ঠাট্টা? আচ্ছা আমায় বুঝিয়ে দাও তো বাবা।

সীতা। দিচ্ছি বাবা, কিন্তু তোমায় সোজা ধার দে বোঝান ভারি শক্ত কি না?

বিক্র। উহুঁ, সে হবে না, বুঝিয়ে দাও, এখনি বুঝিয়ে দাও, ঠাট্টা করলে কেন?

সীতা। বহুৎ আচ্ছা, আমি দোষে খালাস—এস তো চাঁদ এগিয়ে— (কর্ণ ধরিয়া আকর্ষণ)

বিক্র। ওকি ওকি হাবিলদার, ছাড়, লাগে!

সীতা। আরে থাম, বুঝিয়ে দি আগে! কেমন—কাণ টানলে সঙ্গে সঙ্গে মাথাটাও তো আসে? এই ভাখো—(পুনরাকর্ষণ)

বিক্র। হাঁ হাঁ ছাড়, হয়েছে, বুঝেছি, ওটা খুব বুঝেছি—বাকী-গুলা বল—

সীতা। বুঝে নাও, বিষ্ণুর চরণকে কবি পদ্ম বলে বর্ণনা করেছেন?

বিক্র। হাঁ, তাতে কি হয়েছে?

সীতা। আচ্ছা, এই তলোয়ারের বাড়ি, তোমার ঘাড়ে যদি এক কোপ দি, তাহলে মুণ্ডুটা ধড় ছাড়া হবে তো?

বিক্র। থাম ভাই, একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ভেবে নিতে দাও—হ্যাঁ তা হবে বটে।

সীতা। আচ্ছা, তারপর মুণ্ডুটা কি বন্ বন্ করে উপরদিকে উড়ে যাবে, না—পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিপ্রভাবে মাটীতে পড়বে?

বিক্রম। মাটীতেই বোধ হয় পড়া উচিত—

সীতা। কাজ কি বন্ধু সন্দেহ রেখে? বুঝতে হলে পরিস্কার করেই বোঝা দরকার, আর তো দাদা, হাতে হেতেরে পরখ ক'রে দেখি—

বিক্র। আরে না না, ওকি আর বল্‌তে, হাজার হোক্ তোমার কথা! ও আমি পরিস্কার ছেড়ে—ধব্‌ধবে সাফ রকম বুঝে নিয়েছি, তারপর বল।

সীতা। ঠিক বল্‌ছ তো?

বিক্র। ঠিক্ ঠিক্, ওতে আর কিছু ভুল চুক নাই!

সীতা। আচ্ছা, তা হলে বুঝে নাও,—বিষ্ণুর পদতল-নিঃসৃত গঙ্গাদেবী, ফোয়ারা হ'য়ে ফর্‌ফর্ করে উপরদিকে ছোটেন নি,—সোজা নীচে দিকে নেমে এসেছিলেন, সুতরাং—

বিক্র। কি! আসল কথাটা ফাঁকি দিলে! সে হবে না বাবা,—ফাঁকি? ইঃ, মাগ্না না কি! বলি হঠাৎ তিনি যে সোজা নেমে এলেন কার হুকুমে বলত? অগ্নি নাকি? বটে, মগের মুল্লুক পেয়েছ? হুঁ হুঁ, কত সুখ রে?—

সীতা। সীতারাম! ঠাথ ভাই বিক্রম, তোর মত আকাট্ গোঁয়ার কেউ যদি সে সময় গঙ্গাদেবীর কাছে গিয়ে কৈফিয়ৎ নিয়ে রাখ্‌তে পার্‌ত, তা হ'লে আজ সুবিধে হ'ত!—কিন্তু—

বিক্র। কিন্তু, কথায় চিঁড়ে ভেজে না বাবা, তুমি ফাঁকি দিতে পার্‌বে না,—

সীতা। তাই কি পারি বন্ধু? তবে কি না—হাঁ হ'য়েছে, এস একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্—রাজী আছ?

বিক্র। আল্‌বৎ! কি দিষ্টি নোনৃতা আন্‌বে আনো তো বাবা, তুরন্তে আনো, ঝট্‌পট্‌ আমদানি করো—

সীতা। এই যে আমার তরোয়াল, আর তোমার গর্দ্দান, দুটো এক চোটে মূলাকাৎ হ'লেই—

বিক্র। ওরে বাস্‌ রে, সর্ব্বনেশে কথা যে—

সীতা। সোজা কথায় যাদের বোঝ্‌বার ক্ষমতা নাই—সর্ব্বনেশে কথায়—ওরে চুপ চুপ, ছোট কেল্লাদার জী আস্‌ছেন,—

(বিজয় সিংহের প্রবেশ।)

বিজয়। বলি হাঁ হে, সীতানাথ, এ সব হচ্ছে কি? এদের রকম কি—

সীতা। কাদের?

বিজয়। ঐ তোমার সর্দ্দার-ঠাকুরের ছেলে কুমার সিংহের গো— কোথাকার কে পিয়ারী সাহেব, তাকে ধ'রে এনে কি না দক্ষিণের দেউড়ীতে সর্দ্দারী কর্‌তে লাগিয়ে দিলে! আরে ওরা হ'চ্ছে আফগান, বিদেশী, বিধর্ম্মী, ওদের ওপর বিশ্বাস কি?

সীতা। আজ্ঞে স্বদেশী, স্বধর্ম্মীদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন গলা-কাটা ডাকাত আছে, বিদেশী বিধর্ম্মীদের মধ্যে কেউ কেউ তেমনি মাথা দিয়ে মান বাঁচাবার লোকও আছে, ওতে আর আপশোষ কি মশাই! বিশ্বাসের মত না হ'লে কি আর অমি অত বড় শক্ত কাজের ভার তাঁর ওপর দেওয়া হয়েছে!

বিজয়। আরে রেখে দাও হে, তোমার বাক্‌চাতুরি! বিশ্বাসের

মত! উঃ,—বলে আমার সঙ্গে তার বড়-ভাইয়ের হরিহরাত্মা, তবু আমি তার হালহদিস্ কিছু সম্‌ঝাতে পারি নি, আর—ঐ কুমার, সে কি না খামকাই তাকে বিশ্বাসের লোক ব'লে টপ্ ক'রে চিনে বস্‌ল! আজগুবী কথা!—

বিক্র। আজগুবী? শুধু আজগুবী?—ভ-য়-ঙ্ক-র আজগুবী কথা! হুঁ, দাদাকে না চিন্‌লে কি দাদার ভাইকে চেনা যায়! (চুমকড়ি দিয়া) বেড়ে মজা তো!

সীতা। আরে দূর, পিয়ারা সাহেবের দাদা,—তিনি তো একটা আস্ত পাগল লোক! তাঁর কথা ছেড়ে দাও—তবে পিয়ারী সাহেব, হাঁ, তিনি বেশ শান্ত-গম্ভীর প্রকৃতির বুদ্ধিমান লোক! খেলা-টেলাও দেখেছি, বেশ সুশিক্ষিত লোক......

বিক্র। আরে রাখ, ভারিখ্যেমো অমন অনেকের হয়! এই আমাদের মনিব ছোট কিল্লাদার জী যদি দশটা ছোটলোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, ইয়া বুক ফুলিয়ে, ইয়া মাথা উচিয়ে, ইয়া, ইয়া মোচে মোচড় দ্যান্,—তা হ'লে কোন্ সম্বন্ধী হুজুরকে না ভারিখ্যে ঠাওরায় বল তো?

সীতা। তা তো বটেই! তবে কি জানিস্, দেমাক্ একটা আলাদা জিনিস, আর ভারিখ্যেমো আর একটা আলাদা চিজ্! আর যাই বলিস্ ভাই বিক্রম, মোসাহেবীর খাতিরে তুই যদি কিল্লাদার-জীর সঙ্গে সমান চালে চল্‌তে যাস্, তা হ'লে সেটা

ভয়ানক করুণ-রসাত্মক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, ও-টা ক'রে লোক হাসাস্ নে, চেপে যা একটু ।

বিক্র । কি ! চেপে যাব ? মাথা পেয়েছ!! ইঃ !—বলি হাঁ, কি বল্‌ছিলুম, পদ্ম আর ডাঁটা, কি হোল তার ?

সীতা । বটে ! এখনো তার মীমাংসা মঞ্জুর হয় নি ? কি ধারালো বুদ্ধি রে তোর !—আচ্ছা, ঐ দিকে চল্ বল্‌ছি,—

বিক্র । আচ্ছা চল, (বিজয়ের প্রতি) হুজুর, আপনার ছ ভরি আফিং, ছ ভরি সিদ্ধি, ছ ছিলিম গাঁজা আর—

বিজ । বেয়াদব, বদ্‌মাইস্, থাম ! সীতানাথ সিং, তুমি আফিং খাও ?

সীতা । আজ্ঞে, আগে কিছু-কিঞ্চিৎ খেয়েছিলুম, এখন আর খাই নে ।

বিজ । কেন ? হারাবতীর সবাই তো আফিং-খোর, স্বয়ং মহা-রাজা তো বাদ যান না, তবে তুমি—

সীতা । বড় বদ্‌খৎ ব্যাপার মশাই ! নেশা কর্‌লুম যতটুকু, ততটুকুই, তারপর ঘোরও কাটে, আমোদও ছির্‌কুটে যায় ! শরীর মাটী-মাটী করে, মন খারাপ হ'য়ে যায়, এক আনার আমোদ ক'রে, পোনর আনা অস্বস্তির চেয়ে ও ছাই-ভস্ম নেশা না করাই ভাল, ঐ দুঃখে ছেড়ে দিয়েছি ।

বিজ । চল চল, আমার তাঁবুতে, আজ একটু সিদ্ধি-টিদ্ধি, আফিং-টাফিং খেয়ে আমোদ ক'র্‌বে চল—

সীতা। আজ্ঞে না মাপ করুন। আমি গুরুর কাছে দিব্যি করে ছেড়েছি, আর নয়—

বিজ। গুরু কে? যজ্ঞেশ্বর তো? ওঃ, ভারি তো গুরু, তার আবার দিব্যি, চল চল।

সীতা। আজ্ঞে না, ভারিই হোন্, হাল্কাই হোন্, গুরু তো বটে! আমায় মান্‌তে হবে বৈ কি!—আপনি যান কিল্লাদার জী, আমায় প্রহরীদের কাজ দেখতে হবে, যে দারুণ দুঃসময় পড়েছে মশাই, নেশায় ভোঁ হ'য়ে পড়ে থাক্‌লে তো চল্‌বে না!—

(প্রস্থান।)

বিজ। বেল্লিক ব্যাটা, একটু যদি আক্কেল আছে!—ওর সাম্‌নে মদ-ভাং গাঁজা সব বার করে বস্‌ল ও এবার সবাইকে ব'লে ব্যাড়াক্!

বিক্র। না হুজুর, আজ্ঞে না হুজুর, আমি ওকে সাম্‌লে নিচ্ছি—

বিজ। আর এমন বেফাঁস্ কথা খবরদার্ বলিস্ নি!

বিক্র। যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে—

বিজ। সে চর ব্যাটা-ছুটো এসেছে।

বিক্র। আজ্ঞে হ্যাঁ। যার যার উপর চোখ রাখ্‌তে বলা হ'য়েছে, তাদের সবাইকার খবরই সে বল্লে, আর আজীমুদ্দিন সাহেবকেও ডেকে এসেছে, তিনি এখুনি আস্‌ছেন বল্লে,—

বিজ। আচ্ছা, তুমি সতর্ক থেকো। দেখো যেন সৈনিকরা বা সীতানাথ এ ধারে না আসে,—

বিক্র। য্যা’ জ্ঞে, য্যা’ জ্ঞে—

(প্রস্থান।)

বিজ। এবার আর কাঁচা কাজ কচ্ছি না বাবা, এবার আটঘাট বেঁধে!—কেল্লাদারী গেছ্‌ল, এবার সহকারী কেল্লাদাবী পেলুম, কুচ্‌পরোয়া নাই, ওপবে যে ব্যাটা আছে, যত দায় ধাক্কা তার! আমি স্রেফ্ ঝোপ বুঝে কোপ মেরে বাহবা নেব,—কোন রকমে, একবার কোন বকমে, হে ভগবান্, একবার কোন রকমে, একটু যো’ পাইয়ে দাও বাবা, কুমার সিংহের মাথায় বাঘা-থাবা বসিয়ে—একবার পথ সাফ ক’রে নিতে দাও, তার-পর আর আমায় পায় কে! আরে ‘বুদ্ধি যস্য বলং তস্য নির্ব্বুদ্ধিস্য কুতো বলঃ’ কুমারটা হাঁদা গাধা, নইলে অত সুবিধেব কেল্লাদাবী পেয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে!—হুঁ! কেল্লাদাবী করে এসেছি ত,বাবা আমি! হাঁঃ, তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিলুম না!—

(আজিমুদ্দীনের প্রবেশ।)

আজী। আরে জীতা রও, আদাব—

বিজ। আরে আদাব, আদাব মিঞা নমস্কার—তারপর তোমার কাজ তো হাঁসিল করে দিয়েছি, এবার ঘটকালির দক্ষিণেটা দাও দেখি—রাজ-কন্যেরা রাজী হয়েছেন। দুজনেই!

আজী। রাজি!—দুনোভি?

বিজ। আলবৎ! বাবা, বিজয়চাঁদ যে কাজে হাত দিয়েছে, সে কাজ কি আর দেখ্‌তে শুন্‌তে আছে! রাজকন্যা বাণী আর তার দিদি বিশাখা দেবী, দুজনেই তোমার সঙ্গে আফগানি-স্থানে যেতে রাজী আছে। এখন পাল্কী বেহারার ফর্‌মাস দাও। কাল সকালে তারা দুজনে কিয়ঞ্জা দেবীর পূজা দেবার জন্য আস্‌বেন। ব্যস্‌, সেইখান থেকেই দুটোকে পাল্কী-বন্দী ক'রে লম্বাপাড়ি হাঁকিও, তারপর ধরে কে?

আজী। ঝুটাবাৎ! দিল্লাগি মালুম হোতা! দুনোভি যাগা, ইতো বড়া তাজ্জব বাৎ—

বিজ। এই মরেছে রে! আরে মিঞা তুমি ভড়্‌কাচ্ছ না কি, যা, কাঁচালে সব! আহা রাজকুমারী বেচারা হা-হুতোশ ক'রে মর্‌ছে, তার দিদি বিশাখা তোমার জন্যে কলিজায় ছোরা বসাতে যাচ্ছে, আর তুমি দিব্যি ভুঁড়ি ফুলিয়ে শ্যামপাট্‌।

আজী। সাচ্‌ বোলে হো?

বিজ। এখনো তামাসা ভাব্‌ছ না কি? কি গেরো! যাও যাও, পাল্কী বেহারার ফর্‌মাস দাও গে, আর সময় নাই। কিন্তু খুব গোপনে, দেখো, যেন গোলমাল হ'য়ে না যায়।

আজী। তবে আমি এখনি সব ঠিক্‌ করিগে?

বিজ। এখনি, এখনি, ও আর বল্‌তে!—হাঁ ভাল কথা, তোমার ভাই না কি দক্ষিণ দেউড়ীতে দরওয়ানি কর্‌ছে! আরে আমরা গরীবের ছেলে, পেটের দায়ে পাহারা দিয়ে মর্‌ছি ব'লে,

তোমরা বড় ঘরের ছেলে, তোমরাও তাই কর্‌বে? কেন, কি দুঃখ? তাও শুন্‌ছি ব্যাগার-খাটা, বলি এমন কুবুদ্ধি কে তার মাথায় ঢুকিয়ে দিলে বল তো? ঘরের খেয়ে,—বনের মোষ তাড়ান, ছ্যা, ছ্যা, ছ্যা,—

আজী। আরে ছো ছো! জাহান্নামে যাক্ ভাই, আসল উজবুক্ সেটা, মান ইজ্জৎ রাখ্‌লে না, বাপ দাদার নাম ডুবুলে! জানোয়ার!

বিজ। ত্থাখো, সে এখন রাজপুতের 'আপনার জন' হ'য়েছে, এ সব কথা যেন তাকে কিছু বোলো না।

আজী। তোবা, তোবা, সে কি ভাই আছে? সে তো দুস্‌মন্, তার ওপর আমার মন একদম নারাজ হ'য়ে গেছে—আমি তাকে কিছু বল্‌ব না, কইব না, চুপিসাড়ে ডেরাডাণ্ডা তুলে শাজাদিকে নিয়ে—না না, রাজকন্যাদের নিয়ে,—সটান চম্পট্ দিই—তারপর ওই বেইমান ভাই আমার দায়ে মাথা দিয়ে মরুক্!

বিজ। আরে হাঁ তো, হাঁ তো—ওটা আমার খেয়ালই হয় নি, ও-দিকেও একটা চাল্ আছে তো! বাঃ কি বুদ্ধি সাহেব তোমার! তারপর, তারপর বল দেখি, কি করা যাবে?

আজী। তোমার বিক্রমচাঁদ জালজুয়াচুরিতে দুরুস্ত আছে, ওকে দিয়ে পিয়ারী সাহেবের নামে দুটো চাট্টে মিথ্যে মাম্‌লা রুজু ক'রে দিও। অন্দর থেকে মহামায়া বাঁদীকে ভুলিয়ে আনার

কথাটা, খুসি হয় ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিও। আর ওরই যোগ সাজসে যে আমি রাজার মেয়েদের নিয়ে সট্‌কাচ্ছি, সে কথাটা জুড়ে দিতে ভুলো না।

বিজ। বাঃ, বাঃ, সব ঠিক হ'য়ে গেছে! অন্দর-দেউড়ীর সামনে কেল্লাদারের বাড়ী,—কুমার সেইখানে থাকে, দাঁড়াও, কাল-কের দিনে তাকে সেখান থেকে সরাতে হ'চ্ছে, কে জানে সে যদি কিছু টের পেয়ে যায়, তা হ'লে বেজায় অসুবিধেয় পড়তে হবে। থাম, বিক্রমকে দিয়ে দুখানা জাল চিঠি লিখিয়ে নিই, একখানা শাবন্তহার ঠাকুরের নামে, একখানা কুমারের নামে। বাপের চিঠি পেয়ে কুমার বাপের সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাবে, আর কুমারের চিঠি পেয়ে, পিয়ারী সাহেব দক্ষিণ দেউড়ী ছেড়ে কুমারের সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাবে। ব্যস্, সেই ফাঁকে তুমি দক্ষিণ দেউড়ী দিয়ে চম্পট্ মেরো। তারপর আমি লোকজন দিয়ে প্রমাণ করিয়ে দেব, পিয়ারী সাহেবের সাহায্যেই তুমি দক্ষিণ দেউড়ী দিয়ে পালিয়েছ; ব্যস্, তারপর কি—

আজী। বহুৎ আচ্ছা। ঐ বেইমান ভাইকে যদি ফাঁসীতে লট্‌কে দিতে পার, তোমায় হাজার আস্‌রফি বখ্‌শীস্ দেব! ও আমার ওপর টেক্কা দিয়ে কি না রাজপুতের দলে মিশ্‌ল, ওর এত সদালৎ গিরি! ইস্।

বিজ। তুমি হুকুম দিচ্ছ? বহুৎ আচ্ছা, তোমার ভাইয়ের ভার রইল আমার ওপর, ওকে আমি দেখে নেব!—আর কিছু

ভেবো না, হাঁ আর কথা, ত্মাখো, কিয়ঙ্গা দেবীর মন্দিরে যাবার সময় আজীমুদ্দীন হ'য়ে যেও না, আর কোন কিছু সেজে যেও—এই, ফকীর সন্নিসী-টন্নিসী—

আজী। আরে বাপ, কেয়া মুস্কিল—

বিজ। এইখানেই বাবাকে ডেকে বস্‌লে! তবেই হয়েছে! আবে সাবধানে কাজ কব্‌তে হবে, না অস্নি? ধরা পড়্‌লে গর্দ্দান যাবে, খেয়াল আছে তো?

আজী। হ—হ, উ তো আছে, খেয়াল আছে। এখন বল কি করতে হবে?—

বিজ। ত্মাখো, হিন্দুর-রাজ্যে সাধু-সন্নিসীর খাতিরটা—তোমাদেব ইব্লিশের চাইতেও ডাগর! একবার যদি কোন গতিকে চোখ-কাণ বুজে, ছাই-ভস্ম মেখে, ঝুলি-ঝালা কাঁধে ক'রে রাস্তায় বেরুতে পার, তা হ'লে ব্যস্, আর তোমায় পায় কে হে!—একেবারে দেবত্বে উৎরে যাবে, বুঝ্‌লে! এখন বল তো আমি বিক্রমকে পাঠিয়ে দিই, সে তোমায় সাধু-সন্নিসী সাজিয়ে দেবে।

আজী। বেশ তাই পাঠিয়ো।

বিজ। ভয়ানক শক্ত ব্যাপার, খুব হুঁসিয়ার হ'য়ে,—বুঝ্‌লে?

আজী। বহুৎ আচ্ছা, আদাব—

(প্রস্থান।)

বিজ। আদাব, আদাব, নমস্কার!—যা ব্যাটা হাঁদা,—হিতৈষী সেজে এবার তোর কাঁচা-মাথা চিবিয়ে খাবার ব্যবস্থা ঠিক

করে নিলুম। বিশাখার লোভ দেখিয়ে তোকে ফাঁদে ফেললুম, এবার তোকে দিয়ে কুমারের কপালে তেঁতুল গুলিয়ে তোর কপালে আমি তেঁতুল গুল্‌ব! মাঝ-পথে চোরের ওপর বাটপাড়ি ক'রে পাল্কীশুদ্ধ কুমারীদের রাজ-সভায় হাজির কর্‌ব—আজীমুদ্দানের দুর্ব্বৃত্ততা, কুমারের অযোগ্যতা এবং বিজয়চাঁদের অসীম শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয় দিয়ে ব্যস্, নিজের পথ পরিষ্কার ক'রে নেব! দেখ্‌ব কুমার, এবার কে বেশী বুদ্ধিমান্!—

(বিজয়ের মাতার প্রবেশ।)

বিজ-মাতা। বাবা বিজয়—

বিজ। আপদ্, বালাই, গ্রহ, ফাঁড়া, এখানে কেন? কি বিপদ, দূর হ মাগি—

মাতা। দূরেই আছি বাবা, অমন মুখ-ঝাম্‌টা দিস্ নে! দিতে নেই, বিজয় একটি কথা—

বিজ। কথা? তোর কথা আমি শুন্‌ব? মাগীর সাহস তো কম নয় গা, চ'লে যা, চ'লে যা, আমি তোর মুখ দেখ্‌তে চাইনে!

মাতা। চুপ কর্ বিজু, অকল্যাণ হবে তোর,—না হ'লে ব'ল্‌ছিস্ বল, আমার ওতে কোন দুঃখ নেই। আমার পাঁচটা নয়, সাতটা নয় একটা তুই, তুই যা ব'লেছিস্, যা ক'রেছিস্, সবই তো আমি চিরদিন সয়ে যাচ্ছি বাবা,—তুই হাজার হেনস্তা

ক'রে, একবার যদি মা ব'লে ডাকিস্, তা হ'লেই আমি সব ভুলে যাই!—

বিজ। বটে, খোসামুদে কথা ক'য়ে মন-যোগাতে এসেছ? নিকালো আবি!

মাতা। চুপ করো বাবা, অত চেঁচিও না, আমি এখনি যাচ্ছি,—(নেপথ্যে) বিজয়চাঁদ।

বিজ। ঐ! কুমার সিং! (দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া) আ-মর্ মাগী রাকুসী! সর্ব্বস্ব গ্রাস ক'রে এবার আমার সঙ্গে বাদে লাগ্‌ল; দূর হ, বেরো,—যুদ্ধের ছাউনীতে আমায় অপদস্থ ক'র্‌বার জন্যে আসা হ'য়েছে, কি বজ্জাৎ মাগি!—

মাতা। না বাবা, না বাবা, আমি তা ভেবে আসি নি বাবা—

(কুমারের প্রবেশ।)

কুমার। এ কি ধাত্রী-মাতা যে, প্রণাম, ভাল আছেন?

মাতা। (শিরস্পর্শ করিয়া) এস বাবা এস, অনেক দিন পরে দেখ্‌লুম্, বড় লক্ষী-ছেলে বাবা তুমি,—দেখ্‌লে চোখ জুড়োয়—

বিজ। এখন যাও যাও বিরক্ত কোর না,—কি মুস্কিল, চ'লে যাও না—

মাতা। এই যে যাই, কথাটা ব'লে যাই, এই তোমার ফের কস্ম হ'লে আশাপূর্ণাকে সোনার খড়্গা দিয়ে—

বিজ। (সজোরে ধাক্কা দিয়া) বেরোও দূর হও—

কুমার। (বাধা দিয়া) কর কি—ছ্যাঃ বিজয়, মন্দক্রোধি! তুমি এমন মূর্খ! মা, নয়? ক্ষেপে গেলে না কি?

বিজ। আরে রেখে দাও, তোমাদের ও-সব কেতাবি টস্,—ও-সব আমি ঢের জানি! মা! চিত্তির চটিয়ে রেখেছে, মুখ দেখ্‌তে ঘৃণা হয়, মা! দূর হ মাগী, এখনো সংয়ের মত দাঁড়িয়ে.....নিকালো আবি! নইলে পয়জার-পেটা কর্‌ব।

কুমার। কি হোল? কি শুনলুম,—কি বল্লে তুমি?......তুমি মহাপাষণ্ড, নরাধম! ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিনী বিশ্ব-জননীর প্রতিবিম্ব, কঠোর জগতে অনন্ত করুণার জ্বলন্ত-মূর্ত্তি, পিতামাতা! সন্তানের প্রত্যক্ষ দেবতা যাঁরা!—ঐ সৌরকরোদ্ভাসিত আকাশের তলে, পরম পুরুষের সূক্ষ্ম বিচার-দৃষ্টির সাম্‌নে, ধরিত্রী-মাতার বুকের ওপর দাঁড়িয়ে, এম্নি ক'রে মাতৃ-অপমান! কাপুরুষ, নরপ্রেত,—উদ্দাম যৌবনের, উষ্ণ উত্তেজিত শোণিতের, উগ্র গর্ব্বে কাণ্ড-জ্ঞানশূন্য হ'য়ে, মার চোখে জল বহালে কাপুরুষ! জান না, ঐ প্রতি অশ্রুবিন্দুটি রক্তাঙ্কিত ভৈমী-মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে—বিধাতার পাদপ্রান্তে পৌঁছে, বজ্রনাদে অভিযোগ ঘোষণা করবে? জান না মূঢ়, মাতৃ-চক্ষের বেদনাশ্রু কত ভয়ানক বস্তু! বিশ্বপ্রাণ পবনদেব, মাতৃদ্রোহীর নিশ্বাস-স্পর্শে, তীব্র সন্তপ্ত হ'য়ে উঠেন, মাতৃদ্রোহীর অত্যাচার মানুষ নিরুপায়ভাবে সহ্য ক'রে যায়, কিন্তু ভগবান সহ্য করেন না!

রক্তবর্ণ অনল-শিখাবর্ষী, প্রতিকার-বজ্র, স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল ধ্বনিত ক'রে বিধাতার হস্ত-স্খলিত হ'য়ে পড়ে,—

মাতা। কুমার, কুমার, বাবা আমার শরীর কাঁপ্‌ছে, বাবা... ।

বিজ। খবর্দ্দার কুমার সিং, মুখ সাম্‌লে কথা কও, আমি নেশাখোর বদ্‌রাগী মানুষ, এখনি কি কর্‌তে কি ক'রে বস্‌ব, তুমি কথা কইবার কে ?

কুমার। সর্ব্বদেশে সর্ব্বসময়ে সর্ব্বস্থানে সৎপরামর্শ দিতে সুহৃদ্ বাধ্য, তোমার অন্যায় আচরণে নীরব থাকা আমার কর্ত্তব্য নয় ভাই।

বিজ। খুব বিদ্যে জাহির হ'য়েছে থাম, তোমার কর্ত্তব্যের কান্না জঙ্গলে ব'সে কাঁদগে যাও—আমায় জ্বালিও না।

কুমার। বিজয়, বন্ধু তুমি, ক্ষমা কর ভাই। তোমার এই মাকে শৈশব থেকে আমাদেরও মা বলে জানি, তাই—

বিজ। অ-হ-হ-হ ! আর ন্যাকামো করতে হবে না থাম, কত যে বন্ধু, তা আমি খুব জানি !—বলে—

"পীর মামুদের বাপ মরেছে কাঁদে গদাধর
তুই কেন কাদিস গদা, না আমার এক পরগণায় ঘর"

ঢের হ'য়েছে যাও, আর ঢং করে কেঠো-আদর দেখিও না !—বাপের সুপুত্তুর হ'য়ে নিজের পথ দেখো—

কুমার। যথেষ্ট হ'য়েছে বিজয়,—আমি মূর্খ তাই তোমায় সৎপরামর্শ দিতে উদ্যত হ'য়েছি। থাক্, অনধিকার চর্চ্চার জন্য ক্ষমা

ভিক্ষা ক'র্ছি, মাতা-পুত্র-ঘটিত গৃহ-বিবাদের মধ্যে অগ্রসর হওয়া আমার অশোভন স্পর্দ্ধা,—অন্যায় মার্জ্জনা কর। আমার বক্তব্য শোন, কাল প্রাতে মহারাজ উত্তর-তোরণ পরিদর্শনে আস্‌বেন, তুমি সৈন্যদের প্রস্তুত রেখো—

বিজ। প্রাতে? প্রাতঃকালেই? তাই তো, সে সময় যে বড় জরুরি কাজ আছে কাল,—অন্য সময় এলেই,—আচ্ছা যা ক'রে হোক্ চালিয়ে নেব, মহারাজকে অভিবাদন দিও—

কুমার। উত্তম, বিদায় হই, নমস্কার। প্রণাম মা।

মাতা। বাবা কুমার, রাগ কোর না, বিজয় তোমার বড় ভাই, রাগের মাথায় যদি দুরুক্ষর কিছু ব'লে থাকে—

কুমার। মহাপাপী আমি, সন্তানের ব্যবহারে মর্ম্মাহতা মাতার চক্ষে জল পড়্ছে এ দৃশ্য দেখ্‌তে হোল, সেইজন্যে দুঃখ হ'চ্ছে। না হ'লে, নিজের জন্য কোন দ্বিধা নাই।

মাতা। দেখো বাবা কিছু মনে কোর না, আমার দিব্য।

কুমার। কেন অপরাধী করেন, কি মনে ক'র্‌ব? এখন আসি, (স্বগতঃ) পিতার মাতার চক্ষে সন্তানের দুর্ব্ব্যবহারে যে অশ্রু-জল-স্রোত প্রবাহিত হয়, সে জল, জল নয়, প্রবল বাড়বানল! —সন্তানের অস্থি-মজ্জা দগ্ধ ক'র্‌বার জন্য, সে ভবিষ্যতের গর্ভে লুক্কায়িত আছে, ওরে পিতৃ-মাতৃদ্রোহী হতভাগ্যগণ, সাবধান! —সে আগুন যথাসময়ে প্রকাশিত হবে।

(প্রস্থান।)

বিজ। পাজী নচ্ছার মাগী, দূর হ' দূর হ' আজ মেরে তোর হাড় ভেঙ্গে দেব,—(সক্রোধে প্রহারোদ্যত হওন)

মাতা। (সভয়ে) না বাবা, আমি এখনি যাচ্ছি বাবা, এখনি—

(প্রস্থান।)

বিজ। দূর হ, দূর হ, দূর হ চক্ষুশূল! উঃ কুমার সিং, পাজীর পাঝাড়া বজ্জাত, কুমার সিং শালা আজ, চ্যাট্ চ্যাট্ ক'রে অনেক শুনিয়ে দিয়ে গেছে! আচ্ছা, কাল রাজসভায় যদি এর প্রতিশোধ না নিতে পারি, তবে আমার নাম, মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে,—

(হাতে হাতে চপেটাঘাত)

(মহামায়ার প্রবেশ।)

লাথি মেরে দূর ক'রে দিলুম, আবার এলি!—মহামায়া বাঁদি,—কি মতলব তোর? হাড় মাস জ্বালাতে এলি!

মহা। বল বিজয়, বল, আজ সব সহ্য ক'রতে শিখেছি, কিন্তু মনে আছে কি, একদিন এই বাঁদীরই পায়ে ধ'রে কেঁদেছিলে?

বিজ। সে তোমার মাথা খাবার জন্যে!—

মহা। সত্য বিজয়, অতি কঠোর সত্য! ইন্দ্রিয়-তাড়না-অন্ধ, দুশ্চরিত্র পশুর দল,—ক্ষুধার্ত্ত মাকড়সার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি নিয়ে, ছলনার জাল তৈরী ক'রে ওৎপেতে তোমরা ব'সে থাক,—সুমিষ্ট তোষামোদের সঙ্গীত শুনিয়ে নির্ব্বোধ নারীকে আকর্ষণ

কর, ক্রুর ধূর্ত্ততায় চোখের জল ফেলে তার পায়ে ধ'রে সাধ,—তাকে নারীত্বের সম্মান সম্ভ্রম ভুলিয়ে দাও, তারপর তার সর্ব্বস্ব ধ্বংস ক'রে,—সারা জগতের ঘৃণিত বিদ্রূপপাত্র সাজিয়ে,—তাকে কাঁটার সজ্জা পরিয়ে, আলাকুশীর বনে দাঁড করিয়ে দাও! তারপর সাধু তোমরা, সরে দাঁড়ালেই শুদ্ধ—

বিজ। আলবাৎ, একশো বার!—তাতে হ'য়েছে কি? ও তো চিরকাল ধ'রে চ'লে আস্‌ছে!—পুরুষ আমরা সৌখীন জাত, ও সব তো আমাদের সখের খেলা! গাধার জাত মেয়ে-মানুষ তোমরা,—তোমাদের আবার মান অপমান কি? আমরা তামাসার জন্তে, তোমাদের নিয়ে বাঁদর-নাচ নাচাই, তারপর—

মহা। চুপ্ কর হৃদয়হীন বর্ব্বর, চুপ্ কর? জগতে মানুষের প্রাণ সব মরে যায় নি, এখনো দুটো একটা বেঁচে আছে,—তোমার ঐ ইতর গর্জ্জনে, পাশবিক আস্ফালনে, তাদের প্রাণ, লজ্জায় ঘৃণায় গুঁড়ো হ'য়ে যাচ্ছে, আমি যোড়হাতে আর্ত্তনাদ করছি বিজয়, তাদের পরিত্রাণ দাও,—তোমার হৃদয়-বৃত্তি তোমাতে থাক,—লোক-সমাজে তা প্রচার কোর না,—মানুষের মনুষ্যত্ব সে অমানুষিক আঘাতে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌বে!

বিজ। আ মর্ মাগি,—আবার টস্ দেখিয়ে চেঁচামেচি সুরু ক'র্‌লে দেখো, আরে মোল, চুপ্ ব'ল্‌ছি—

মহা। বড় বেশী জোরে চেঁচিয়েছি কি বিজয়? তা' হবে,—সহ্য ক'র্‌তে পারি নি যে!—

বিজ। মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব! খবর্দ্দার!

মহা। প্রহার? সেটা অভ্যাস হ'য়ে গেছে বিজয়, এর চেয়ে সেটা বেশী লাগ্‌বে না!

বিজ। দেখ্‌বি তবে?—

মহা। কি দেখ্‌ব? সে তো নতুন নয়! দুর্ব্বল স্ত্রীলোকের ওপর ভিন্ন আসুরিক বিক্রমে শক্তিপ্রকাশ কর্‌বার স্থান তোমার আর নাই! প্রহার কর্‌তে চাও কর, আজ তোমার পদদলিতা কীট আমি—উচ্ছিষ্ট-লোভী, ধূর্ত্ত শৃগালের চাতুর্য্য-কৌশলে সর্ব্বস্বহারা হতভাগিনী কুক্কুরী আমি—আজ তুমি—আজ তুমি আমার অস্থি-চর্ম্মের ওপর কত বড় আঘাত কর্‌তে পারবে?—সামান্য, সামান্যমাত্র!—তুমি আমার মর্ম্ম ছিঁড়ে ধর্ম্ম-রত্ন কেড়ে নিয়েছ, আমি প্রাণের জ্বালায় আত্মহারা হ'য়ে উঠেছি,—আমার নারীত্ব আমায়, বিশ্বদাসীগ্লানির ধিক্কারে উন্মাদ, উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুলেছে,—এর ওপর আঘাত! ভুল বিজয় ভুল! পণ্ডশ্রম সে তোমার! আর কোন আঘাত-অনুভবের শক্তি আমার নাই!

বিজ। ত্যাখো মহামায়া, ভালো চাও তো চুপ কর বল্‌ছি! এখন পাগলামীর ধুয়া ধ'রে গোলযোগ করা মিছে, তোমার সংস্রব রেখে আমি কি ফাঁসীতে লটকে মর্‌ব? এখন আমার মুখ চাওয়া মিছে, এখনো বল্‌ছি,—আমার হিতকথা শোন, তোমায় একেবারে ভাসিয়ে দেওয়া আমার ইচ্ছে নয়, তোমার

যাতে ভালো হয় তাই বল্‌ছি, তোফা রাণীর-হালে থাক্‌বে, আজিমুদ্দীন সাহেবের কাছে—যাও—

মহা। পিশাচ তুমি! না, না, পিশাচের অধম,—নরকের কৃমি-কীট তুমি! বিজয়, আজ যদি নিজের সেই পূর্ব্ব সম্মানের মধ্যে, পূর্ব্ব শক্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাক্‌তে পার্‌তাম—তা হ'লে ঐ বীভৎস প্রস্তাবকারী ঘৃণিত কুক্কুরের মুখ, পদাঘাতে চূর্ণ কর্‌তাম্।

বিজ। হঁ,—হুঁ, ত্মাখো মহামায়া—

মহা। রাখো তোমার তর্জ্জন! উন্মাদের প্রাণে মৃত্যু-ভয় নাই! দানবের সংসর্গে, আমিও আজ দানবী হ'য়ে উঠেছি, তোমার ভ্রূকুটী আজ ভয় করি না! বিজয়, নৃশংস-প্রাণ হিংস্র-পশু বিজয়,—কি সর্ব্বনাশ আমার ক'রেছ একবার ভাবো দেখি,— কি মহৎ, সে ক্ষতি, উঃ ভাব্‌তে পারিনে আর! মনস্তাপে মস্তিষ্ক ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে পড়ে! আমি ছিলাম, বুন্দির রাজ-রাণীর প্রধানা সহচরী শুদ্ধচারিণী বিধবা, বাস ক'র্‌তেম যার পানে চেয়ে রাজ্যবাসী সসম্মানে মাথা নোয়ায়, সেই রাজান্তঃপুরে! মান্য কর্‌তেন স্বয়ং রাজ্যেশ্বর মহারাজা!—আর আজ— আজ অস্পৃশ্যা কুক্কুরী আমি, এক মুঠো অন্নের জন্য লালায়িত, জন-সমাজে কলঙ্কিত মুখ দেখাবার ভয়ে নিশাচরী আজ আমি! সংসারে, সমাজে আজ কোথাও আমার দাঁড়াবার স্থান নাই, চতুষ্পাদ দোষ-প্রাপ্ত প্রেতিনীর মতই আজ আমার অবস্থা!

আজ আমার সংস্রব সংসারের লোকের পক্ষে, সমাজের লোকের পক্ষে ভয়াবহ অকল্যাণকর! বিজয়, সহস্রবার শুনিয়েছি, আবার শোনাচ্ছি, তুমিই আমার সর্ব্বনাশেব মূল!

বিজ। আমার দোষ দেওয়া মিছে। তুমি নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছ,—আমার কথা শুনে কাজ কর্‌লে কেন?

মহা। ঠিক বিজয়, ঐখানেই গাধার-জাত মেয়ে-মানুষ আমরা, তোমাদের প্রবঞ্চনা-বাক্য শুনে, সরল-চিত্তে বিশ্বাস ক'রে বসি কেন? তোমাদের কথা শুনে কাজ করি কেন? বিজয় মনে পড়ে কি,—আজীবন ব্রহ্মচারিণী এই নারীকে,—কত সাধ্য-সাধনায়, কত কাতরোক্তি শুনিয়ে, কত আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে তবে তুমি অসৎ-পথে টেনে এনেছিলে? রাজকুমার ভোজের ধাত্রিপুত্র বলে তুমি কেল্লাদার হ'য়েছিলে, অন্তঃপুরে তোমার অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল,—মনে পড়ে কি, কত অছিলায় অষ্টপ্রহর অন্তঃপুরে এসে তুমি আমায় সেই সব মিথ্যা চাটুবাক্য শোনাতে? আমি কখনো মানুষকে নীচ বলে ভাবি নাই, তাই তোমার নীচতা ধর্‌তে পারি নি, আমি জানতুম না তোমার স্ত্রী আছে, জান্‌তুম না, যার সঙ্গে স্ত্রীর সঙ্গে তুমি অত কুৎসিত ব্যবহার কর। তুমি আমায় দেখালে তোমার স্নিগ্ধ-মধুর স্নেহশীল-হৃদয়, শোনালে আমায় স্বর্গসুখের কল্পনা-গান,—আমার মনে আগুন লাগ্‌ল। দেখ্‌লুম মানুষটা চিরদিনের মত ভেসে যায়,—ভাবলুম, দূর হোক্, পরকাল

আমার মাথায় থাক্ যা হবার হবে, মানুষটাকে মেরে ফেল্‌তে পারি না! পরমেশ্বর জানেন বিজয়, দোহাই ধর্ম্ম, এ ছাড়া আমি আর কিছু জানি না!—

বিজ। হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাসালে মহামায়া! আমার উপকারের জন্য, ধর্ম্মভেবে তুমি অধর্ম্মের পথে পা দিয়েছিলে! কি চমৎকার যুক্তি! বিক্রমকে ডেকে কথাটা শোনাতে পার্‌লে খাসা রগড় জমে যেত এখুনি! হাঃ, হাঃ, হাঃ আমার উপকার! পাগল তুমি! সে গুলো তামাসা! তামাসা! তোমরা নির্ব্বোধ তাই এক কথায় বিশ্বাস কর! আশ্চর্য্য তোমার বুদ্ধি! তোমার মত একটা সামান্য বুড়ির রূপে মুগ্ধ হ'য়ে আমি এত কাণ্ড ক'রেছি—এটা কোন্ সাহসে তুমি বিশ্বাস কর্‌লে? এতদিন বলিনি, তবে আজ সত্য কথা বল্‌ছি শোন মহামায়া, তোমার জন্যে নয়—কুমারী বিশাখাকে হাতে আন্‌বার জন্যেই আমি তোমার অত তোষামোদ ক'রেছিলাম!

মহা। কি? কি বল্লে? বিশাখা? মহারাণীর ভ্রাতুষ্পুত্রী বিশাখা—

বিজ। হাঁ, আমি একে বিবাহিত, তায় কুলে নীচ, জানি সদুপায়ে তাকে লাভ কর্‌তে পার্‌ব না, তাই তোমার আশ্রয় নিয়েছিলুম! বিশাখা তোমার হাতে মানুষ করা, ভেবেছিলুম তোমার দ্বারাই কার্য্যোদ্ধারের সুবিধা,—কিন্তু তুমি বর্গ মান্‌লে না, দেখ্‌লুম সে বিষয়ে তোমার ভয়ানক কড়া নজর, ভয়ে এগোতে পার্‌লুম না, নইলে—

মহা। কাল-সাপ তুমি! তোমার কালকূট-ভরা মুখে, আমার সোনার শিশু, দুধের বাছা, বিশাখার নাম উচ্চাবণ কোর না, তুমি বাক্ষস, সর্ব্বগ্রাসী বাক্ষস, তাই বলে বিশাখাকে—

বিজ। খবর্দ্দার, মুখ সাম্‌লে। খুন ক'রে পুঁতে ফেল্‌ব!

মহা। তুমি যতই কব, বিশাখাকে পাবে না! সাবধান বিজয়, মনে রেখো, রাক্ষসী আমি, তবু আমার প্রাণেও সন্তান-মমতা আছে, বিশাখা আমার হাতে-গড়া, সোনার পুতুল,—পিশাচ, তার ওপব তোমার লুব্ধ দৃষ্টি প'ড়েছে? আর তোমার নিষ্কৃতি নাই, আজ থেকে আমি তোমার শত্রু হলুম! তোমাব সর্ব্বনাশ কর্‌ব, বিশাখা, বিশাখা, ধর্ম্মের ঘরে মায়ের বাছা,—কার সাধ্য তোব কেশ স্পর্শ করে? আমি কালসর্প হ'য়ে তাকে দংশন কর্ব্ব!

(প্রস্থান।)

বিজ। খুন কর্ব্ব, খুন কর্ব্ব, কোথা যাস্, এই পাগলি—

(প্রস্থান।)

(সীতানাথের প্রবেশ।)

সীতা। কে, এ মেয়ে-মানুষ? অন্ধকারের মধ্যে কোন্ দিক্ থেকে সাঁ ক'রে এসে পড্‌ল, কিছুই ঠিক ক'র্‌তে পার্‌লুম না, আমার পাশ কাটিয়ে বিদ্যুতের মত চলে গেল! উন্মাদকণ্ঠে ব'লে গেল, "সৈনিক, তুমি যেই হও, দুর্গাধ্যক্ষ কুমার-সিংহকে বোলো, সহকারী দুর্গাধ্যক্ষ বিজয় চাঁদ মহারাণীর ভ্রাতুষ্পুত্রী

বিশাখা-দেবীকে অবৈধ উপায়ে করায়ত্ত কর্‌বার চেষ্টায় আছে, তাঁরা যেন সাবধান থাকেন ?" তারপর স্ত্রীলোকটি অন্ধকারের মধ্যে কোথায় মিশে গেল, ঠাওর কর্‌তে পার্‌লাম না। মনে হোল, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত আর একজন কে ছুটে গেল! উহুঁ কথা ভাল নয়, কাল সকালেই কেল্লাদার মশাইয়ের কাছে যাব।—বিজয় সিং জাঁহাবাজ লোক! ওর অসাধ্য মন্দ কাজ নাই!

(প্রস্থান।)

(বালকবেশী জানকীর প্রবেশ।)

জান। ঠিক হ'য়েছে, বিজয় সিংকে উল্টো পথ ধরিয়ে দিয়েছি। মহামায়া দেবীকে মন্দিরে বসিয়ে রেখে এসেছি, তিনি এখন জিরিয়ে নেন, কুমারী বিশাখা-দেবীকে খবর দিই,—তারপর, যাহোক্ ব্যবস্থা হবে। এই অবকাশে হাবিলদারটাকে—(চারিদিক চাহিয়া) আরে মোল, সে কাবুলে-মিন্সেটা এখনো সঙ্গ ছাড়েনি! ঐ আস্‌ছে ফের্—দূর হোক, আজ আর হাবিলদারের সঙ্গে দেখা হোল না, পালাই, না হ'লে ও আঁট-কুড়ির ব্যাটা গোল ক'র্‌বে!

(প্রস্থান।)

(বাহাদুর মিঞার প্রবেশ।)

বাহা। নিশ্চয় সে এই পথে গেছে! এই ত একটা সড়ক্, সে তো ছাউনীর ভেতর ঢুক্‌তে পার্‌বে না, ভাবনা কি,

এখুনি ফির্‌বে ; থাম্‌, সাড়া শব্দ বন্ধ ক'রে, চুপচাপ ওৎপেতে থাকি !—

(দুই হাত চিবুকের নীচে গুটাইয়া ঘাড় গুঁজিয়া সঙ্কুচিতভাবে দণ্ডায়মান।)

(সীতানাথের পুনঃপ্রবেশ।)

সীতা। লোকটা কে ? চোর না কি ? গেল কোথা ? এই যে, এখানে রে ! থাম ব্যাটা,—(সবলে ঘাড় ধরিয়া) কে তুই ?

বাহা। (নীরবে মস্তক-সঞ্চালন)

সীতা। (গণ্ডে চপেটাত করিয়া) ব্যাটা ভিট্‌কিলেমী পেয়েছ !

বাহা। উ হুঁ হুঁ হুঁ—(দুই হাতে মুখ আচ্ছাদন)

সীতা। আবার ভিরকুটী ? (ঘুসী-প্রহার) আবার ফের তবুও নির্ব্বিকার ! যতক্ষণ না তোমার বোল ফুট্‌ছে, ততক্ষণ—থাম্‌ছি না—(উপর্য্যুপরি মুষ্ট্যাঘাত)

বাহা। হুঁ, হুয়া, বহুৎ হুয়া,—জাস্তি মৎ, রহ্‌নে দেও জী—

সীতা। বড় বাধিত হলুম জী ! বল্‌ তো ব্যাটা তুই কে ?—(পুনর্মুষ্টি প্রহারোদ্যোগ)

বাহা। আরে—আরে, হাম্‌-হাম্‌-হাম্‌,—হাম্‌ বাহাদুর মিঞা, আজিমুদ্দীন মিঞাকো পিয়ারে-কার্‌পর্‌দাজ !

সীতা। (ছাড়িয়া) সীতারাম ! সীতারাম ! বাহাদুর মিঞা তুমি ! ছি ছি, এই হুম্‌ হামটি আগে ক'র্‌লেই তো আসল পরিচয় বেরিয়ে যেত !—অনর্থক উজ্‌বুকের মত মারটা খেলে ?

বাহা। থানে দেও, আবি চুপ যাও! উ আবি ঘুম্ আবেগা,—আলবৎ আবেগা,—

সীতা। ' ' কম,—কে আস্‌বে হে?

বাহা। আ' ' হামি নিশ্চয় দেখিয়ে সি, সে রাজ-বাড়ীর অন্দর-ফটক দিয়ে বেরিয়ে সে! সে ছোঁড়া কবি নেই আছে, ছুঁড়ি নিশ্চয় ছু ড়ি—

সীতা। কি বল্লে, কে ছুঁড়ি?

বাহা। আরে দোস্ত, সে তাজ্জব কারখানা আছে! মহামায়া আগু আগু ছুট্‌ছে, সে লেড়কা পাছু পাছু চলেছে, সে লেড়কা কবি নেই, লেড়কি—

সীতা। মহামায়া! মহামায়া! তুমি তাকে কোথা দেখ্‌লে? (স্বগতঃ) ঠিক, তবে আমি অন্ধকারে মহামায়া দেবীকেই দেখেছি, তিনিই মহারাণীর নিরুদ্দিষ্টা সহচরী,—(প্রকাশ্যে) বাহাদুর, মহামায়া কে?

বাহা। তোবা, তোবা! তোমার বিজয় সিং'জীর—

(কাণে কাণে কহন)

সীতা। দূর হনুমান! তোর যেমন বিদ্যে!

বাহা। কেয়া তাজ্জব? তুমি ওদের কথা জান না? মহামায়ার নাম শোন নি?—

সীতা। কই না?

বাহা। বাহবা! ওর জন্তে বিজয় সিং'জীর খোসনামী বাজার

ছাপিয়ে উঠেছিল! ওর জন্যে কিল্লাদারী গেল! বুন্দিসহর তোলপাড় হ'য়ে গেল, তুমি নিদ্ যাচ্ছিলে না কি? তুমি তো, বে,—বড় বদ্‌খৎ লোক! ছোঃ, এত বেয়াদবী!—আপ-শোষের চোটে কলিজা চুরমার হ'য়ে যায়! ঐ মহামায়ার পাছুতে আজ একটা লেড়কা—বুঝ্‌লে—

সীতা। বটে!—(স্বগতঃ) তবে এ নিশ্চয় জানকী! সেই ক'দিন ধ'রে মহামায়া দেবীর সন্ধানে ঘুর্‌ছে। তবে তো এ ব্যাটাকে আট্‌কাতে হোল, না হ'লে তার পিছু নেবে!—(প্রকাশ্যে) আরে দূর পাগল! নেশার ঝোঁকে তুমি খেয়াল দেখেছ! আমার তাঁবুতে এস, দু বোতল গোলাবি-সরাব্ আনিয়ে নিচ্ছি, টেনে যাও—

বাহা। জীতা রও দোস্ত,—বহুৎ বহুৎ তসলীম্! শও-বাচ্ছাকে বাপ্ হো যাও তোম্—

সীতা। রক্ষা কর, কলিতে শতপুত্রের পিতা হওয়ার মত এত বড় মহাপাপ আর নাই, ও অভিসম্পাতে কাজ নাই। এখন মদ গিল্‌বে এস—অনেক গুলো চড় দিয়েছি!

(উভয়ে প্রস্থান)

—

চতুর্থ দৃশ্য।

শাবস্তহারের বাটীর উদ্যান।

(সুচিত্রার প্রবেশ।)

সুচিত্রা। (গান।)

জগতের কাজে আসি নাই তাই—
জগৎ মোরে না চায়।
অবহেলা ভরে, সবে অকাতরে
তাই মোরে ঠেলে পায়।
লক্ষ্যহীন লক্ষ্য ধরি, দুঃখের সাথে সখ্য করি
বক্ষঃ ভরা বেদনা বহি, দিন মোর চলে যায়।
কক্ষচ্যুত গ্রহ মত, অসীম শূন্যে অবস্থিত
দাঁড়াবার ঠাঁই, কোথা মম নাই, কারে বা, কি বলি হায়।
বিরলে, গোপনে আপনার মনে, কাঁদি পাগলের প্রায়।

ওরে ভাই পৃথিবী, এম্নি ক'রেই আমার সঙ্গে শত্রুতা সাধ্‌লি,— বেশ করেছিস্ ভাই, আর তোর ওপর রাগ ক'র্‌ব না, কোন অভিমানের দাবি রাখ্‌ব না—এবার ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি। পৃথিবীর মানুষ হ'য়ে জন্মেছিলুম কেন? সে অপরাধের দণ্ড মাথা পেতে নিতে হবে বৈকি! পৃথিবী কিসের খাতিরে আমায় রেহাই দেবে? আমি ত তার মাসির মায়ের কুটুম নই, আমি

অসহায়, নগণ্য, ক্ষুদ্র-প্রাণ! আমার ছোট্ট বুকে অপমান-ব্যথা বলে আর কোন্ জিনিস থাক্‌তে পারে? কিছু না, কিছু না, ওটা আমার মিথ্যা স্পর্দ্ধামাত্র! ভারি ভুল।

(যোগীয়ার প্রবেশ।)

যোগী। কে রে কচি-দিদি, এখানে দাঁড়িয়ে একলা গান গাইছিস্? ওঃ, আরে (চিবুক ধরিয়া) দেখি দেখি, তোল তো মুখখানা,— এ কি রে, চোখের কোণে জল টল্‌টল্ ক'চ্ছে যে! এখানে আড়ালে এসে কান্না হ'চ্ছে তা হ'লে বল।—

সুচি। আচ্ছা যাও, কি যে বল তুমি রাঙা-দিদি, (চোখ মুছিয়া) কই, দেখ দেখি, আমি ত কাঁদি নি—

যোগী। ত্থাখ্ কচি-দিদি,—কান্না-মুখে হাসি টেনে আনার চেষ্টার মত অত বড় শক্ত জোচ্চুরি পৃথিবীর বাজারে আর নাই, ওটা করিস্ না,—খরতালের মত মস্ত বড় বড় আমার ছুটো চোখ আছে, এ ছুটোর ধার ভোঁতা হয়নি, রে—

সুচি। তুমি বড় বদ্‌লোক, সাধ ক'রে যোগা-দা তোমায় রণ-চণ্ডী বলে!—খালি, লোকের ছলছুতো খুঁজে বেড়াও!

যোগী। তা বেড়াই বটে, এখন বল্ দেখি কাঁদ্‌ছিলি কেন?

সুচি। বল্‌ছি কাঁদিনি।

যোগী। হ্যাঁ কেঁদেছিস্—

সুচি। হ্যাঁ কেঁদেছি? বেশ, কেঁদেছি জোর কেঁদেছি, খুব ক'রেছি কেঁদেছি, বেশ ক'রেছি কেঁদেছি, যাও—

(কাঞ্চনের প্রবেশ।)

কাঞ্চ। কচিদিদি, কচিদিদি, দাদা এসেছে ভাই! যোগু-দা
এসেছে।

সুচি। কই, কোথা?

যোগী। কখন এলো?

কাঞ্চ। তারা ঘোড়া থেকে নাম্‌ছে, সেই সাদা ঘোড়ায় চড়ে
দাদা এসেছে ভাই, ঘোড়াটা হ্যাঃ—হ্যাঃ ক'রে হাঁপাচ্ছে, খুব
ছুটিয়ে এনেছে কি না, থোকে গেছে ভাই, বুঝ্‌লে! মুখ দে
ফ্যানা ঝর্‌ছে!

যোগী। ঘোড়ার খবর থাক্, ঘোড়-সওয়ারদের কথা বল দেখি,—
ক'জন এসেছে, মোটে দুই মূর্ত্তি, না সঙ্গে জমাদার হাবিলদার
পাইক পদাতিক আরো আছে? তা' হ'লে রান্নাঘরের কাজ
ঠিক ক'রে রাখি,—

কাঞ্চন। (আঙুল গণিতে গণিতে) না গো,—এই দাদা একটা,
দাদার ঘোড়া একটা, যোগু-দা একটা আর যোগু-দার—

যোগী। গাধা একটা তুমি! খুব হিসাব হ'য়েছে, পাটীগণিতে
পরিপাটী অভিজ্ঞতা লাভ ক'রেছ, থাম!

কাঞ্চন। দুষ্টু তুমি! আড়ি!

যোগী। বয়ে গেল! ক্ষিদে পেলে কে খেতে দেয়, দেখ্‌ব—

কাঞ্চন। কচিদিদি দেবে।

যোগী। ওঃ, কচিদিদির ভারি মুরোদ!

কাঞ্চন। হ্যাঁ ভাই রুচিদিদি, দেবে না তুমি ?

সুচি। (চমকিয়া) এঁ্যা কি হ'য়েছে ?—

যোগী। দেখ্‌ছ তো রুচিদিদির হুঁসিয়ারীর দৌড় !—ও নিজের ভাবনায় ব্যতিব্যস্ত, ও আবার তোমার খিদের খোঁজ রাখ্‌বে। আড়ি কর্‌তে হয় কর,—আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু বুঝে সুজে—

(যজ্ঞেশ্বরের প্রবেশ।)

যজ্ঞে। কল্যাণ হোক্, ভাল আছ সবাই ? রুচি-মা কেমন আছ,—কানু দাদা, তুমি ?

কাঞ্চ। ভাল আছি। ছাখো যোগু দা, তোমার ঐ রাঙা-দিদিটা ভারি দুষ্টু—খালি খালি ঝগড়া করে, আর বকে !—

যোগী। বাঁচলুম ! অম্নি চুকলি কাটতে সুরু কর্‌লে ? কেমন সব ভাইয়ের ভাই—বেইমান কি না !

সুচি। বারে বা ! রাগের চোটে কাণু, রাঙা-দিদির দিদিত্বটা শুদ্ধ দাদার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে ! বাঃ ! কাণু, তুই কোথাকার মুখ্‌খু রে ?

কাঞ্চ। হ্যাঁঃ, আমি মুখ্‌খু ? ঐ রাঙা-দিদিটার জন্তেই তো— হ্যাঁঃ ঐ রাঙাদিদির জন্তেই—

যোগী। শোন কথা !—রাঙাদিদির জন্তেই ও মুখ্‌খু হ'য়ে গেছে !

যজ্ঞে। দাঁড়াও, জেঁকে বসা যাক্ ! ওমা,—আমি ভাবি লড়াই ফ্যাসাদটা বুঝি শুধু আমাদেরই বাইরে বাইরে ক'র্‌তে হয়,

তা নয়,—ঘরের মধ্যে তোমরাও তো বড় কম যাও না! ওরে ভাই কাঞ্চন, তুই আমার দিকে সরে আয়, ওদের সঙ্গে পেরে উঠ্‌বি না—

কাঞ্চ। রাঙাদিদিটা পাহাড়ে গিরগিটি! বলা নাই, কওয়া নেই,—আচ্‌কা অগ্নি তড়াক্‌ করে মাথায় লাফিয়ে পড়ে! ভারি রাগ ধরে!—

যজ্ঞে। আর বোল না, বোল না! আমার মাথা চাপ্‌ড়ে মর্‌তে ইচ্ছে করে! ওঁদের গুণের কথা,—আঃ।

যোগী। তুমি থাম, দেখো দেখি, কচি হাস্‌ছে—

(কুমারের প্রবেশ।)

কুমার। প্রণাম রাঙা-দি, শারীরিক মঙ্গল?

যোগী। গোবিন্দ মঙ্গল করুন। হাঁ আমরা এক রকম আছি, এঃ, শরীরটা অত্যন্ত খইয়ে ফেলেছ দাদা।

কুমার। বড় খাটুনি—বিশ্রামের সময় পাইনে।

যোগী। (গমনোদ্যতা সুচিত্রাকে ধরিয়া) এই ক'চি, পালাস্‌ নে, থাম্‌। (কুমারের প্রতি) কতক্ষণ থাকা হ'বে এখানে?

কুমার। বেশীক্ষণ নয়। বাবার সঙ্গে দেখা ক'রেই চ'লে যাব।

যোগী। তবে তো এখন কথা কইবার সময় নাই, আহারের আয়োজনটা দেখিগে। (যজ্ঞেশ্বরের প্রতি) ওগো, ওঠো দেখি,—গাঁজাখোর মহাদেবটির মত নিঝুম মেরে বসে থাক্‌লে

চল্‌বে না, আমার অনেক কাজ রয়েছে, একটু সাহায্য কর্‌বে চল।

সুচি। চল না আমি যাচ্ছি—এস,—

যোগী। তুই গেলে চল্‌বে না, থাম্‌ বল্‌ছি! সকল তাতে ওপর-পড়া হ'য়ে কথা কওয়া—ভারি বাচাল মেয়ে!

যজ্ঞে। আঃ কি উৎপাত! আয় তো ভাই কাঞ্চন-দাদা, আমরা খাবারের ভাঁড়ারটা দেখি। ওগো, কিছু খেতে দেবে এস, ক্ষিদে পেয়েছে— (কাঞ্চনকে লইয়া প্রস্থান।)

কুমার। আমি বাবার সঙ্গে দেখা করে আসি—

যোগী। (পথ আগ্‌লাইয়া) দেখো, সাধু-ভাষায় বল্‌ছি,—ব্রজবুলি শোন্‌বার ইচ্ছে না থাকে তো ফের, এখন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না, তিনি আহ্নিকে বসেছেন!

কুমার। আঃ, কি যে করেন আপনি, সরুন, যেতে দিন।

যোগী। ভ্যাখো, অতি ভক্তিটা যে চোরের লক্ষণ, সে আমার জানা আছে, মান রেখে বল্‌ছি, কথা শোন—যাও ব'স ঐ পাথরের বেদীর ওপর। বিশ্রাম করগে।

কুমার। নাচার!—(উপবেশন) কিন্তু ভারি অন্যায়।

যোগী। ন্যায় অন্যায়ের বিচার পরে হ'বে, এখন আমার মরবার সময় নাই।—তোমার দাদার পেট জ্বল্‌ছে, এখুনি মেজাজ গরম হ'য়ে উঠ্‌বে, জান ত স্বভাব, আগে তার ঠাণ্ডা হওয়ার ব্যবস্থা ক'রে আসি। (প্রস্থান।)

কুমার। সব মিথ্যা কথা! যজ্ঞেশ্বর-দাদার হঠাৎ ক্ষুধা-বোধটাও যেমন মিথ্যা, রাঙাদিদির সেই ক্ষুধা-শান্তির ব্যবস্থা কর্‌বার ব্যস্ততাও তেমনি মিথ্যা! এ সব মিথ্যা-ধূর্ত্ততা।

সুচি। পথ পরিষ্কার হ'য়েছে এবার, আমি চল্লুম—

কুমার। না না, যেও না চিত্রা, শোন, শুনে যাও—

সুচি। কি ব'ল্‌ছেন?

কুমার। কেমন আছ?

সুচি। এইটুকু জান্‌বার জন্য ডাক্‌ছিলেন? ভাল আছি।

(প্রস্থানোদ্যত।)

কুমার। যেও না চিত্রা, রাঙাদিদি রাগ ক'র্‌বেন, তোমায় থাক্‌তে বলে গেলেন তিনি—

সুচি। বেশ থাক্‌ছি, আপনি তা' হ'লে চ'লে যান।

কুমার। একি অদ্ভুৎ ভাবান্তর তোমার চিত্রা! তুমি আমার ওপর রুষ্ট হ'য়েছ?

সুচি। সে অধিকার ত আমার নাই। অনুচিত বল্‌বেন না, ক্ষুদ্রা নগণ্যা নারী আমি, আমায় নিয়ে এরূপ উপহাস বিদ্রূপ আপনার সাজে না।

(প্রস্থান।)

কুমার। চিত্রা, চিত্রা—চলে গেল! যাক্, একি তীব্র তিরস্কার! সরলা বালিকা চিত্রা, করুণাময়ী কোমল-হৃদয়া চিত্রা, আজ একেবারে এতটা কঠিন হ'য়ে উঠেছে! একি পরিবর্ত্তন! এর

অর্থ কি ?—তবে কি, তবে কি—আমার ঔদাসীন্যে সে ক্ষুণ্ণ হ'য়েছে ? সম্ভব তাই। কিন্তু এ যে অন্যায় ক্রোধ, কর্ত্তব্যের দাস আমি, বাইরে গুরুতর কর্ম্মদায়িত্ব বহন কর্‌তে হয় আমায়, আমি কেমন ক'রে—ঐ ক্ষুদ্রা বালিকার সন্তোষ-বিধানের জন্য,......না, আর পার্‌ব না ! কি মিথ্যা, কি মিথ্যা,—পরকে প্রবঞ্চনা করবার জন্য,—নিজের কাছে নিজে এত বড় আত্ম-প্রতারণা কর্‌ব ? উঃ, পারি নে ভগবান, ক্ষমা কর, আমার দানবীয় বিভ্রান্তির বুকে কে যেন সবলে মুষ্ট্যাঘাত কর্‌ছে !—আত্ম প্রতারক মূঢ় আমি,—এমনি ক'রেই নিজের সঙ্গে—নিষ্ঠুর চাতুরী খেল্‌ব ! দূর হোক্ ঘৃণা-তপ্ত জীবন !—বিতৃষ্ণায় সমস্ত বিশ্ব, এক মুহূর্ত্তে চোখের উপর, গ্লানিপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল ; হতভাগ্য পশু আমি—ছিঃ !

(কাঞ্চনের প্রবেশ।)

কাঞ্চ। দাদা, তুমি কচিদিদিকে বক্‌লে কেন ?

কুমার। কই ? কখন ? না, আমি ত কাউকে কিছু বলি নি।

কাঞ্চ। তবে সে কাঁদ-কাঁদ মুখে চলে গেল কেন ?

কুমা। তা জানি না,—(একটু থামিয়া) সে চলে গেছে ?

কাঞ্চ। কোথায় যাবে ? রাজবাড়ী ?

কুমা। রাজবাড়ী ? রাজবাড়ী কি ? চিত্রা কি রাজবাড়ী যায় ?

কাঞ্চ। হ্যাঁ এক-একদিন বিশাখা দিদি না কে আছে, তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে যায়। সে ওর বন্ধু হয় কি না—

ক্ষমা। কি, কি বল্লে—বিশাখা!—কোন বিশাখা কাঞ্চন?

(সুচিত্রার পুনঃপ্রবেশ।)

সুচি। সে তো কাঞ্চন বল্‌তে পার্‌বে না, আমি বল্‌তে পারি,—
বিশাখা-দেবী মহারাণীর ভ্রাতুষ্পুত্রী—।

কুমার। অঃ!—কানু একগ্লাস জল আন্ তো ভাই, বড় তৃষ্ণা
পেয়েছে।—

সুচি। আমি আন্‌ছি।

(প্রস্থান।)

কুমার। কানু, দেখে আয় তো ভাই, বাবার আহ্নিক, পূজা শেষ
হোল কি না—

কাঞ্চ। যাই।

(প্রস্থান।)

কুমার। সুচিত্রা রাজান্তঃপুরে বিশাখা-দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে
যায়? কই, ঘূণাক্ষরে এ সংবাদ তো কারুর কাছে পাই
নি!......পেলেই বা কি হোত? কিছু না! কিন্তু, না—
আজ সুচিত্রার কাছে অসহ্য কুণ্ঠা-বোধ হচ্ছে—সে যে রকম-
ভাবে হঠাৎ এসে বিশাখা-দেবীর নাম উচ্চারণ ক'র্‌লে, তাতে
বেশ বোধ হ'ল—সেটা সাধারণ প্রশ্নের সাধারণ উত্তর নয়!
সুচিত্রা কি মনে ক'রেছে কে জানে?—আমি বড় বিপদে
পড়লুম!

(শিলাতলে শয়ন।)

(গ্লাসহস্তে সুচিত্রার পুনঃপ্রবেশ।)

সুচিত্রা। (স্বগতঃ) নিরুপায়ভাবে যাঁর কাছে আঘাত গ্রহণ করতে হয়,—তাঁকে তুচ্ছ ছুতা ধ'রে, কোন রকমে একটুকু আঘাত ক'র্‌তে পার্‌লেও বিদ্রোহী মনের ক্ষোভ নিবৃত্তি হয়! এ হিংস্র উত্তেজনাটা পাপ হ'তে পারে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবীর পুণ্যবানের দল কি আমাকে অসহায় বলে এতটুকুও ক্ষমা ক'রে চ'লেছে? কিছু না!—ওগো, নিরুপায় ব'লেই ওরা আমায় অত নির্ভয়ে, অত নির্দ্দয়ভাবে, নির্য্যাতন ক'রেছে!—আমার উপেক্ষিত প্রাণ,—বিদ্বেষের আগুনে ভরিয়ে দিয়েছে, সমস্ত মনটা পরশ্রীকাতরতায় আজ,—ঘৃণিত কালিমাময় হ'য়ে উঠেছে! আমার উপায় নাই, উপায় নাই,—তাই মূঢ়-বেদনায় নির্ব্বাক স্তম্ভিত হ'য়ে রয়েছি! কে বুঝ্‌বে এই অনাদৃতার নিগূঢ় মর্ম্মব্যথা!......কুমার! সৌভাগ্যের সমুচ্চ-শিখরে গৌরবের কিরীট মাথায়, গর্ব্বদৃপ্ত হৃদয়ে তুমি বসে আছ, তোমার শত দিক থেকে শত আশার সহস্র-প্রলোভনময় মনোরম গুঞ্জন অবিরত তোমার কর্ণ-তৃপ্ত ক'র্‌ছে—আজ দীনা, ভাবি-পত্নী তোমার অবহেলার পাত্রী হবে বৈ কি! (প্রকাশ্যে) এই নিন্ জলের গ্লাস—

কুমার। (চমকিয়া উঠিয়া) কে সুচিত্রা?

সুচিত্রা। আপনার দুর্ভাগ্যবশতঃ তাই বটে।

কুমার। (জলের গ্লাস লইয়া) আজকাল এমন নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করে কথা কইতে শিখ্‌লে কাব কাছে?

স্থচি। পৃথিবীর নিষ্ঠুরতার কাছে।

কুমার। (জলপান করিয়া) যতদূর জানি, পৃথিবী তোমায় এমন কিছু নিষ্ঠুর আঘাত করেন নি—

স্থচি। চুপ করুন, চুপ করুন।—ও প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে এখনই আমার সমস্ত অন্তঃকরণ তীব্র উৎক্ষেপে অধীর হ'য়ে উঠ্‌বে, আমি আত্মসম্বরণে অক্ষম হব।—

কুমার। (দাঁড়াইয়া) বালিকা তুমি! একি সব অর্থহীন প্রলাপ আরম্ভ কর্‌লে!

স্থচি। আপনার স্বাস্থ্য-শক্তির জয় হউক। আপনার পক্ষে এ সব অর্থ-হীন প্রলাপ হ'তে পারে, আমার পক্ষে কিন্তু তাব বিপরীত।—ও কি তরবারি খুল্‌ছেন কেন? স্ত্রীহত্যা ক'র্‌বেন না কি?

কুমা। শাবন্তহারের পুত্র কি এতই কাপুরুষ? (অসি নিষ্কাশন)

স্থচি। কি জানি, পিতার উপযুক্ত পুত্র ত সংসারে সবাই হয় না। বিশ্রম্ভালাপের মাঝখানে বীর-পুরুষ হঠাৎ তরবারি খুলে দাঁড়ালে,—মনে হয়, সেটার সদ্ব্যবহারই কর্‌বেন বুঝি,—

কুমা। যোগ্য-প্রতিদ্বন্দ্বীকে সশস্ত্র অবস্থায় সম্মুখে পেলেই রাজপুত তরবারির সদ্ব্যবহার করে, অন্যথা—নয়! আমি এর তীক্ষ্ণতা পরীক্ষার জন্যই বার করেছি। (অস্ত্র পরীক্ষা করিতে করিতে) পরিহাস রেখে একটা সত্য প্রশ্নের উত্তর দেবে?

সুচি। বলুন।

কুমা। তুমি কবে রাজান্তঃপুরে গিয়েছিলে ?

সুচি। প্রায়ই যাই।

কুমা। প্রায়ই যাও ? কই আমি ত তার কোন সংবাদই জানি না।

সুচি। তা'তে অসন্তোষের কারণ কি ? আমি দাদাকে বলে, পিতৃদেবের অনুমতি নিয়ে গিয়েছিলুম !

কুমা। বাবার অনুমতি নিয়ে ?—বেশ। আমার অসন্তোষ কিছু নাই। (পুনশ্চ তরবারির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া) তুমি শেষ কোন্ দিন গিয়েছিলে ?

সুচি। কোন্ দিন ? সেই যে দিন বিশাখা-দেবী আপনার কাছে ছাড়পত্র আন্‌তে যান্।—

কুমা। ছাড়পত্র ? কিসের ছাড়পত্র ? কে আন্‌তে গিয়েছিলেন ?

সুচি। কে আন্‌তে গিয়েছিলেন ? বিশাখা-দেবী,—বিশাখা-দেবী, বিশাখা দেবী !—যুদ্ধের কোলাহলে আজকাল কাণেও কম শোনেন দেখ্‌ছি !

কুমা। (অসি কোষে রাখিয়া) তোমার মত কলহ-পরায়ণা বালিকার সঙ্গে বাক্যালাপ দুষ্কর !

(প্রস্থানোদ্যোগ।)

সুচি। দাঁড়ান, দাঁড়ান, যাবেন না, শুনুন আর একটা কথা।

কুমা। (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) কি ?—

স্নচি। আমার বল্‌তে ভুল হ'য়েছে। সেই দিনই শেষ নয়, তার পর দিনও গেছলুম। কখন জানেন? সেই যখন কিল্লাদার-ভবনের প্রাঙ্গণে, আপনি বর্ম্ম পরে, ঘোড়ায় চড়ে সৈন্যদের অস্ত্র-ক্রীড়া শিক্ষা দিচ্ছিলেন,—আর কন্যান্তঃপুরের উদ্যান থেকে বিশাখা দেবী-একদৃষ্টে আপনার দিকে তাকিয়েছিলেন, সেই তখন।

কুমা। তোমার প্রগল্‌ভতায় মনোযোগ দেবার সময় আমার নাই।

(প্রস্থান।)

স্নচি। মনোযোগ দেবার সময় নাই!—উঃ কি প্রচণ্ড সাধুত্ব! মিথ্যাবাদি!—আমি কি কিছু জানি না? সব জানি! তোমার সমস্ত মন, তার সংবাদের জন্য আগ্রহোন্মুখ হ'য়ে আছে, আর সে, সেও তোমার গুণমুগ্ধা!—সুন্দর কুমার তুমি, সুন্দরী কুমারী তিনি, কুলে শীলে কেউ কারো অযোগ্য নও,—শুধু মাঝখানে হতভাগিনী আমি,—আমি তোমাদের মিলনের অন্তরায়! উঃ, মা, মা,—এ কি নিষ্ঠুর বন্ধনে বেঁধে গেছ মা, কেন ভবিষ্যৎকে বিশ্বাস ক'রেছিলে মা তোমরা!—(রোদন) জ্ঞানসঞ্চার থেকে আমি যে জেনেছি, উনিই আমার স্বামী! আজ কেমন ক'রে ভুলে যাব,—কেমন করে সকল আশা ছারখার ক'রে, ভুলে যাব; কেমন ক'রে ভেবে নেব, ওঁর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই, উনি আমার কেউ নন্! তা পারব না, পারব না—কিছুতেই পারব না!—

(সহসা হরিবোলের প্রবেশ।)

হরি। (গীত।)

পার্‌ব না কি? পার্‌ব না কি? বলিস্ নি মা, ছি ছি ছি!
পার্‌তে হবে, পার্‌তে হবে—মিছে ভয়ে পেছুস্ নি।
ভুলগুলো সব ভুল্‌তে হবে, মিলের সড়ক মিল্‌বে তবে
চাওয়ার শেষ মা কোথায় কবে—
পাগলি,—তাকি জানিস্ নি?
ছোট চাওয়া ভুলে যা না, ছোট ব্যথায় কাঁদিস্ নি মা
চাইলি যদি,—সেই দিকে চা, নাইক যার সীমা—
ওরে বাট দেয় তোর সেথায় সেজন বসে আছে ভুলিস্ নি।
বঞ্চনার বিষ তার পায়ে ঢাল, নিজের বুকে তুলিস নি।

ত্যাথ্ মা, অভিমান যদি ক'র্‌তে হয়, ভাল ক'রে কর। ছোট্ট লাভ লোকসান, হাসি কান্না নিয়ে, আসলটাকে ঢেকে ফেলিস্ নি। রাগ কর্‌বি? বেশ ত, কর্ না,—কিন্তু ভাল ক'রে! মানুষের উপর রাগ ক'রে লাভ নাই,—আছে নিজের লোকসান! ওতে নিজেরই মন জ্বল্‌বে, পুড়্‌বে, ছারখার হ'য়ে যাবে!—খবরদার, খবরদার, এমন কর্ম্ম করিস্ নি,—রাগ যদি ক'র্‌তে হয়, তবে কর সেই ওপর-ওলার ওপর! ব্যস্ সব ভুরুস্ত হ'য়ে যাবে!—

(প্রস্থান।)

রুচি। কি ব'লে গেল ও পাগল? কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লুম না!

কিন্তু, মনটা হঠাৎ যেন কেমন হ'য়ে গেল!—মানুষের ওপর রাগ ক'র্ব না? নেই, নেই—কিন্তু ওপর ওলার ওপর রাগ? সেই বা কি রকম? তাঁর সঙ্গে তো চেনা পরিচয় নাই, তাঁর ওপর থাম্‌কা রাগ ক'র্‌তে যাব কেন? অবাক ক'র্‌লে এরা!.....কিন্তু না, কুমারকে অতখানি আঘাত দেওয়া—উঃ কি নিষ্ঠুরা, কি পাপিষ্ঠা আমি!—তাঁকে ব্যথা দিতে গেলুম, কিন্তু সেটা সুদ-শুদ্ধ ফিরে পেলুম আমি নিজেই! ভারি দুঃখবোধ হচ্ছে এখন, কেন অমন দুর্ম্মতি হোল,—ঐ কুমার ফিরে আস্‌ছেন আবার, কি উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাকুল দৃষ্টি! ওঃ, ওঁর পানে চাইতে পারা যায় না আর! না, আর কিছু বল্‌ব না পালাই আমি, কি জানি, মতিচ্ছন্নতার ঝোঁক যদি হঠাৎ আবার ঘাড়ে চাপে!—

(প্রস্থান।)

(কুমারের পুনঃপ্রবেশ।)

কুমা। সুচিত্রা সুচিত্রা, কই সুচিত্রা, চলে গেছে, যাক্! বাঁচলুম! নিষ্কৃতি পেলুম! তাকে কোন প্রশ্ন করে উত্তর নিতে হোল না,—ভালই হ'য়েছে! বিশাখা-দেবী তাহলে কন্যান্তঃপুরের উদ্যান হতে—দূর হউক! মূর্খ আমি!—প্রলয়ের বজ্রঝঞ্ঝনায় সারা-হৃদয়তন্ত্রী আলোড়িত, উন্মাদিত, হ'য়ে উঠ্‌তে চাইছে! দুষ্টা বালিকা আমায় এ কি ভীষণ সংবাদ শুনিয়ে দিয়ে গেল! এ কি দুর্দ্দৈব আমার! উৎসন্ন যাক্ কিল্লাদারী,—আর আমি

ওখানকার কিল্লাদার-প্রাসাদে থাক্‌ব না, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে থাক্‌বার ব্যবস্থা করি গে। বিজয়সিংহ এসে কিল্লাদার-ভবনে থাক্,—আমি উত্তর-তোরণে থাক্‌ব। যাই, পিতার কাছে প্রস্তাব করিগে। ওখানকার বাস, আমার পক্ষে অসহনীয়—অত্যন্ত অসহনীয়!

(প্রস্থান।)

(যজ্ঞেশ্বর ও যোগীয়ার পুনঃপ্রবেশ।)

যোগী। নিশ্চয় দুটোতে ঠিকির্-মিকির্ কিছু হ'য়েছে। না হ'লে সুচিত্রাই বা অমন ক'রে পালাবে কেন, আর কুমারই বা অমন আন্‌মনা হ'য়ে এ-দিক ও-দিকে ঘুরে বেড়ায় কেন?—

যজ্ঞে। ভগবানকে মালুম। আমি ত বাবা ও-সবের মানে টানে বুঝতে-সুঝ্‌তে পারি না। কিন্তু দ্যাখো শুধু আজ ব'লে নয়, আজকাল কুমারের ঐ রকমটাই হ'য়েছে। যতক্ষণ কাজকর্ম্ম নিয়ে থাকে ততক্ষণই ভাল, তারপর অম্নি নিস্তব্ধ গম্ভীর হ'য়ে কি যে চুপ ক'রে ব'সে থাকে—আমার সেটা ভাল লাগে না।—

যোগী। অথচ অমন সুশীল সচ্চরিত্র ছেলে!—ভাবনার কথা বটে!

যজ্ঞে। দ্যাখো, এই মেয়ে-মানুষ জাতটাই দুনিয়ায় যত উৎপাতের মূল! শঙ্করাচার্য্য সাধ ক'রে অত গালাগালি দিয়ে গেছে! বেশ ক'রেছে।—ওদের জন্যে আমার জাতভাইয়ের যে কত বিপত্তি ঘটে, কি বল্‌ব! শঙ্করাচার্য্যের কথাগুলির ওপর আমার

হাড়ে হাড়ে ভক্তি জাগে!—"দ্বারং কিমেকন্নরকস্য নারী—"
ঠিক কথা, এতটুকু ভুল নাই। মেয়ে-জাতটা সর্ব্বনেশে জাত।

যোগী। ওগো থাম! ঐ সর্ব্বনেশে জাতটার মধ্যেই তোমাদের উৎপত্তি। ঐ জাতের মধ্যেই তোমার মা বোন্ আছেন।—শঙ্করাচার্য্যের বচন মুখস্থ ক'রে রেখেছেন,—"দ্বারং কিমেকন্নরকস্য নারী—" আ মরি মরি!—মনে নাই ঐ শঙ্করাচার্য্য তার আগেই ব'লে রেখেছেন,—"কো ব্যাধি ঘোরো নরকঃ স্বদেহ তৃষ্ণাক্ষয়ঃ স্বর্গপদং কিমস্তি।—" নিজেরা দেহজ্ঞান নিয়ে, লালসা-তৃষ্ণা নিয়ে উন্মাদ হ'য়ে রয়েছেন, আবার চীৎকার করা হচ্ছে—মেয়েরাই সর্ব্বনাশের মূল! লজ্জাও করে না!

যজ্ঞে। এইবার কবছে বটে একটু একটু। যাক্ ও তক থাক্। এখন এদের নিয়ে ভাবনায় পড়তে হ'ল। বিয়ের কথটা হারজীকে বল্‌ব? তিনি চটে যাবেন হয় ত, যুদ্ধের সময় বিয়ের হাঙ্গামে তিনি রাজী হবেন না। কি করি বল দেখি, এস তো এই দিকে একটু পরামর্শ করা যাক্।

(উভয়ের প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

মন্দির-সম্মুখস্থ পথ।

(বিক্রম ও বাহাদুর।)

বিক্র। কি, বাহাদুর মিঞা যে, এখানে কি মনে ক'রে ?

াহা। তুমিও বি, যা মনে ক'রে, আমিও বি, ওহি মনে ক'রে।

বিক্র। সুসংবাদ, এখন ভেঙ্গেই বল না।

াহা। বাবা, তুমি আছ এক খেলওয়াড় গুণী লোক, নামজাদা জালিয়াৎ, আর হামি আছে, এক মদখোর্-গুণ্ডা, তোমায় আমায় দোস্তি, বেজায় জবরদস্তী আছে।

বিক্র। আরে বাজে কথা রাখ, বলি এখানে কি মনে ক'রে ?

াহা। ঐ তো বাৎলালুম্, তুমিও বি যা মনে ক'রে, হামিও বি ওহি মনে ক'রে !

বিক্র। আঃ, কেন আর মাচ্কা-ফেরে মোচড় দিয়ে জখম্ কর বাবা,—ভাঙ্গ না। থাম তো, থাম তো, কে আস্‌ছে।

(সীতানাথের প্রবেশ।)

সীতা। (স্বগতঃ) কালরাত্রের মহামায়া-দেবীর সেই কথাটি ব'ল্‌বার জন্যে কেল্লাদার মশাইয়ের সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছিলুম্, কিন্তু, তিনি শুন্‌লুম্ ভোরবেলা কোথায় বেরিয়েছেন।

শাবস্তহার স্ত্রীর কাছ থেকে একটা লোক পত্র নিয়ে ডাক্‌তে এসেছে সেও দেখ্‌লুম্ ব'সে রয়েছে। গুরুজীর খোঁজ করলুম তাঁকেও পেলুম না, কথাটা তো কাউকেই জানান হ'ল না। বড় মুস্কিলে পড়্‌লুম্। জানকীর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে গেলুম, সে হুকুম দিয়ে বস্‌লো,—ঠাকুর-বাড়ীতে পর্দ্দা করে দাও, রাজকুমারীরা পূজা কর্‌তে যাবেন, (উভয়কে দেখিয়া) কি রকম ? আজ অসময়ে এ পথে যুগল-মূর্ত্তির আবির্ভাব কেন ? এই খপসুরৎ ধাঁচের জীব দুটিকে দেখ্‌লে আমার সর্ব্ব-শরীর ঝিন্ ঝিন্ ক'র্‌তে থাকে ! নেহাৎ হাতে কলমে ধর্‌তে পারি নে যে, নইলে দেখে নিই একবার ! (প্রকাশ্যে) সেলা বাহাদুর মিঞা, এর মধ্যে নেশা ছুটে হাড়গোড়ের ব্যথা জুড়িয়ে গেল ? বিক্রম-জী কোথা থেকে গো ?

বিক্র। এই, এইখান থেকে বেড়াতে বেড়াতে আস্‌ছি,—হাড়-গোড়ের ব্যথা, কি ব'ল্‌ছ হ্যা—

সীতা। বাহাদুর সাহেবকে জিজ্ঞাসা কর না।

বাহা। সে বড় জবর ঠেলা বাবা ! জাহান্নামে যাক্,—আচ্ছা ভাই হাবিলদার-জী,—তোর ঐ তরওয়াল বল্লম জোড়ার কসম্ খেয়ে বল্‌ত দাদা, তুই আস্নাইয়ের দরিয়ায় ডুব্ পাড়িস কি না ?

সীতা। সে দিকে ঝোঁকটা ছিল বটে কিঞ্চিৎ, কিন্তু ফুর্‌সুৎ পেলুম না দাদা।

বাহা। কেন?

সীতা। গরীবের বাচ্চা, হেতের হাঁকিয়ে রুটি রোজগার করতে হয়, কাজের চাপে হাড় পিষে যাচ্ছে, আমাদের কি ও-সব ব্যাপারে দিষ্টি দেবার সময় আছে! হ'তুম তোমার মত দিলদরিয়া মেজাজের মুনিবের নোকর,—তা হ'লে তাঁর আস্কারার তালে লম্ফ ঝম্ফ ক'রে, তোমার মত তালেবর হ'য়ে উঠতে পারতুম! কিম্বা হ'তুম বড়-লোকের ঘর-জামাই, হাতে থাকত দেদার পয়সা, আর দেদার সময়, তা হ'লে নির্ভাবনায় চোখ-বুজে প'ড়ে প'ড়ে ও-সব সখের ব্যামোয় কাহিল হ'য়ে মরে জয়-জয়কার নিতুম! কিন্তু বরাৎ দাদা, বিধি বাম, মেহনৎ ক'রে দিনরাত হাড় ভাঙ্গছে, ও-সব ধান্ধায় ঘুরলে চলে কৈ?

বাহা। আরে ছোঃ, রাজার অন্দরের দোরে আস্তিন গুটিয়ে, মোচ পাকিয়ে, তরোয়াল ঘাড়ে ক'রে পাহারা দাও,—আর ও-সব ধারাল চিজ্ চেন না জী,—আর এদিকে, বাইরের লোক এসে কি না—হাঃ;—কায়দার বাহাদুরী আছে বাবা।

সীতা। কি রকম? কে ব'ল্লে? কোথায়?

বাহা। আরে তোমার রাজবাড়ীর অন্দরে হে—

সীতা। সাবধান বাহাদুর মিঞা! রাজার অন্দরকে রাজপুত স্বর্গের চেয়ে উঁচু-নজরে দেখে! তুমি ইতর মাতাল, মদের ঝোঁকে মাৎলামি করছ, তোমায় আর কি বলব, অন্য লোক

হ'লে তার গর্দান নিতুম! আমরা রাজপুত-জাত, আমাদের রক্ত বড় ঠাণ্ডা নয়, বিশেষ স্ত্রীলোক-সংক্রান্ত অপমানসূচক বাক্য আমাদের ধাতে মোটে সহ্য হয় না!

বাহা। দ্যাখো দাদা, মস্করার কথা! অম্নি ক'রে তেড়ে-ফুঁড়ে খাপ্পা হ'য়ে উঠে, কড়া-সুরে দাবড়ী ঝাড়ে কি? আমার গলাটা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে যাচ্ছে যে!—যোড়হাত মান্‌ছি অমনটুকু কোর না!

সীতা। পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াও, স্ত্রীলোকেরা আস্‌ছেন।

(মন্দিরের ভিতর হইতে একটি বৃদ্ধা ও একজন বালিকা বাহিরে আসিল।)

বালিকা। মা গো, কি রাক্ষসের মত চোখ দিদি-মা, সন্নিসী-ঠাকুর যখন ড্যাব্‌রা ড্যাব্‌রা চোখ মেলে এম্নি ক'রে কট্‌মটিয়ে চাইলে, আমার যা ভয় হ'য়েছিল!

বৃদ্ধা। আচ্ছা, সব মেয়ের ভেক্! কেন, কি অমন্দ সন্নিসী? চোখ তো দিব্বি, আহা যেন মহাদেবের মত ঢল্‌ছে।

বালিকা। তা হোক্ দিদি-মা, গাঁজাখোরদের চোখ অম্নি হয় নিতাই দাদাও তো গাঁজা খেয়ে অম্নি ক'রে ঢোলে, তাই ব'লে সে মহাদেব না কি?

বৃদ্ধা। দ্যাখ্, ব'ল্‌তে নেই বলিস্ নি, কোন্ ছলে কোন্ দেবতা আসে, কে তা বল্‌তে পারে?—

বালি। তা কেউ না পারুক্ দিদি-মা,—কিন্তু ওম্নি ছলে যে সব

দেবতারা আসে, তাদের দেখ্‌লে আমার তো মোটেই ভক্তি আসে না, কিন্তু ভয় হয় ভয়ানক! আচ্ছা দিদি-মা, সন্নিসীরা কি সবই দেবতা?

বাহা। হুঁ হুঁ, বিবিজান, দেওতা আছে, দেওতা আছে, সুওয়াসি লোক আস্নাইয়ের দেওতা—

সীতা। খবরদার বেয়াদব্, মু সাম্‌হালকো,—থাপ্পড় দেকে আবি নিকাল্ দেগা! (স্ত্রীলোকগণের প্রতি) যান্ মা-লক্ষ্মী,—চ'লে যান আপনারা, এ উর্জবুকটা মাতাল! কিছু অপরাধ নেবেন না।

উভয়ে। বাবা রে!—

(প্রস্থান।)

সীতা। যেখানে মদের মত্ততা, সেইখানেই উৎকট উচ্ছৃঙ্খলতা! সেইখানেই মেয়েদের লাঞ্ছনা, মা-লক্ষ্মীদের অপমান! কাকেই বা কি বল্‌ব? আমার নীচমুখে উচ্চ-ভাষা শুন্‌লে সুবুদ্ধির দল হেসে-কেসে উড়িয়ে দেবেন, হয়ত বা, বিরক্ত হ'য়ে পায়জাব খুল্‌বেন! ঘরের মধ্যে আমাদের ছোট কিল্লাদার বিজয় সিং-জী হেন লোক, তিনিই যখন এ সকল কাজে কসুর যান না, তখন এই ছোটলোক গোলামটার মুখে ছোট-লোকমী শুনে খাপ্পা হ'লে আমার চল্‌বে কেন! দোষ তঃ এদের নয়—দোষ তাঁদের, যাঁরা ওপরে বসে, উপদেবতার চাল চালেন! তাঁদের শিক্ষা থেকেই, এঁদের এই সব উন্নতি,—(বাহাদুরের

প্রতি) এই বাহাদুর মিঞা, আড্ডায় গিয়ে মদ্ গিলে মাৎলামো করগে, এটা মন্দিরের পথ, মেয়েরা এখান দিয়ে যাওয়া আসা কর্‌বেন, এখানে তুমি দাঁড়াতে পাবে না।

বাহা। আচ্ছা, বাবা, এই তোমার রাজপুত-জাতের নামে সাত সেলাম ঠুকে রওনা হ'লুম, কিন্তু ব'লে চল্লুম চাঁদ, এখুনি এই-খানে ঐ তোমার স্বর্গের হুরীদের নিয়ে কি মজার কারখানা হয়-- দেখ্‌তে পাবে—

বিক্র। আরে চপ্ বেয়াদব, বেতমিজ মাতোয়াল—

(বাহাদুরকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান)

সীতা। তাই তো এ ব্যাটা বলে কি ? ভেতরে কিছু আছে না কি তবে ? কে জানে বাবা,—বিক্রমচাঁদটি শুদ্ধ ওর সঙ্গে রয়েছে, কুকীর্ত্তির বেলা এই দুটি মাণিক-যোড়, যোগসাজসে একেবারে হরিহরাত্মা হ'য়ে দাঁড়ালেন না কি ? বিশ্বাস নাই—বাহাদুর আর বিক্রম, ও দুই সমান ! মদের ঝোঁকে বাহাদুরটা এখন ডাকা-হাঁকা বজ্জাত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু বিক্রম মিটমিটে ডাইন, ছেলে খাবার রাক্ষস,—ও আরো ভয়ানক। দাঁড়াও, এখানকার পর্দ্দাটা ক'রে দিয়ে তোমাদের তত্ত্ব-তল্লাস ক'র্‌ছি, ভেতরটা দেখে আসি, কে আবার সন্নিসী এসেছে বুঝি। ক'জন, কে জানে।

(প্রস্থান)

(গুপ্তচর-দ্বয়ের প্রবেশ ।)

প্রথম । পিয়ারী-সাহেবকে তো চিঠি দিয়ে এলুম ভাই, তিনি ঘোড়া নিয়ে বেরিয়েছেন এতক্ষণ,—এই এসে পড়লেন আর কি ?

দ্বিতীয় । দক্ষিণ-দেউড়ী থেকে তুই বুঝি এই এতক্ষণে এলি ?

প্রথম । কি করি ভাই, পথ তো কমখানি নয় । তোর চিঠি-বিলি হ'য়ে গেছে ?

দ্বিতীয় । না রে, বড় মুস্কিলে পড়েছি । কিল্লাদারের দেখাই পেলুম না । এতক্ষণ বসে থেকে থেকে,—কি করি সেই যজ্ঞেশ্বর বর্ম্মার কাছে পত্র দিয়ে এলুম । কিল্লাদার কিল্লা ছেড়ে কোথায় বেরিয়েছে, সেই ভোর-বেলা,—এখনো ফেরে নি ।

প্রথম । ফেরে নি তো ? যাক্ ! "এক-কর্ম্মে দু-কর্ম্ম, ঘটোচ্ছুঙা নবান্ন"—তাকে সরান নিয়ে কথা, সে নিজেই সরেছে, তবে আর কি ?

দ্বিতীয় । না রে, কাজটা বেশ সুজরণ খুলে হোল না । যদি এখনি ঝুপ্ ক'রে এসে পড়ে, তখন—

প্রথম । তখন ওদের লাভ-লোকসান ওরা বুঝ্‌বে, আমাদের কি ? আমরা পাওনা বুঝে পেয়েছি, এখন আর কার তোয়াক্কা রাখি বাবা, এবার রুই কাৎলার দল, মর্‌তে হয় মরুক্, বাঁচ্‌তে হয় বাঁচুক,—আমাদের কিছু যায় আসে না । আচ্ছা, আমাদের দেখে যত শালা ভদ্দর যে নাক্ সিট্‌কে মুখ ফেরান,

বলেন—ব্যাটারা জীবের অধম জানোয়ার গুপ্তচর, আচ্ছা বেশ, আমি বলি বাবা, তাঁদের ভদ্দতার ভিরকুটিটা তো খাসা! এই যে সব কাণ্ড—

দ্বিতীয়। আরে চুপ চুপ করিস্ কি? এটা সড়ক্ যে!—হ্যাঁ রে, বাহাদুর মিঞা কোথা জানিস্?—

প্রথম। সে তো খাঁ-বাহাদুরের বিবির দোলার সঙ্গে বহুক্ষণ হোল সহর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। এতক্ষণ তারা দক্ষিণ-দেউড়ী পার হ'য়ে গেছে বোধ হয়।

দ্বিতীয়। এই মরেছে, তবেই হ'য়েছে রে!—বাহাদুর তো বিক্রম চাঁদের সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় ফক্‌র্-দালালি ক'রে বেড়াচ্ছে—

প্রথম। সে কি রে, খাঁ-বাহাদুরের বিবির দোলার সঙ্গে তা হ'লে বেহারাগুলো ছাড়া আর কেউ নাই? বাহাদুরটা কোথাকার নিমক্‌হারাম শয়তান্ বল্ দেখি!—

দ্বিতীয়। যেমন মুনিবের বুদ্ধি! বিবির দোলা আগ্‌লার ভার দিলেন ঐ মদ্-মাতালে উজবুক চাকরের হাতে—

প্রথম। আর এ দিকে নিজে এলেন এখানে—

দ্বিতীয়। আরে চুপ! লুকো, লুকো,—নাঃ, ঐ যে ঐ সড়ক ধ'রে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

প্রথম। কে, যজ্ঞেশ্বর বর্ম্মা? কোথা গেল বল্ দেখি?

দ্বিতীয়। শয়তানকে মালুম!—আরে রোস্ তো,—হাঁ তাই হবে, হ'য়েছে রে! শাবস্তহারের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে গেল

বোধ হয়, ঠিক্ ঠিক্, কেল্লাদার তো নেই, ঐ তার বদলে তাই গেল !

প্রথম। কেল্লা মার্‌দিয়া বাবা! এবার পীরকে ডরাই না!—ও বেটা কেল্লা ছেড়ে বেরুল, এবার নির্ভয়! ওকে আমার যমের মত লাগে!—একবার ওর হাতে ধরা পড়েছিলুম, উঃ ব্যাটা আমার বাঁদিকের পাঁজ্‌রায় এইসা লাথি ঝেড়েছিল, যে; পাঁজর নিয়ে ছ-মাস উঠ্‌তে পারিনি বল্লে বিশ্বাস কর্বিনি, ওকে দেখ্‌লে আজও সেই ব্যথা আমার পাঁজরায় যেন চিড়িক্ মেরে ওঠে,—

দ্বিতীয়। আর ওর চেলা, সেই সীতানাথ সিং ব্যাটা, ওটিও বড় কম নন্, আগে ব্যাটা আমাদের ডাইনে বইত, এখন পৈতে পুড়িয়ে ব্রহ্মচারী হ'য়েছে কি না,—বেজায় নিচ্চে তাই! ব্যাটার দাপটে, রাস্তাঘাটে মাথাটি উঁচিয়ে চল্‌বার যো নাই।

প্রথম। (নেপথ্যাভিমুখে চাহিয়া) ওরে সিংগীর বাচ্চা !

দ্বিতীয়। (নেপথ্যাভিমুখে চাহিয়া) তাই তো রে, পিছনে একটা দোলা যে! রকম কি ?

প্রথম। আগে মাথা বাঁচা!—এ দিকে ত্মাখ্, যমরাজার কার-পরদাজ্!

দ্বিতীয়। তাই তো রে, পালা পালা।

(উভয়ের দ্রুত প্রস্থান)

মোহের প্রায়শ্চিত্ত।

(সীতানাথের পুনঃপ্রবেশ।)

সীতা। পর্দ্দা ক'রব বটে, কিন্তু সন্ন্যাসী ঠাকুরকে সরাই কি ক'রে? গাঁজার ঝোঁকে, প্রভু তো ষোল আনার ওপর সতের আনা মাত্রা চড়িয়ে মহাধ্যানে সমাধিস্থ। যাই, জানকাকে বলি গে, তারপর—আরে কেল্লাদার-জী যে! দোলাসঙ্গে। আসছেন কোথা থেকে?

(অশ্বারোহণে কুমারসিংহ ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুইজন বাহক দ্বারা দোলা আসিল।)

নমস্কার, কোথা থেকে আসছেন!

কুমার। (ঘোড়া হইতে নামিয়া) বড় বিভ্রাট ঘটেছে সীতানাথ, বল্‌ছি পরে। (বাহকদের প্রতি) ওহে, তোমরা দোলা এইখানে রাখ। ঐ কিল্লাদার প্রাসাদ দেখতে পাচ্ছ? আমার ঘোড়া নিয়ে ঐখানে যাও, সহিসদের জিম্বায় ঘোড়া দিয়ে তোমরা ঐখানে অপেক্ষা ক'র গে একটু পরে আমি গিয়ে তোমাদের পুরস্কৃত ক'র্‌ব, তোমরা আজ খুব উপকার ক'রেছ।—

বাহকদ্বয়। যে আজ্ঞা, নমস্কার,

(ঘোড়া লইয়া প্রস্থান)

কুমার। সীতানাথ, আজিমুদ্দীন-সাহেব বা বাহাদুর-মিঞা কাউকে এ পথে আস্‌তে দেখেছ?—

সীতা। বাহাদুর তো এতক্ষণ এই খানেই খাড়া ছিল, এই অল্পক্ষণ হোল গেছে, আজিমুদ্দীন সাহেবকে দেখি নি—

কুমার। বাহাদুর ছিল এইখানে? কই, কোথায় গেল সে পাজিটা।

সীতা। কেন বলুন দেখি? কি হয়েছে?—

কুমার। প্রকাণ্ড বানর সে! এমন বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য ত কোথাও দেখি নি। আজ প্রত্যূষে চম্বলনদতীরে গোপীনাথের মন্দিরে আমি যাচ্ছিলাম, পথে একটা বনের ধারে দেখ্‌লাম, এই শিবিকা নামিয়ে কতকগুলি বাহক অপেক্ষা ক'র্‌ছে। আমায় দেখেই তারা কি জানি কেন, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন কর্‌লে। সঙ্গে সঙ্গে শিবিকার ভিতর থেকে ভয়-বিহ্বলা নারী-কণ্ঠের আর্ত্তনাদ শুন্‌তে পেলুম,—আমি চমৎকৃত হ'লুম! একজন কৃষক-রমণীর সাহায্যে ওঁকে আশ্বাস দিয়ে, সমস্ত বৃত্তান্ত জেনে নিলুম, শুন্‌লুম আজিমুদ্দীন সাহেব আজ সস্ত্রীক আফ্‌গানি স্থানে রওনা হ'য়েছেন, বিশেষ কোন কাজের জন্য তিনি পিছনে আছেন, বাহাদুর ভৃত্য, প্রভু-পত্নীর শিবিকার রক্ষারূপে অগ্রবর্ত্তী হ'য়েছে। পথিমধ্যে তার হঠাৎ কি খেয়াল হয়, সে বাহকদের বনের ধারে শিবিকা নিয়ে অপেক্ষা ক'র্‌তে বলে, কিয়ঙ্গা-দেবীর মন্দিরের কাছে কোথায় তার প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে আসে। তারপর আর ফেরে না। এ দিকে বাহকেরা পলায়িত,—আমি কার তত্ত্বাবধানে সেই বনের ধারে

এই ভদ্র-মহিলাকে অরক্ষিত অবস্থায় রেখে আসি। ওঁর অনু-মতি নিয়ে এইখানে আনাই স্থির কর্‌লুম, দুজন জাঠ-কৃষক পুরস্কারের লোভে শিবিকা-বহনে স্বীকৃত হোল,—আমি শিবিকার সঙ্গে ফিরে এলুম। এখন যা হবার হ'য়েছে, শীঘ্র আজিমুদ্দীন সাহেবের সন্ধানে চারিদিকে লোক পাঠাতে হবে সীতানাথ, বাহাদুরের সন্ধানও নাও—

(জানকীর প্রবেশ।)

জান। বলি তোমার আক্কেলটা তো খুব হাবিলদার! যেখানে যাবে, সেই খানেই বাঘের মেসো! বল্লুম কোথায়,—শীগ্রী পর্দ্দা ক'রে খবর দাও, না—(কুমারকে দেখিয়া সলজ্জভাবে) ওমা, একি! (নমস্কার।)

কুমার। জানকী-দেবী এসে পড়েছ? ভালই হ'য়েছে। দয়া ক'রে একটি কাজ কর, ঐ পাল্কীর মধ্যে আজিমুদ্দীন সাহেবের স্ত্রী আছেন, ওঁকে জিজ্ঞাসা কর দেখি—কিয়ঙ্গা-দেবীর মন্দিরের এখানে আজিমুদ্দীন সাহেব বা বাহাদুর, কেউ তঃ এখন নাই। এ অবস্থায় দক্ষিণ-দেউড়ীতে, আজিমুদ্দীন-সাহেবের ভাই পিয়ারী-সাহেবকে সংবাদ দেওয়াই আমাদের উচিত বোধ হ'চ্ছে। ওঁর তাতে—কি মত জেনে নাও দেখি।

জান। যে আজ্ঞে—

(দোলার নিকট গমন ও উভয়ে চুপি চুপি বাক্যালাপ।)

কুমার। (উদ্দেশে) মা, আপনাদের যদি কোন আপত্তি থাকে তাও ব'ল্‌বেন, পিয়ারী সাহেবকে সংবাদ দেব না।

জান। (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) না, ওঁর কোন আপত্তি নাই। উনি ব'ল্‌ছেন, যদিও তাঁদের ভাইয়ে ভাইয়ে মনের মিল নাই বটে, তবু পিয়ারী-সাহেব ভ্রাতৃজায়াকে খুব সম্মান ক'রে চলেন। উনি এ অবস্থায় পড়েছেন শুন্‌লে, তিনি কখনই নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন না। তাঁকে এখনি সংবাদ দেওয়া হোক্।—

কুমার। উত্তম। আমি নিজেই ঘোড়ায় ক'রে তাঁর কাছে যাচ্ছি। ওঁকে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে বল, আমি যত শীঘ্র পারি তাঁকে সঙ্গে ক'রে ফিরে আস্‌ব।

(দোলার দুয়ার ফাঁক করিয়া আজিমুদ্দীন-পত্নী হাতছানি দিয়া জানকীকে ডাকিলেন।)

ভাখো ত, উনি বোধ হয় আরও কিছু ব'ল্‌তে চাইছেন।

জান। (দোলার নিকট গমন, ও পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া) হাঁ উনি ব'ল্‌ছেন, হয় ওঁর দেওর, নয় ওঁর স্বামী এই দুজনের এক-জনকে অনুগ্রহ ক'রে আপনি নিয়ে আসুন। বাহাদুর চাকরের সঙ্গে উনি কোথাও যেতে পার্‌বেন না!

কুমার। খুব ভাল কথা। সীতানাথ, তুমি এই পাল্কীর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাক। আর জানকী-দেবি,—ওঁকে একলা রেখে তুমি এখন কোথাও যেতে পাবে-না ত, তোমাকেও এখানে থাক্‌তে হবে।

জ্ঞান। আজ্ঞে অন্তঃপুরে যে—

কুমার। অন্তঃপুরে যত গুরুতর কাজই থাক,—তোমার চিন্ত নাই, আমি সেখানে সংবাদ পাঠাচ্ছি।

জ্ঞান। আজ্ঞে, শুধু তাই নয়, রাজ-কুমারীরা এখনই যে এখানে পূজা ক'র্‌তে আসবেন, তাঁদের সঙ্গে—

সীতা। আহা, তাঁদের সঙ্গে আসবার মত, অন্য দাসী ঢের আছে, তুমি না গেলে তেমন মারাত্মক ক্ষতি কিছু হবে না। যান্, কিল্লাদারজি অন্দরে খবর দেবেন, ঠাকুর-বাড়ীতে পর্দ্দা করা হ'য়েছে, তাঁরা আস্‌তে পারেন।

কুমার। আচ্ছা, বাইরেটা ঘিরে দাও। (প্রস্থান।)

সীতা। কেমন হ'য়েছে, আমি বাঘের মেসো?—এবার বাঘের মাসী হ'য়ে বস্‌ল কে?

জ্ঞান। আচ্ছা, খুব বাহাদুর!—বেরোও এখান থেকে, এখন! এখানটা ঘিরে দাও, ইনি পাল্কীর দুয়ার খুলে নিশ্বেস ফেলে বাঁচুন—

সীতা। যো হুকুম,—(উচ্চকণ্ঠে) আরে এ কানাৎ বালালোক্ হো—

(নেপথ্যে। জি—)

সীতা। জল্‌দি কানাৎ লাও—শোন জানকি, আমি এই বাইরে রইলুম, কোন দরকার হয় জানিও আমাকে। আর তুমি, কাছে রইলে ত, দেখো বিবি-সাহেবের যেন কোন কষ্ট না হয়।

জান। আর কষ্ট!—কেঁদে কেটে চোখ মুখ ফুলিয়েছেন, এখনও বসে বসে কাঁদ্‌ছেন! আঃ কি দুর্ভোগ, কপালের গেরো আর কি।

সীতা। কাঁদছেন! কেন? উনি ভয় পেয়েছেন! না না, বারণ কর। আমার সম্মান জানিয়ে বল,—রাজপুত আমরা, আমরা মাতৃজাতির সম্মান খুব ভাল রকমই জানি। উনি কোন ভয় করেন না যেন, নিজের মার মত মনে করে আমরা ওর সম্মান রক্ষা ক'র্‌ব!—কোন আশঙ্কা নাই ওঁর। বল জানকি,—উনি খুব নিরাপদ স্থানে আছেন,—ওঁর ভাবনার বিষয় কিছু নাই।

জান। (দোলার নিকট গিয়া) শুন্‌লেন তো আপনি সব? আর কাঁদবেন না বিবি-সাহেব,—এখুনি আপনার দেওর এসে পড়বেন—ভাবনা কি?

সীতা। কিম্বা আজিমুদ্দীন সাহেবকে যদি দেখ্‌তে পাই, তা' হ'লে আমিই নিয়ে আস্‌ব। কোন ভয় নাই,—বল জানকি, উনি সুস্থ-মনে বিশ্রাম করুন।

(প্রস্থান।)

(কানাৎ লইয়া ভৃত্যগণ আসিল ও দুই দিক
ঘিরিয়া দিয়া চলিয়া গেল।)

নেপথ্যে। রাজান্তঃপুরের মহিলারা আস্‌ছেন, মন্দিরে এখন সাধারণের প্রবেশ নিষেধ।)

জান। বেরিয়ে আসুন আপনি, কেন দোলার মধ্যে কষ্ট পাবেন? এখানে এখন কোন পুরুষ মানুষ আস্‌বে না, আপনি স্বচ্ছন্দে বাইরে আসুন বিবি-সাহেব।—

আ-প। (দোলার বাহিরে আসিয়া) এই কিয়ঙ্গা-দেবীর মন্দির; সামনে ফুলবাগান? সুন্দর স্থান। আচ্ছা, দক্ষিণ-দেউড়ী এখান থেকে কত দূর?

জান। অনেকদূর বিবি-সাহেব। তবে এঁরা ঘোড়ায় যাবেন ঘোড়ায় আস্‌বেন, বেশী দেরী হলে না বোধ হয়। আচ্ছা বিবি-সাহেব আপনার স্বামী কি কাজের জন্য পেচিয়ে রইলেন?

আ প। কিছুই জানি না দিদি, আমায় তো কোন কথা বলেন না তিনি। খামখেয়ালি মানুষ, যখন যা খুসি তখন তাই করেন, মান ইজ্জতের দুঃখ দরদ নাই!—আমাদের কারুর কথা গ্রাহ্য করেন না। আমার দেওর পিয়ারী-সাহেব, বড় সচ্চরিত্র, বড় সুশীল, বড় বুদ্ধিমান ছেলে,—কায়মনে আশীর্ব্বাদ করি, খোদা তাঁর মঙ্গল করুন। তিনি আমায় খুব শ্রদ্ধা সম্মান করেন,—কিন্তু আমার স্বামীর মেজাজ ভাল নয় দিদি। এই দেখো, কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ এসে বল্লেন,—দোলা তোয়ের, আফ্‌গানিস্থান চল। কি করি,—তাঁর শাসনাধীন নিরুপায় জীব আমি,—উঠ্‌লুম দোলায়, হতভাগা মাতাল-চাকর হ'ল আমার দোলার রক্ষী,—তার পর এই সব বিভ্রাট! আমার

দেওর জান্‌লে কি এত কাণ্ড হয়? না, এম্নি ক'রে তাঁদের বংশের কুল-বধূকে,—একটা মাতাল-চাকরের হুকুমে, বনের ধারে অপরিচিত বাহকদের তত্ত্বাবধানে, অসহায়ভাবে পড়ে থাকতে হয়! খোদার করুণাকে ধন্যবাদ, তাই ওই রাজপুত যুবাটি গিয়ে পড়েছিলেন, না হলে সেই—অপরিচিত ইতর বাহকগুলোর হাতেই আমার কি দুর্গতি ঘট্‌ত, তা আমি জানিনে! তারা সেই রকম পরামর্শই আরম্ভ ক'রেছিল, আর কিছুক্ষণ সময় পেলেই—

জান। উঃ, আর বল্‌বেন না, আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, ছি, ছি, আপনার স্বামীর বুদ্ধিকে, তিনি কি মানুষ নন্?—

মা-প। আমার কিস্মৎ,—দিদি আমার কিস্মৎ—

(রোদন।)

(অলক্ষ্যে সন্ন্যাসীবেশী আজিমুদ্দীনের প্রবেশ।)

আজী। (স্বগতঃ) এই যে বাবা, ঘোড়াকে ঘোড়াই হাজির!—ব্যস্, আর কোন শালেকো তোয়াক্কা রাখে?—(উচ্চ-রবে) হর হর ব্যোম্ ব্যোম্।

মা-প। (অবগুণ্ঠন টানিয়া জানকীর পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইলেন)

জান। এ কি সন্ন্যাসী!—প্রণাম, যান্ ঠাকুর এখানে দাঁড়াবেন না, ঐ দিক্ দিয়ে বেরিয়ে যান।

আজী। দাঁড়াবে না? হা হা,—দাঁড়াবে না? পিয়ারি, বহুৎ মস্করা হুয়া!—আবি ঝট্‌পট্ চল মেরা সাৎ।

জ্ঞান। এ কি পাগল—

আজী। আরে চিল্লাও মৎ, কেয়া ডর! আমি—আ—পছেন্তা নেই, আমি আ—আদাব বন্দগী বজাওরদে মারুক মেরসানন্দ—

জ্ঞান। আপনি যেই হোন্, চ'লে যান এখান থেকে—এ কি আবার এগোয়!—বিবি-সাহেব সরুন, সরুন, পাগল—হাবিল দার হাবিলদার—

আজি। আরে সর্‌বে কাঁহা বিবি-সাহেব!—(স্ত্রীকে ধারণ)

আ-প। (অবগুণ্ঠন সরাইয়া) এ কি! তাই তো, তুমি! ফকীর সন্ন্যাসী তুমি! তুমি—

আজী। (চমকিয়া স্ত্রীকে ছাড়িয়া) আরে তু!—তু হিঁয়া হামি বলি রাজাকো মেয়ে! (সহসা সক্রোধে) শয়তানি তিঁয়া আয়া হাম্‌কো ফাঁসি লট্‌কানে বাস্তে! তুহার জান লেঙ্গে!—

(চিম্‌টা ছুড়িয়া মস্তকে প্রহার ও
আজীমুদ্দীন-পত্নীর পতন।)

জ্ঞান। সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে রে! হাবিলদার হাবিলদার—

আজী। শয়তানি তু ভি—

(কমণ্ডলু ছুড়িয়া প্রহারোদ্যোগ, পশ্চাৎ
হইতে সীতানাথ আসিয়া ধরিল।)

সীতা। আপনি, তুমি সন্ন্যাসী! খুনে বদ্‌মাইস্! জটায় ধুলোর

ঘটা, গোঁপে গোলাবের খোস্‌বাই! (কর্ণ ধরিয়া গণ্ডে চপেটাঘাত)

জ্ঞান। আজিমুদ্দীন সাহেব, আজিমুদ্দীন-সাহেব! এঁর স্বামী গো।

সীতা। এঁ্যা তাই না কি? স্ত্রীকে খুন ক'বলেন! ছাখো ছাখো, নিশ্বাস বইছে?

জ্ঞান। আর নিশ্বাস, বিবি-সাহেব,—বিবি-সাহেব, নাঃ মাথার খুলি ভেঙ্গে দুখানা হ'য়ে গেছে হাবিলদার!—নিশ্বাস নাই! খাসা কাজ ক'বেছ সাহেব,—তোমার হাতে প'ড়ে জ্যান্ত-বেলায় আধমরা হ'য়েছিল। এবার হাতের সুখে পুরোপুরী খুন ক'বে মরণে তাকে নিষ্কৃতি দিলে! বেশ ক'রেছ, তোমার ওপর এবার খুব দয়া হচ্ছে আমার!

নেপথ্যে। হাবিলদার,—সীতানাথ সিং—)

সীতা। আজ্ঞে এখানে, এখানে আসুন, সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে।—

(কুমার সিংহ ও পিয়ারী-সাহেবের প্রবেশ।)

উভয়ে। এ কি ব্যাপার!

সীতা। আপনার গুণধর দাদা-সাহেব! আর ব'ল্‌বার মুখ নেই, দেখ্‌তেই পাচ্ছেন সব! মা-লক্ষ্মী মারা গেছেন!

পিয়ারী। সু-সংবাদ! অতি সু-সংবাদ! পিতৃবংশের কীর্ত্তিমান্‌ বংশধর তুমি আজিমুদ্দীন-সাহেব,—আজ সত্যই একটা সুকীর্ত্তি ক'রে বসেছ। হতভাগিনীকে বড় লাঞ্ছনা, বড় যন্ত্রণা থেকে

নিষ্কৃতি দিয়েছ ! করুণাময় খোদা, তোমায় শত ধন্যবাদ
(দুই হাতে মাথা ধরিয়া মৃতদেহের নিকট বসিলেন ।)

কুমার। কেমন ক'রে কাণ্ডটা ঘটল ? সীতানাথ, তুমি কোথায় ছিলে ?

সীতা। কাছেই ছিলাম, জানকীর চীৎকারে ছুটে এসে দেখি এই ব্যাপার—

জান। সন্ন্যাসী-ঠাকুর হর হর ব্যোম্ ব্যোম্ ক'রে মন্দিরের ভেতর থেকে এসেই রাজার মেয়ে মনে ক'রে ওঁকে ধর্‌তে গেলেন তারপর স্ত্রী ব'লে চিন্তে পেরেই, ঐ চিম্‌টের বাড়ি মাথায় এক ঘা !

সীতা। কি ! রাজার মেয়ে মনে ক'রে ?

কুমার। চুপ্ চুপ্ চুপ্ ! পাগলের দুর্ব্বুদ্ধির কথা সমালোচ্য নয় চুপ্ কর সীতানাথ। পিয়ারী-সাহেব, বুদ্ধিমান্ লোক আপনি শান্ত হন। এখন কি করা যায় ?

পিয়ারী। হত্যাকারীর দণ্ড রাজকীয় বিচারানুসারে যা হওয় উচিত তাই হোক্, আমার কোন আপত্তি নাই। আমায় শুধু আপনারা দয়া ক'রে, এই মৃতদেহটি কবরস্থ কর্‌বার অনুমতি দেন—

কুমার। সসম্মানে—। হাবিলদার, এই আজিমুদ্দীন-সাহেব যাই হোন, ইনি পিয়ারী-সাহেবের দাদা,—সাধারণ কারাগারে এঁকে প্রেরণ করা যুক্তিসিদ্ধ নয় ; তুমি আমার বাড়ীতে

যাও, আপাততঃ এঁকে নজরবন্দী রাখ, পরে যা হয় ব্যবস্থা করা হবে।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

মন্দির পশ্চাদ্দেশ।

(গুপ্তচরদ্বয়)

প্রথম। যা বাবা, খোদার কাছে খোদ্‌গারিতে সব গোঁসাই ডিগ্‌বাজী খেয়ে বস্‌ল। আজিমুদ্দীন সাহেবটা ক'র্‌লে কি রে।

দ্বিতীয়। যাই বল, ধর্ম্মের মার্‌! বুকের পাটা বলি তো ঐ ব্যাটার। হা—সাবাস্‌!

(বিজয় ও বিক্রমের প্রবেশ।)

বিজয়। এবার মাথা বাচাতে হবে। সর্ব্বনাশ যা হ'য়েছে,—বিক্রম, এবার এই চরেদের নিয়ে ছুট্‌ কাটিয়ে যাও! আজিমুদ্দীন-সাহেব কুমারের বাড়াতে বন্দী ছিল, আমি কৌশলে তাকে মুক্ত ক'রে দিয়েছি। সে রাজ্য ছেড়ে মোগলের শিবিরের দিকে ছুটেছে,—সে তাদের দলে গিয়ে যোগ দেবে। এই পত্রখানি তাকে দিও, বোল এই চরেদের মারফৎ যেন জবাব পাঠায়।

বিক্রম। যে আজ্ঞে—

বিজয়। ওহে, তোমরা খুব সাবধান,—খুব গোপনে মোগল-শিবির থেকে আনাগোনা ক'র্‌বে। এতটুকু ভুলচুক্‌ হ'লেই সদলে রসাতলে যাব, বুঝে কাজ কোরো।

চরদ্বয়। যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে।

(বিজয় ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিজয়। এবার অগাধ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলুম! হয় রত্ন, নয় মৃত্যু। অদৃষ্ট বড় মন্দ,—নইলে সকল দিকেই কি এম্নিটা হ'য়ে দাঁড়ায়! ভগবান্‌ ব্যাটা নিমকহারাম কি না, নইলে আমার সঙ্গে এমন শত্রুতাটা সাধে! আর কুমার সিং! ওঃ কি শয়তান, আচ্ছা থাক্‌, দিন যদি পাই কখনো, তো দেখ্‌ব সব শালাকে।

(প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শাবস্তহারের পুরোদ্যান।

(সুচিত্রা।)

সুচি। (গান।)

ভ্রমে ভুলে মিছে ভাবনা।
ডুবে গেছে রবি তবু তার ছবি নিয়ে কেন ধ্যান ধারণা।
অতীতে গিয়েছে অতীত কাহিনী, স্মৃতি আছে শুধু ভুবন-ব্যাপিনী
ঘূরে ঘূরে গায় মরণ রাগিণী, ভেঙ্গে ঘুম ঘোর—ভাঙ্গে না।
সে যে ছায়াবাজি, সে তো কায়া নয়, মিশে গেছে যাতে হয়েছে উদয়,
—তবু কেন, ওগো, তবু মনে হয়, ফিরে সাধি কের সাধনা।
উদাসীর প্রাণে কেন এ মমতা হতাশ-জীবনে একি আকুলতা,
সমাধির মাঝে, স্মৃতি-কাতরতা, স্বপনে স্বপন-ছলনা
ভুলে যেতে যেতে ফিরিয়া চকিতে, কেন ভাবি ভুলে যাব না।

(শাবস্তহার ও ইন্দ্রজিতের প্রবেশ।)

ইন্দ্র। চিত্রা—

সুচি। এই যে, দাদা তুমি কখন এলে? (প্রণাম) যুদ্ধস্থল থেকে আসছ, সমস্ত মঙ্গল ত?—

ইন্দ্র। সমস্ত মঙ্গল। (শাবন্তহারের প্রতি) এখন বলুন হারজি আমি কি কবি? কুমারের এ পাগলামী—

শাবন্ত। কুমারের এ পাগলামী আদৌ প্রশ্রয়দানের যোগ্য নয়। হঠাৎ এমন অদ্ভুৎ সঙ্কল্প তার মস্তিকে কেন উদয় হোল জানি না, কিন্তু বড আশ্চর্য্য ত। কিল্লাদার সে, রাজদুর্গ রক্ষার দায়িত্ব তার হাতে—আর সে কি না, এই যুদ্ধ বিগ্রহের সঙ্কট সময়ে, নিজের কর্ত্তব্যপালনে অস্বীকৃত হ'তে চায়? অন্য কেউ হ'লে, সেই মুহূর্ত্তে রাজদ্রোহ অপরাধে দণ্ডনীয় ব'লে বিবেচন কবতেম!—যাও ইন্দ্রজিৎ, তাকে বলগে বৎস, রাজকার্য্য বালকের ক্রীডা-কৌতুক নয়,—এ শক্তিশালী কর্ম্মীর প্রাণোৎ সর্গকাবী কর্ত্তবা। যথেষ্ট বিবেচনাপূর্ব্বক এ কার্য্য সম্পাদন ক'রে যেতে হয়। শাবন্তহারের পুত্র হ'য়ে, কুমার সিংহ যেন সে কথা ভুলে না যায়।

ইন্দ্র। যে আজ্ঞা।

শাবন্ত। বিজয়চাঁদের হাতে রাজদুর্গ রক্ষার ভার দেওয়া অপেক্ষ দুর্গ অরক্ষিত রাখা শতগুণে শ্রেয়ঃ। কুমাব জানে না, ক বড বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে, বিজয় কম্মতাড়িত হয়েছে,- আজ কুমাবের যথেচ্ছ আবেদন গ্রাহ্য ক'রে আবার সেই বিজয়চাঁদকে আমি দুর্গ-রক্ষায় নিয়োগ ক'র্ব! অসম্ভব প্রস্তাব!

ইন্দ্র। অসম্ভব বৈ কি! কিন্তু, কেন জানি না, কুমার

অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠেছে। দুর্গরক্ষার দায়িত্ব বহনে সে একান্ত অনিচ্ছুক। যুদ্ধক্ষেত্রে অহোরাত্র অবস্থানের জন্য সে একান্ত প্রার্থনা জানাচ্ছে।—সেই কাজই তার প্রীতিকর।

শাবন্ত। ব্যক্তিগত প্রীতি, অপ্রীতি, সুখ, সুবিধার ইঙ্গিতে রাজ-কার্য্যের ব্যবস্থা-বিধান পরিবর্ত্তিত হ'তে পারে না।—কুমারের এই অন্যায় স্বার্থপরতা আমি কোনক্রমেই অনুমোদন করতে পারি না। রাজদুর্গ রক্ষার ভার—যে সে ব্যক্তির ওপর অর্পণ করা যায় না, একমাত্র, রাজসংসারের ঘনিষ্ঠ-আত্মীয়-সম্পর্কীয় যোগ্য ব্যক্তি, অন্যথা রাজা বা রাজপুত্রের ধাত্রী-নন্দন কেল্লাদারী পদের যোগ্য। আর কেউ নয়। এ সময় কুমারের পরিবর্ত্তে আমি অন্য লোক কোথায় পাব? কুমারকে বোলো, সে যেন ক্ষুণ্ণ না হয়, যুদ্ধের প্রয়োজনে মুহূর্ত্তে তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাব। কিন্তু, এখন যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ নাই, বাদশাহ-সৈন্যগণ দ্বার অবরোধ ক'রে ব'সে আছে, —এখন এ অবরোধ-যুদ্ধে কঠোর সতর্কতায়, নগররক্ষা করাই আমাদের কর্ত্তব্য। সৈন্যগণকে প্রস্তুত ক'রে রাখ, নিজেরা প্রস্তুত হয়ে থাক, যথাসময়ে শৌর্য্য প্রকাশে সক্ষম হবে। কিন্তু এই বৃথা আড়ম্বর, বৃথা আস্ফালন, এ গুলো নিতান্তই নিরর্থক, শুধুমাত্র বলক্ষয়ের হেতু। বৎস ইন্দ্রজিৎ, আজিমুদ্দীন-সাহেবের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না?

ইন্দ্র। আজ্ঞে না, তিনি যে কেমন ক'রে কার সাহায্যে মুক্তি-

লাভ করে, কোন্ দেউড়ী দিয়ে নগর ছেড়ে গেছেন, কেউ তার বিন্দুবিসর্গ জানে না। বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার।

শাবস্ত। শুধু আশ্চর্য্য নয়, ঘোরতর সন্দেহজনক ব্যাপার! আমার নামাঙ্কিত জাল-পত্র কুমারের নিকট গেছে, কুমারের নামাঙ্কিত জাল-পত্র পিয়ারী-সাহেবের নিকট গেছে, এ সব রহস্যজনক ব্যাপারের মূল কি? যদিও এই প্রতারণায় আমাদের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নি সত্য,—কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। সকল শত্রুর অপেক্ষা ভয়াবহ শত্রু,—গৃহশত্রু। এ শত্রু সম্বন্ধে তিলমাত্র অবহেলা অকর্ত্তব্য। তোমরা সতর্ক থেকো বৎস, কোন সূত্রে যদি কোন সংবাদ কর্ণগোচর হয়, কদাচ অমনোযোগী হ'য়ো না—

ইন্দ্র। যে আজ্ঞে, হ্যাঁ একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছি। আজিমুদ্দীন-সাহেবের সেই যে বাহাদুর নামক এক ভৃত্য ছিল,—সে কাল রাত্রে নিহত হয়েছে।

শাবস্ত। নিহত হয়েছে? কেমন করে? কার হাতে—

ইন্দ্র। লোকটা ঘোরতর মদ্যপ ছিল। কাল রাত্রে মত্ত-অবস্থায় পথের মধ্যে এক উন্মাদিনী স্ত্রীলোককে আক্রমণ ক'রেছিল, স্ত্রীলোকটি তাকে হত্যা ক'রে পালিয়েছে, তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

শাবস্ত। উন্মাদিনী স্ত্রীলোক! কই, নগরে ত তেমন কেউ ছিল না। আচ্ছা আমি সংবাদ নিয়ে দেখ্‌ছি। (প্রস্থান।)

সুচি। কুমার সিং কেল্লা ছেড়ে যুদ্ধে যেতে ব্যাকুল হ'য়েছেন কেন জান দাদা—

ইন্দ্র। না চিত্রা, তা ত সে আমায় কিছু বলে নি। শুধু হারজীর অনুমতি আদায়ের জন্য আমায় অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছিল মাত্র সে'দিন নিজেও ঐ কথা বল্‌বার জন্য এসেছিল, কিন্তু ভয়ে ব'লতে পারে নি। কথাটা তো ঠিক ন্যায় সঙ্গত নয়।

সুচি। তাই তো ভাব্‌ছি। হঠাৎ এমন অদ্ভুৎ খেয়াল। বড় আশ্চর্য্য।—আচ্ছা, রাজান্তঃপুরিকা সবাই অন্তঃপুরে আছেন তো?

ইন্দ্র। আছেন বৈ কি? না হ'লে যাবেন কোথা? অবরোধ-যুদ্ধে সকল দ্বার বন্ধ যে।

সুচি। বিশাখা দেবীর মেবার যাবার কথা ছিল কি না, তাই জিজ্ঞাসা করছি, তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে যাব একবার। তিনি আছেন ত?

ইন্দ্র। নিশ্চয়। এখন নগর থেকে কারুর বাহিরে যাওয়ার উপায় নাই।

সুচি। এখনই চলে যাবে?

ইন্দ্র। কুমারকে সংবাদ দিয়ে ফিরে আস্‌ব।

(প্রস্থান।)

সুচি। বিশাখা দেবী কেল্লায় আছেন। তবে কুমার কেল্লা ছেড়ে যেতে চায় কেন? এ কি হোল? এ কি অদ্ভুৎ মতিপরি

বর্ত্তন? বড় গোলমাল ঠেক্‌ছে ত! থাম, আজ একবার রাজ-বাড়ীতে গিয়ে খবর নিতে হচ্ছে তা হ'লে—বিশাখা-দেবীকে একটু নেড়ে-চেড়ে দেখ্‌ব।—নাঃ যাব না, কি দরকার? ওদের যা খুসি তাই করুক্, আমি কারুর কথায় থাক্‌ব না। কিসের গরজ? ব'য়ে গেছে! কুমার? কে সে আমার? কেউ না! মানুষ বুঝি মানুষের কেউ হ'তে পারে? ভুল! মিথ্যে! ভয়ানক জুয়াচুরি সেটা!—স্বার্থ, ওগো স্বার্থ, শুধু স্বার্থের বাঁধন; তা ছাড়া আর কিচ্ছু নাই ওর মধ্যে! তা যদি থাক্‌ত তা হ'লে কুমারের সাধ্য কি যে সুচিত্রাকে অবহেলা ক'রে বিশাখার চিন্তা অন্তরে স্থান দেয়!—তা হ'লে আমার সমস্ত দীপ এম্নি ক'রে অকালে নিভে গেল কেন? সকল আশা অতৃপ্ত র'য়ে গেল কেন? সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হ'য়ে গেল কেন? আশাহত বুকটার মাঝখানে, এই ঘোর মর্ম্ম-দাহী অপার যন্ত্রণা,—শুধু ব্যর্থতার সাক্ষী হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে গো,—সুখের আশা মরে গেছে, কিন্তু স্মৃতি মরে নি! সৌন্দর্য্য ভরা জীবন্ত নবীন ধরণী, আমার সুষুপ্ত মলিন প্রাণকে উপহাস কর্‌ছে, ফুটন্ত কুসুম হেসে হেসে বিদ্রূপ কর্‌ছে, সুমন্দ হাওয়া রহস্য-কৌতুকে কত কি ইঙ্গিত ক'রে যাচ্ছে,—যাক্ যাক্,—নিরুপায় আমি, কোন প্রতিকারের ক্ষমতা আমার নাই! নইলে দেখে নিতুম দেখে নিতুম! তাদের সব কটার মুণ্ডুপাত ক'রে ছেড়ে দিতুম! আমার সঙ্গে তামাসা! আচ্ছা করে নে,

ক দিন আর। আমি ত আর চিরদিন বেঁচে থেকে তোদের উপদ্রব সহ্য করবার চুক্তিপত্রে সই করিনি। মরব মরব, এক দিন নিশ্চয় মর্‌ব, সে দিন—সে দিন ওরে নিষ্ঠুর পৃথিবী, সে দিন কোন ছলে জব্দ করবার জন্যে আমায় ধরে রাখতে পারবি না, সেদিন সবাইকে ফাঁকি দিয়ে দে চম্পট। আঃ, কি আনন্দের দিনই হবে সেটা। সে দিনের কথা মনে হ'লে খুসিতে মনটা ভ'রে উঠছে। সেইটেই জীবনের জিৎ পড়্তার দিন কি না। সেই দিনটাই আসল।। যাক্, ভাগ্যিস্ ভগবান দয়া করে মানুষের জীবনের জন্যে ঐ একটা মজার দিন রেখেছিল,—তাই মানুষ নেয়ে খেয়ে সুস্থ হ'য়ে দিন কাটাচ্ছে, তা যদি না থাক্‌ত, তা হ'লে—তা হ'লে ওঃ, সৃষ্টি সংসারে তা হ'লে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা বেধে যেত। কিন্তু যাই বল·····ভগবানের জীবনে কিছু সুখ নেই, তাঁর কথা ভাবতে গেলে, আমার দুঃখও হয়, দয়াও হয়। এই ছাখো, ভাবতে ভাব্‌তে চোখে জল আস্‌ছে। সত্যি, কত কষ্ট বল দেখি তাঁর? এত লোকের ভাবনা তাঁকে ভাব্‌তে হয়! একটা মানুষের ভাবনা ভাব্‌তে গিয়ে আমরা পাগল হ'য়ে যাই, আর ভগবান্‌,—মরে যাই, বাছার জীবনে কিছু সুখ-স্বস্তি নেই! আহা, আমার ভারি মায়া ধর্‌ছে, বড্ড মন কেমন কর্‌ছে! কিন্তু ছাখো, সে লোকটি বেশ,—নিঃশব্দে আড়ালে আড়ালে লুকিয়ে বেড়ায়, কক্ষণো কাউকে দেখা দেয়

না!......হুঁ, হরিবোল-পাগলের যেমন কথা, তার ওপর রাগ ক'র্‌ব! ওমা, তাই নাকি করা যায়! ছিঃ, আমার ভারি লজ্জা কর্‌ছে বাপু, কিন্তু সত্যি, একবার যদি দেখ্‌তে পাই—তা হ'লে ভারি মজা হয়। আচ্ছা, ভগবান্ মেয়ে-মানুষ, না পুরুষ মানুষ,—কি জানি, তা সে যেই হোক্, যদি সে মেয়ে-মানুষ হয়, তা হ'লে বেশ সুবিধে হয়, আমি তার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব ক'রে ফেলি,—অনেক রকম ব'লে ক'য়ে কিছু কৌশল শিখে ফেলি, তারপর সব্বেব আগে, জব্দ যদি করতে পারি ত ক'রি, ঐ কুমার সিংকে! উঃ, ওর ওপর রাগটা আমি কিছুতেই ভুল্‌তে পার্‌ছি না—

(হরিবোলের প্রবেশ।)

হরি। আচ্ছা বল ত মা, মানুষের ওপর রাগ হ'লে ভগবানকে দয়া ক'র্‌বার মতলবটাও মনে থাকে ত?

সুচি। ওমা তুমি কোত্থেকে? আড়ালে দাঁড়িয়ে আমার কথাগুলো শুন্‌ছিলে বুঝি?—

হরি। দাঁড়াবার দরকার হয় নি, চল্‌তে চল্‌তেই শুন্‌তে পেয়েছি; বল্ না মা, মানুষের ওপর আড়ি ক'রে ত ভগবানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চলেছিস্, কিন্তু সে রাগভরা মন নিয়ে তাঁকে ভালবাস্‌তে পার্‌বি ত?

সুচি। তা কেমন করে জান্‌ব?

হরি। এ দিকে কালনেমির লঙ্কা ভাগ কর্‌ছিস্, ভগবানের সঙ্গে বন্ধুত্ব কর্‌বি, মানুষকে জখম কর্‌বার, জব্দ কর্‌বার, সুলুক-সন্ধানগুলো জেনে নেবার জন্যে! ভারি বুদ্ধি ত মা তোর!

সুচি। আচ্ছা, যাও ঠাকুর ঠাট্টা ক'রো না!

হরি। কুবুদ্ধি কুতর্ক নিয়ে নিজেই নিজের অন্তরাত্মাকে ঠাট্টা কর্‌ছিস্, আবার আমি ঠাট্টা ক'র্‌ব কাকে। ত্মাখ, সাবধান, যে সব জোচ্চোর গুলিকে মনের গুরু পুরোহিত সাজিয়ে বরণ করে নিয়েছিস্—ও-গুলি সর্ব্বনেশের দল! ওরা সর্ব্বনাশ কর্‌বে রে সর্ব্বনাশ কর্‌বে!—খবরদার ওদের বিশ্বাস করিস্ নি,—আসল গুরুটি ওদের সবার পেছনে আছেন এক কোণে ঘুপ্‌টি মেরে, সেইটিকে চেনে—বুঝ্‌লি! বুদ্ধিটা তোর বেশ শানানো আছে মা, কিন্তু ও হেতেরটা নিজের গর্দ্দানে বসিয়ে রক্তারক্তি হয়ে মরিস্ কেন? আ মর্ হতভাগী মেয়ে, ওরে, ওটাকে উল্টে ধর্ উল্টে ধর! আত্মরক্ষা কর্‌,—ও যে আত্মরক্ষারই অস্ত্র; আত্মহত্যা করে মরিস্ নি!—(নেপথ্যাভি-মুখে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ) ঐ ত্মাখ্, দেখদেখি চেয়ে, এক হতভাগী পাগ্‌লী আস্‌ছে, ওর কি হয়েছিল জানিস্? জোচ্চোর গুরুর পাল্লায় প'ড়ে প্রলয়ঙ্কর বুদ্ধির ঠেলায় মতিচ্ছন্ন!—তারপর, লোকসমাজের লৌকিক সংস্কার ওর মনকে আঘাত দিয়ে—মর্ম্মব্যথায় ওকে অধীর ক'রে তুল্‌লে; অনুতাপে, লজ্জায়, ঘৃণায়, ক্ষোভে প্রতিহিংসার উত্তেজনায়, উন্মাদ হয়ে পড়্‌ল! ঘোর

বিকার! কিন্তু ওরে জানিস্, একটা মজা আছে,—এতটুকু শুভ সঙ্কল্প, এতখানি অশুভ কর্ম্মফলকে জখম ক'রে ফেল্‌তে পারে; আবার এতটুকু অশুভ সঙ্কল্প এতখানি শুভকর্ম্মকে আহত ক'রে বসে,— অবশ্য আহত,—নিহত নয় একেবারে,—মনে রাখিস্

একটি মঙ্গল কার্য্য করিলে সাধন
শতটি মঙ্গল চিন্তা হইবে সৃজন!
একটি অসৎ কার্য্যে চিত্তবৃত্তি চয়
অধঃপাতে শত হস্ত অগ্রসর হয়!

একটি শো হাত বাবা! ছেলে-খেলা নয়,—বুঝে। তারপর বুঝেছিস্, পাগলীর অশুভ-বিকার-ঘেরা মনটার মাঝে বিরক্তি বৈরাগ্য এসে প'ড়েছে,—শুভ-সঙ্কল্পের সঞ্চার হ'য়েছে। এই-বার—সময়টা বড় শক্ত!—বেটী কাদা-মাখা পা-দুটো ধুয়ে একবার যদি সিধে সড়কে উঠতে পারে—তা হ'লে ও যা ছুট্ কাটাবে, সে আমি জানি! আহা, বেশ ছিল গো বেশ ছিল, সেই নচ্ছার দেবতাটি মাঝে জুটে বজ্জাতি ক'রে গেল কি না, তাই,—কিন্তু ভেতরটা ওর ভাল, সেখানে ভালবাসা আছে গো,—ভালবাসা আছে, ভগবান এসে দাঁড়াবার ঠাঁই পাবেন। তা আমি জানি।

সুচি। হ্যাঁ গা, কই ওর পায়ে কাদা:? ওর পা তো বেশ ধব্‌ধবে সাফ্ আছে।

হরি। দূর ছোঁড়া বোকা! দেখি তোর চোখ? ওঃ কাণা! তা

কাণাই থাক্ মা কাণাই থাক্,—চোখ যখন ফুটবে, যেন একেবারেই ফোটে, মর্‌বি যখন, তখন অমৃতেই ডুবে মরিস্! মাটীর হুট পাট্‌কেলে দাঁত বসাস্ নে!

(মহামায়ার প্রবেশ।)

মহা। হাঁ গা কে আছ এখানে, বল দেখি, এইটে কি কিল্লাদার কুমার সিংহের বাড়ী যাবার পথ?

সুচি। কিল্লাদার ত এখানে থাকেন না, তিনি রাজবাড়ীর কাছে যে কিল্লাদারের বাড়ী আছে, সেইখানে থাকেন। এটা তাঁর পৈত্রিক বাস-ভবন।

মহা। তিনি এখানে থাকেন না? তবেই ত! তা হ'লে কি হবে? আবার আমি পথে পথে কেমন ক'রে হেটে যাই? পারি নে বাপু!—ছাখো, এই ছুরিখানা এই গাছের গোড়ায় রেখে যাই, দেখা হ'লে বোল তাঁকে,—কাল রাত্রে একটা মাতাল আমায় তাড়া ক'রে এসেছিল, কি করব পালাতে পারি নি, কাজেই এই ছুরিতে তাকে খুন ক'রেছি। তা এতে যদি আমার দোষ হ'য়ে থাকে,—তা হ'লে তিনি যেন শাস্তির ব্যবস্থা ঠিক করে রাখেন, আমি আর এক সময় আসব এখন, কিন্তু দেখো, যেন হৈ চৈ, না হয়। চুপি চুপি সমস্ত ব্যবস্থা যেন ঠিক ক'রে রাখেন। বলে দিও—

সুচি। দাঁড়ান দাঁড়ান, যাবেন না, আপনি কি—আপনি কি—

আপনি মহামায়া মাসী-মা নন্? আপনি অন্তঃপুরে থাকতেন নয়?

মহা। কে রে তুই সর্ব্বনাশি! আবার সেই সাংঘাতিক কথা ক'স! তুই কি জানকী?—এত ক'রে তোর হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে এলুম আবার তুই সঙ্গ নিয়েছিস্! রাক্ষসী, ফিরে যা—আমি আর যাব না, এ কালামুখ কাউকে দেখাব না! বিশুকে দেখা দেব? না না, বাপ্‌রে, আমি তার অকল্যাণ ক'র্‌তে পার্‌ব না। সরে যা, সরে যা, আমার ছায়া তোরা ছুস্ নে! ওটা বিষাক্ত, বিষাক্ত, ভয়ানক বিষাক্ত! সর্, সরে যা বল্‌ছি! জানিস্ না আমি কি হয়েছি? আমি প্রেতিনী, প্রেতিনী, ভীষণা প্রেতিনী—

হার। এবং ভয়ঙ্করী নরহত্যাকারিণী--

মহা। নরহত্যাকারিণী? মিথ্যাবাদী তুমি! আমি পশুহত্যা ক'রেছি। জান না, হতভাগাটা পাশবিক মত্ততায় উন্মাদ হ'য়ে আমার এই ঘৃণিত দেহটা আক্রমণ ক'র্‌তে এসেছিল,—

হরি। তাই ব'লে, তাকে খুন করবি? সন্তান নয় সে? কেমন পিশাচী মা তুই? সন্তানের রক্তে হাত রাঙা ক'রে ডাকিনীর মত তাণ্ডব নৃত্য ক'রে বেড়াচ্ছিস্।

মহা। কি কর্‌বো গো, মনটা একবার একবার বড় ব্যথায় কেঁদে উঠ্‌ছে,—বড় দুঃখ হ'চ্ছে গো, আহা—হা! মা হ'য়ে সন্তান হত্যা কর্‌লুম! কিন্তু কি কর্‌বো গো, উপায় যে ছিল

না। আমার ত ইচ্ছা ছিল না তাকে খুন করি, কিন্তু ... সেই একটা মুহূর্ত্ত! হতভাগা ছেলে, হিংস্র জানোয়ার হ'য়ে ছুটে আস্‌ছে দেখে মনটা বিগ্‌ড়ে গেল, ঘৃণা-জর্জ্জর-মনের পুঞ্জীভূত আক্রোশ, এক মুহূর্ত্তে দাবানলের মত জ্বলে উঠ্‌ল, ছুরিখানা বসিয়ে দিলুম তার বুকে!—কিন্তু খুন কববার আগেও ইচ্ছা ছিল না, পরেও ইচ্ছা ছিল না; সত্যি বলছি তার ওপর আমার কোন রাগ নাই,—রাগ ছিল, ঘৃণা ছিল, সেই জঘন্যচেতা পিশাচটার ওপর!—কিন্তু হায় হায় গো, তার কিছু কর্‌তে পারলুম না, প্রতিহিংসার আগুন বুকে চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছি—নিজের অন্তর্দাহে নিজে ভস্মীভূত হ'চ্ছি, কিন্তু তার কিছু কর্‌তে পার্‌ছি না!—হ্যাঁ গা, জান যদি সত্যি বল ত ভগবান না মারলে, মানুষ কি মানুষের কিছু কবতে পারে না?

হরি। পাগল! ভগবানকে যতটা চালবাজ ঠাউরোছিস্‌ মা, সে ত আসলে তা নয়! কি গরজ তার যে মারামারির ব্যবসায় হাত লাগাতে যাবে? তাছাড়া ভদ্রলোকের সময়েরও টানাটানি থাক্‌তে পারে!—গ্যাখ্‌, সত্যি বল্‌ছি ভগবান ও মারে না, মানুষেও পারে না, যা কর্‌বার জীব তা আগে থেকেই গুছিয়ে সাজিয়ে রেখে আসে,—তারপর এখানে এসে, সে সব ভোগ দখলের মালিক হ'য়ে, যথেচ্ছ-ভাবে কতক ভোগ করে,—কতক উপভোগ করে,—এই

যেমন তুই কর্‌ছিস্! সে সব কথা মনে পড়ে কি
মা?—সেই পূর্ব্ব জন্মের কতকটা কর্ম্মফল ছিল, তার ফলে
এই দেহ, এই মন নিয়ে এবারে মহামায়া হ'য়ে জন্মালি
তার পর, কর্ম্মফলে কৈশোর-বৈধব্য যোগে, বিধবা হলি
তারপর মনে আছে,—সেই আত্মার-পৌরুষ-শক্তি উদ্বোধন
চেষ্টা,—সেই তাপস-বাঞ্ছিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বনে ব্রহ্ম
চারিণী হ'য়েছিলি,—ভগবচ্চরণে আত্মনির্ভর স্থাপন করেছিলি
কেমন নিশ্চিন্ত আরামে শান্তি তৃপ্তির বিমল আনন্দ ভোগ
কর্‌ছিলি,—তারপর, তারপব, মনে আছে ত সেই পূর্ব্ব
জন্ম-কৃত একটা দুষ্ক্রিয়ার প্রতিফল ভোগের সময় এল,—
জীবনে বড় সঙ্কট মুহূর্ত্ত ছিল রে সেটা,—হতভাগী তুই, পেরেও
পেরে উঠ্‌লি না, অনেক দ্বিধা, অনেক ইতস্ততঃ ক'রে
তার পর হঠাৎ—

মহা। (হঠাৎ বসিয়া পড়িয়া) ঠাকুর ঠাকুর—দয়াময়—

হরি। ব'সে পড়্‌লি! আহা, তা বোস বোস্,—কাঁটার বনে
ঘূরে ঘূরে পা দুটো ছিঁড়ে খুঁড়ে গেছে, কাদায় পাঁকে
আকণ্ঠ ডুবে, দেহটা হাজিয়ে পচিয়ে মাটী ক'রে ফেলেছিস্
বড় হ'য়রাণ হয়েছিস্ মা,—আহা, বোস্ ব'সে জিরিয়ে নে ত
একটুকু,—জিরো, শান্ত হ'য়ে একটুখানি জিরো—শান্তি
পাবি, বল পাবি,—তারপর—সিধে সড়কটা সিধে পড়ে আছে
মা, ভয় কি?—

মহা। কি বল্লে, কি বল্লে? ভয় কি?—ভয় কি?—ওগো বল, সত্য করে বল, সত্য বল, ভয় নাই?—

হরি। না, সত্যই বল্‌ছি ভয় নাই! ভয় নাই! ভয় নাই! ভয় আবার কি?—বিচার-সহিত ভোগে—শাস্তরস ভোগের আনন্দ বহন ক'রে,—পরম যোগের পথে যাত্রা করেছিলি, দৈব দুর্যোগে পথের মধ্যে উল্টোসুরে বাতাস বহিল, একটা নির্ব্বোধ জীব এসে সামনে নিমিত্ত হ'য়ে দাড়াল, বিচার-সহিত ভোগের আনন্দ ভুলে,—নির্ব্বিচার-উপভোগের নেশায় মন মাতাল হ'য়ে উঠ্‌ল, সে নেশার টান সাম্‌লাতে পারিস্ নি, তারপর, তারপর—

মহা। ওঃ, অসহ্য যন্ত্রণা— (মূচ্ছিত হওন)

সুচি। মূর্চ্ছা গেছেন, মূর্চ্ছা গেছেন,

হরি। যাক্ যাক্, বাঁচল হতভাগী! ঘাথ্ ঘাথ্, চোক দে দর্ দর্ ক'রে জল পড়্‌ছে, নিষ্পীড়িত মর্ম্মের উষ্ণ জ্বালা অশ্রু-উচ্ছ্বাসে নির্গত হচ্ছে,—কাঁদ হতভাগী, কাঁদ, খুব কাঁদ—কান্না আজ তোর পরিত্রাণের পথ! কি সুন্দর ঐ অশ্রু,—অতি পবিত্র, অতি সুন্দর, অতি মধুর,—স্বর্গের সম্পদ অশ্রু,—

সুচি। ঠাকুর, একটু জল দেব না মুখে?—

হরি। সে তোর দয়া, খুসি, ইচ্ছা—ওর কিন্তু তাতে কিছু এসে যাবে না—

সুচি। তা না যাক, কিন্তু আহা ত্থাখো দেখি অবস্থা, আমার প্রাণটা কর্ কর্ ক'চ্ছে, জল আনি— (প্রস্থান।)

হরি। কাঁদ বেটী কাঁদ, খুব কাঁদ, আরো কাঁদ আহা তোর কান্না দেখে বড় আহ্লাদ হ'চ্ছে রে!—আ মরি, ও কান্না তোর পৃথিবীর জিনিস নয় রে, ও যে তোর আনন্দ-নির্ঝর!

(গান)

কাঁদার মত কাঁদতে পারে কোন্ জনা।
প্রাণ খুলে পাপ পুড়িয়ে দিলে ছাই হবে যায় যন্ত্রণা।
মাটীর অভাব শোকের তরে, নাই রে শান্তি কাঁদ্‌লে পরে,
তাতে প্রাণে অভিমানে. বাজে বজ্জর ঝঞ্ঝনা!—
(আজ) মন ছে'য়েছে ঘন মেঘে তাই চোখে জল আস্‌ছে বেগে,
ওরে রক্ত ঢেলে, হৃদয় খুলে, রয় না তাপের গঞ্জনা,
শুভ চেয়ে সাধ্‌লে সাধন, পালায় মোহের বঞ্চনা!

(সুচিত্রার জল ও পাখা লইয়া প্রবেশ।)

সুচি। (মহামায়ার মুখে চোখে জল দিয়া) মাসীমা, মাসীমা, ও, মহামায়া-মাসীমা,—মাসীমা—

মহা। আঃ, কেরে বাছা তুই! বড় ঠাণ্ডা কর্‌লি মা, ভগবান তোকে এম্নি ঠাণ্ডা কর্‌বেন! সুখী হ বাছা—

হরি। বা' রে! অল্প খরচে তুই আবার এক মস্ত দাঁও মেরে বস্‌লি!—ওরে একাগ্র নিষ্ঠায়, নির্ম্মল প্রাণে এতটুকু শুভানুষ্ঠান, তার ফল নেহাৎ অল্প নয়……যা, তোর বাঁয়ের

ঘরে জমা হ'য়ে রইল মা, ডাইনের ঘরে যে দিন খরচের হিসেবে টানা টানি পড়্‌বে, সে দিন এটুকু কাজে লাগ্‌বে রে —কাজে লাগ্‌বে!

সুচি। স্থাখো ঠাকুর, তোমার ওসব সূক্ষ্ম তত্ত্বের হিসাব নিকাশ রাখো, আমার এখন মোটেই ভাল লাগ্‌ছে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পার থাক, নয় ত চলে যাও বলছি...... এতটুকু আক্কেল বুদ্ধি যদি আছে তোমার, দেখ্‌ছ মানুষটা ধুঁক্‌ছে, আর এখন কি না—যাও তুমি!

হরি। হরিবোল! হরিবোল! ওমা, এইটুকুখানি মেয়ের বিক্রম তো কম নয় গা! হ্যাঁরে, আমি কি এমন—

সুচি। আবার বক্‌বে! চলে যাও তুমি,—মানুষটাকে খুন না ক'রে তোমার তৃপ্তি হবে না দেখছি, ভয়ানক বেয়াড়া লোক ত তুমি—

হরি। অবাক্ কর্‌লে! ওমা, ঐ-টুকু বুকের মধ্যে এতখানি জোর! দাঁড়া তোকে প্রণাম করি একটা (তথাকরণ) স্থাখ্, আজ থেকে তোকে দিদি বলে ডাক্‌ব;—কেমন রাজি?

সুচি। এক্ষুনি!—কিন্তু দিদি যখন হলুম, তখন দিদির মতন শাসন কর্‌ব, তা বলে রাখ্‌ছি, টু-হুঁ কর্‌তে পাবে না! বস এঁর মাথার গোড়ায়, এই পাখাটা নিয়ে বাতাস কর দেখি, আমি মুখে চোখে জল দিই, দেখ্‌ছ ভারি কাহিল হ'য়ে পড়েছেন, কি করা যায় বল দেখি?—ওঃ ভুলে গেছি, তুমি

আবার একটা প্রণাম ক'রে রেখেছ, দাঁড়াও সেটা ফেরৎ দি,—(প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ) পাপ-পুণ্যের মারপ্যাচ বড় শক্ত, কি জানি বাপু, এই ছুতো পেয়ে পাপ মশাই যদি টুক্ করে এসে ঘাড়ে চ'ড়ে বসেন, তবে ফ্যাসাদে পড়্‌ব ! ওগো ঠাকুর, রাগ টাগ কোরো না যেন।

হরি। একটু একটু কর্‌ব দিদি, তা নইলে ভাই খেলাটা ভাল জম্‌বে না !

সুচি। তা সে ভেবে চিন্তে অবসর মত কোরো,—কাজের সময় কিন্তু—খবর্দ্দার, না ! এখন ইনি যে ভয়ানক কাহিল হ'য়ে পড়েছেন, কি করি বল দেখি ? একটু দুধ এনে খাওয়াব।

হরি। ন্যাথ্‌ ভাই দিদি, রাগ করিস্‌ নি, সত্যি বল্‌ছি, গৃহধর্ম্ম ছেড়ে অবধি সেই গেরো ধর্ম্মের হাল-হদিসগুলো সব ভুলে গেছি, এ রকম সব রুগীকে দুধ খাওয়ান উচিত কি বিষ খাওয়ান উচিত, সেটা ঠিক্ ঠাওর কর্‌তে পার্‌ছি না, তোর যা ভাল বিবেচনা হয়, তাই কর্।

সুচি। তোমার মত পাগলের সঙ্গে কথা কইতে গেলে, আমিও পাগল হ'য়ে উঠ্‌ব। ন্যাখো, আমি দুধ গরম ক'রে আন্‌ছি, তুমি এইখানে ব'সে ব'সে এঁর মাথায় বাতাস কর, খবর্দ্দার পালিও না যেন—রুগীর সেবা ছেড়ে পালালে পাপে মর্‌বে !

হরি। রামঃ ! সেবা ছেড়ে কি পালাতে পারি—

(সুচিত্রার প্রস্থান।)

মা, ওমা, মা, ওঠ না মা,—কতক্ষণ এমন ক'রে নির্জ্জীবের মত পড়ে থাক্‌বি,:এ যে দেখ্‌তে ভাল লাগছে না, গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠ না মা, হাঁট্‌তে হবে যে!

মহা। উঠ্‌ছি, উঠ্‌ছি (দুই তিনবার চেষ্টার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন) ঠাকুর, বুক-ভরা নরকের আবর্জ্জনা, এ যে আর ব'য়ে বেড়াতে পারি না! অসহ্য জ্বালা, অসহ্য যন্ত্রণা—অস্থি, মাংস, মজ্জা, শুদ্ধ জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে, জ্বলন্ত হাড়ে-হাড়ে কঠোর নিষ্পেষণ চল্‌ছে, মাংস-পেশীগুলো বজ্রকীটের দংশনে ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে যাচ্ছে,—কি করি ঠাকুর, আর যে সইতে পারি নে!

হরি। হুঁ, অম্নিই হয় মা, অম্নিই হয়;—বুদ্ধির দোষে রাজ্যের জঞ্জাল, চারিদিক্ থেকে যত্ন ক'রে ঝেটিয়ে-পেটিয়ে প্রাণের মধ্যে জড় ক'রেছিস্,—ওই জঞ্জালের বিষাক্ত হাওয়া মহা-ব্যাধির সৃষ্টি ক'রেছে, ওর ভোগ-সুখটা যাবে কোথায় মা?

মহা। হায় রে! যখন জড় ক'রেছিলাম, তখন যদি একবার হিসাবের কথাটা মনে থাকৃত—

হরি। তা হ'লে কি আর জড় ক'র্‌তে পার্‌তিস্! সেইখানেই যে সব ভেস্তে যেত!

মহা। একটুখানি পায়ের ধূলো দাও ঠাকুর, দয়া ক'রে বল এ জঞ্জালের বোঝা কোথায় নামাই!

হরি। ও সন্ধানটা বাৎলে দেওয়া বড় শক্ত কথা মা—পৃথীবীর মাটীর ওপর যেখানেই ও বিষ নামাতে যাবি, সেইখানটাই ছারখার

হ'য়ে যাবে! ও ভয়ঙ্কর বিষের তীব্র তেজ সহ্য কর্‌বার শক্তি পৃথিবীর নাই!

মহা। পৃথিবীর সহ্য কর্‌বার শক্তি নাই? সে কি ঠাকুর? তবে পৃথিবীর মানুষ আমি, আমি সইছি কেমন করে?

হরি। জলন্ত প্রদীপটা হাতের ওপর রাখ্‌তে পারিস্‌ ব'লে, তার ভেতরের আগুনটা কি হাতে রাখ্‌তে পারিস্‌?—তা ত পারিস্‌ নে মা!—পৃথিবীর স্বভাবও তাই! হলাহল-পূর্ণ-প্রাণ মানুষ-গুলোকে পৃথিবী বুকে ঠাঁই দিতে পাবে, কিন্তু মানুষের প্রাণের হলাহল, পৃথিবী বুকে ধর্‌তে পারে না!

মহা। ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্? পৃথিবী কঠিন, কিন্তু মানুষের প্রাণ তার চেয়ে ঢের—বেশী কঠিন! ঠাকুর, কি করি বল দেখি? উপায় কি আমার? যেটুকু সুকৃতি ছিল, সে ত পাপের তাপে ক্ষয় হ'য়ে গেছে—

হরি। গেলেই বা মা, ভয় কি? তার সূক্ষ্ম-সংস্কারটা অন্তরে প্রচ্ছন্ন আছে, সাধনা-বলে তাকে মেজে-ঘ'সে উজ্জ্বল কর,—সিদ্ধি ঘাড় নুইয়ে আস্‌বে! কিন্তু অমন জড় হ'য়ে ব'সে থাক্‌লে তো চ'ল্‌বে না,—চল্‌তে হবে, চ'ল্‌তে হবে,—প্রাণপণ উদ্যমে চ'ল্‌তে হবে, শক্তি আকাঙ্খা কর, শক্তি আকাঙ্খা কর,—যিনি সকল আকাঙ্খার বাইরে আছেন, তাঁর কাছে শক্তি আকাঙ্খা কর!—

মহা। ঠাকুর, স্তূপীকৃত অধর্ম্মের বোঝা কি ধর্ম্মের সাধনে সত্যই ক্ষয় হয় কখনো?

হরি। হয় না? বা!—নিশ্চয় হয়! স্তূপীকৃত জঞ্জালে এতটুকু আগুন ধরিয়ে, বেশ জোরে বাতাস দে,—আগুন হাঁ, হাঁ, খাঁ, খাঁ, করে জ্বলে উঠে, সব আবর্জ্জনা ছাই ক'রে দেবে না? তবে ধর্ম্মের আগুনে অধর্ম্ম কেন পুড়বে না? অবশ্য পুড়বে। কিন্তু চাই মা চাই—সে রকম অগ্নিদীপক প্রবল পবন চাই, প্রাণের একাগ্র-ব্যাকুলতা চাই—জঞ্জাল পোড়াবার উপযুক্ত আগুন জাগিয়ে তোলা চাই!—

মহা। দয়া কর, দয়া কর, ওগো দেবতা, দয়া কর আমায় তুমি; কই সে আগুন, কোথায় সে আগুন,—একবার ব'লে দাও ঠাকুর,—একটিবার দয়া ক'রে আগুনটা ধরিয়ে দাও, আমার বিষের জ্বালা নিবৃত্তি হোক্—

হরি। আয় আয়, আমার সঙ্গে পালিয়ে আয় মা, লোকালয়ের কর্ম্ম কোলাহল, তোর মত বিকার-গ্রস্ত বিক্ষিপ্ত-চেতার উপযুক্ত সাধন-ক্ষেত্র নয়, আয় চলে আয় আমার সঙ্গে! নির্জ্জনতার শান্তির মধ্যে মনস্থির করবি আয়! ভয় কি মা তোর?—মানুষকে ভালবেসে আত্মহত্যা ক'রতে বসেছিলি, সে ভালবাসা কি সহজ রে?—ভগবানকে আত্মদান করতে পারবি তো তুই-ই! আয় আয়, ভগবানকে ভালবেসে আত্মত্রাণের পথে যাত্রা করবি আয়!—

(গান)

নূতন হ'য়ে পুরাতনে আয় মা আয় ফিরে।
বাহিরের সব ধুলা মলা, ফেলে বাহিরে!
মহাকাজটি চিনে নিবি, মহাভয়ে এড়িয়ে যাবি—
মহানদী পার হবি মা, কর্ম্মবাঁধন টেনে ছিঁড়ে।
খেল্‌তে এসে খেল্‌না হ'য়ে, খেলার ঘরে কান্না নিয়ে,
দিন কেটেছে দুঃখ সয়ে, শুধু ভেসে নয়ন-নীরে।
আয় চলে আয়, এবার হেথায়
শান্তি-সাধন সাগর-তীরে।—

(উভয়ের প্রস্থানোপক্রম ও সুচিত্রার দুগ্ধ লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

সুচি। দেখ্‌লে দেখ্‌লে? আচ্ছা ফাঁসুড়ে লোক তো তুমি ঠাকুর! ভাগ্যিস্ এসে পড়লুম, নইলে এম্নি করে চুপি চুপি পালাতে ত!

হরি। চুপি চুপি পালান? ওমা, এ বলে কি গো!—এমন চীৎকার ক'রে গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে চ'লেছি, আবার বলে কি না চুপি চুপি!—বলি, কাণ দুটো ছিল কোথা?

সুচি। খবর্দ্দার বল্‌ছি চুপ কর! আবার মুখে মুখে উত্তর!—বড়দিদি নয় আমি? মাথায় একটু ঢ্যাঙ্গা হ'য়েছ ব'লে মনে ক'রেছ কি?

হরি। হাঁ হাঁ তা বটে, তা বটে, ভুলে গেছি ভাই দিদি, ভুলে গেছি। কিন্তু রুগীর সেবা ছেড়ে পালাই নি,—ত্যাখো রুগীকে চাঙ্গা ক'রে সঙ্গে নিয়েই যাচ্ছি, অনেক সেবা চাই দিদি অনেক সেবা চাই ও রোগের। কেমন, এবার যাই ?

সুচি। দাঁড়াও, দুধটা এনেছি, খেয়ে নিন্ আগে উনি, তারপর যেও—মাসী-মা—

মহা। ছিঃ ছিঃ, বোল না, বোলো না মা, অশুচি আমি, অস্পৃশ্য দেহ আমার, এই অবস্থায় আমি খাব ? না মা, বোলো না, আমি জলস্পর্শ ক'রব না,—

সুচি। মাসী-মা, আমি যে আপনার নাম ক'রে এনেছি মাসী-মা, বড় দুর্ব্বলদেহ যে আপনার, এ টুকু না খেয়ে যদি আপ্নি চলে যান্, বড় মনস্তাপ পাব—

মহা। বোলো না মা—

হরি। হাঁ বল্‌বে মা !—ওরে, ভগবানের প্রসন্নতা অর্জ্জন কর্‌তে চলেছিস্, মানুষকে মনঃক্ষুণ্ণ ক'রে রেখে যাবি ? তাই কি হয় ? শ্রদ্ধার দান অবহেলা কর্‌তে নাই, নে, খা,—

মহা। তোমারও আদেশ ঠাকুর ?

হরি। হাঁ হাঁ,—কেন দ্বিধা তর্কে, মনের দ্বন্দ্ব বিকার বাড়িয়ে তুলিস্ ! শরীরী হ'য়ে শরীর-ধর্ম্ম মেনে না চলা, অধর্ম্ম যে ! উদ্বেগ-অত্যাচারে দেহটা ভেঙ্গে গেছে, রুগ্ন দুর্ব্বল দেহটাকে

দয়া কর,—দয়া কর্! না হ'লে দয়াময়ের আরাধনা কর্‌বি কার জোরে—

মহা। এই অশুদ্ধ অশুচি অবস্থা—

হরি। রাখ তোর জেদের তর্ক! প্রতি ধূলি কণায় তাঁর অস্তিত্ব মিশে আছে, বাতাসে তাঁর সত্তা বিরাজ কর্‌ছে, তবু বল্‌বি, অশুদ্ধ, অশুচি?—মন তোর জঘন্য কুৎসিত, তাই সব এত কুৎসাপূর্ণ দেখ্‌ছিস্! ভাল চাস তো শোন্ বলছি, বক্র কুটিল অহঙ্কারের দর্প ছাড়্,—অনেক পথ হাঁট্‌তে আছে মা, অনেক পথ পড়ে আছে, কেন ছল ছুতোয় সময় নষ্ট করিস্?

মহা। তবে দাও খাই (দুগ্ধপান) এবার চল ঠাকুর।

হরি। আয়, প্রাণ-ভরা সৌন্দর্য্যের অর্ঘ্য সাজিয়ে, পরম সুন্দরের অর্চ্চনা করতে আয়; মনকে অত কদর্য্যতার আতঙ্ক-বাষ্পে ভরাট্ ক'রে রাখ্‌লে, হাঁপিয়ে মর্‌বি যে! মনটা শুদ্ধ কর্, মনটা শুদ্ধ কর! শুদ্ধ চৈতন্যের স্বরূপ অনুভব কর্‌তে চাস তো মনটা শুদ্ধ কর্!

সুচি। প্রণাম ঠাকুর, অপরাধ ক্ষমা করুন, আপনি ত পাগল নন,—সত্য ক'রে বলুন দেখি আপনি কে?

হরি। এই নাও, এতক্ষণের পর সুবুদ্ধি জাগল মাথায়? সংশয়! জানোয়ার ঠাউরে বস্‌লি বুঝি? এঁ্যা—

সুচি। কেন আর অপরাধী করেন ঠাকুর। নির্ব্বোধ আমি

বুঝ্‌তে পারি নি, তাই পাগল ব'লে অবহেলা ক'রেছি, মার্জ্জনা করুন, দয়া ক'রে পরিচয় দেন, আপনি কে ?

হরি। স্যাথ্ দিদি, অমন গম্ভীর হ'য়ে সওয়াল কর্‌তে যদি সুরু দিস্,—তাহলে জবাব দিতে আমার মন একদম দমে যাবে। ও সব হুজ্জুৎ বাধাস্ নে! আমি কে—কে আবার? পাগ্‌লা ভাই তোর, ব্যস্ আর কি পরিচয় থাক্‌বে রে ?

সুচি। সে আপনার অনুগ্রহ, করুণা! কিন্তু আমি বুঝেছি, আপনি মহাজ্ঞানী, মহাপ্রাণ ব্যক্তি -আপনার পায়ের ধূলায় ব'সে শিক্ষা গ্রহণ কর্‌তে আমার ইচ্ছা হয়!

হরি। ইচ্ছা হয়? দিদি আমার রে! তোকে মাথায় তুলে নিতে আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে!—শিখ্‌তে চাস্? শেখ্ না, কত শিখ্‌বি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী শিক্ষার ক্ষেত্র প'ড়ে আছে, শত লক্ষ কোটী শিক্ষা চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে,—মনটা তৈরী কর্, মনটা তৈরী কর্! প্রাণ দিয়ে শিক্ষাকে বরণ করে নে! শেখার কি শেষ আছে,—ও রে চিরদিন আমি এম্নি ছিলাম না, একদিন তোরই মত আমার দশা ছিল,—তার পর কুশিক্ষার কাছে বেত খেয়ে খেয়ে, শিক্ষার জন্য মন চাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌ল,— শিখ্‌তে শিখ্‌তে শেখার আনন্দে মনের বাঁধন ছিঁড়ে, মন পাগল হ'য়ে গেল!—বাসনার তৃষ্ণা আকণ্ঠভরা ছিল, কিছুতেই তা মেটাতে পারি নি, তাই বাঁসনার বুকে ছুরি হেনে, তার রক্ত পান ক'রে, সে ভীষণ তৃষ্ণার তর্পণ শেষ কর্‌লুম! বিরাট

মুক্তির মাঝে অগাধ আনন্দে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লুম, ব্যস্‌ আর আমায় পায় কে? পাগল আমি!—আজ আনন্দ-পাগল তৃপ্তি-সন্তোষ পাগল, উন্মাদ আমি,—হাঃ!

(গান)

বাসনার বিষ নিঙাড়ি নিঙাড়ি, সুধার পাত্র ভ'রেছি আজ,
হৃদয় অর্ঘ্য যতনে সাজায়ে চরণে দিতেছি হৃদয়রাজ।
জীবনে,—সঁপেছি তাই দুহাতে তুলিয়ে, তোমারে দিয়েছি পরাণ খুলিয়ে
প্রীতির পুলকে আপনা ভুলিয়ে, মোহপিপাসায় হেনেছি বাজ।
কত—বুক-ভাঙ্গা ব্যথা গেছে বুক বয়ে বিরলে কেঁদেছি লুকায়ে মুখ,
হা—হা,—হতাশার শ্বাসে আকাশ ভ'রেছে, বাতাসের বুকে বেজেছে দুখ
গভীর নিশীথ চমকি উঠেছে, গগনের তারা কাতরে কেঁদেছে
ভেদি নীরবতা, মহা ব্যাকুলতা, ছুটেছে পরিয়া পাগল-সাজ!
ওগো—না না, কাজ নাই, সেদিনের কথা, অতীতে যেদিন গিয়াছে চ'লে
আজ—জাগাব না সেই অভিশাপ-ব্যথা, মৃত স্মৃতি শোক আলোড়ি দলে।
আজ, যন্ত্রণাজয়ী সান্ত্বনা তব, পরাণে পরশ দেছে অভিনব,
আজ কিছু নাই, আছ আছি তাই, চুকে গেছে আর সকল কাজ।

(মহামায়া সহ প্রস্থান।

সুচি। কি বলে গেল ও পাগল! একদিন ওর মনের দশা আমারই মত ছিল? একদিন ওর প্রাণ আমারই প্রাণের মত, বেদনার আর্ত্তনাদে ভরা ছিল!—তারপর শিক্ষার বলে, সাধনার বলে, মনের বলে, সকল যন্ত্রণা এড়িয়ে—পরম

সান্ত্বনার সন্ধান পেয়েছে! সকল বন্ধন এড়িয়ে অগাধ মুক্তির মাঝে নির্ভয় আনন্দে, আত্মসমর্পণ ক'রে,—ঐ পাগল, আজ মহাপ্রেমে উন্মাদ বিভোর! আশ্চর্য্য কাহিনী, অপূর্ব্ব আনন্দবহ সংবাদ! মানুষ ও,—মানুষ ত আমিও! তবে কেন আমি বন্ধনের মাঝে নিজেকে পঙ্গু জড় ক'রে রাখি? কেন আমি—কেন আমি—না না, কিসের ভয়, কিসের দৈন্য? মানুষ আমি, অনন্তের অংশে আমার আত্মা সৃষ্ট! তবে কিসের শক্তি-দৌর্ব্বল্য,—কিসের হীনতা-কলঙ্ক আমার! মনের বলে মুক্তি, মনের দৌব্বল্যে, বন্ধন!—ওরে প্রাণ,—সমস্ত সুপ্তশক্তির উদ্বোধন আকাঙ্খায় জাগ্রত হ'—জাগ্রত হ'! সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর, শক্তি দাও, শক্তি দাও,—তোমার চরণে আত্মদানের জন্য আত্মায় শক্তি সঞ্চার কর!

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কন্যান্তঃপুরের উদ্যান।

(বিশাখা ও জানকী)

বিশাখা। বুঝ্‌লে জানকি, সুচিত্রার পত্রের সংবদে তো এই!

[জা]নকী। মহামায়া মাসীমার অনেকটা সংবাদ পাওয়া গেল, আপনি

বলেন, আমি ফের তাঁর সন্ধানে বেরুতে রাজি আছি, কিন্তু কুমারি,—সব নিষ্ফল। মহামায়া মাসীমা আস্‌বেন না।

বিশা। তাই তো দেখ্‌ছি ; কিন্তু তাঁর সংবাদগুলা সব ভাল ক'রে শোন্‌বার জন্য আমার মনটা ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌ছে। জানকি, তুমি যাও, সখি সুচিত্রাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস, তার মুখে সব শুন্‌তে পেলে তবে আমি তৃপ্ত হব। সুচিত্রাকে আমার মিনতি জানিয়ে বোলো, একবার যেন সে দয়া ক'রে আসে!

জান। তিনি অসুস্থ আছেন লিখেছেন যে—ভাল থাক্‌লে নিজেই আস্‌তেন ; এর ওপর বিরক্ত করতে যাওয়া কি উচিত হবে?

বিশা। বোধ হয় না, আচ্ছা থাক জানকি, কাজ নি গিয়ে। সুস্থ হ'লে সুচিত্রা নিজেই আস্‌বে। তার প্রতীক্ষায় চুপ ক'রে থাকাই ভাল।

(সখীগণ সহ বাণীর প্রবেশ)

বাণী। দিদির সেবার যাওয়া হোল না কি না, তাই আমাদের সঙ্গে আড়ি ক'রে জানকীর দলে মিশ্‌লে! আমরা বুঝি এক ঘরে হ'য়ে থাক্‌ব?

জান। জানকীর দল? দলের মধ্যে তো জানকী একলা!

বাণী। আর সুচিত্রা দিদির চিঠিখানা,—যেটা নিয়ে দুজনে লুকিয়ে লুকিয়ে পরামর্শ হ'চ্ছে,—আমি মাকে সব ব'লে দিয়েছি!—

বিশা। সত্যি, সত্যি বলেছিস্‌ পিসিমাকে? কোথাকার বোকা এ চিঠির কথা আবার কি বল্‌তে গেলি?

।। বল্লুম 'মা, সুচিত্রা দিদি মহামায়া মাসীমার কথা কি লিখেছে, সেই চিঠি প'ড়ে দিদি জানকীকে নিয়ে বাগানে ছুটে পালাল—'

মশা। দেখ্‌লে জানকি, দেখ্‌লে—কি দুষ্টু বুদ্ধি দেখ্‌লে !

জান। কিছু ভাব্‌বেন না, ছেলেমানুষের কথা, আমি মহারাণী-মাকে বুঝিয়ে ঠিক করে নিচ্ছি—

(প্রস্থান)

বাণী। দ্যাখো ভাই দিদি, একটা পরামর্শ শোন। এবারকার হোলির দিনে আমরা এই বাগানটায় খেলা কর্‌ব, জানকীটাকে আচ্ছা ক'বে রং মাখিয়ে ভূত সাজিয়ে মজা করতে হবে, সে দিন কিন্তু ভাই তুমি জানকীর দলে মিশো না। সে আমি আগে থেকে বারণ ক'রে রাখ্‌ছি,—

বিশা। আচ্ছা হোলির দিনের পরামর্শ হোলির দিন হবে। আজকের দিনে—থাক।

প্র-স। তরুণ বসন্তের নবীন হাওয়ায়, কুমারীর মন সকল কাজেই উদাস দেখ্‌ছি,—ব্যাপারটা কি ?

(সহসা বিজয়ের প্রবেশ)

বিজয়। বাহবা, বাঃ, সুন্দর তো !

মশা। এ কি, অকস্মাৎ !

বাণী। তাই বটে বিজু-দা, তোমার কেমনতর বুদ্ধি বল দেখি, বিনা সংবাদে হঠাৎ এখানে এলে ?

বিজ। তাতে হ'য়েছে কি? এলুমই বা!—(বিশাখার প্রতি) দেন তো দেন তো,—চিঠিখানা দেন তো একবার দেখি—

বিশা। কি চিঠি, কার চিঠি?—

বিজ। ঐ যে, ঐ যে, আপনার হাতে র'য়েছে, ঐ যে!—সুচিত্রার চিঠিখানা—দেখি দেখি কি লিখেছে—

বিশা। ক্ষমা করুন, তিনি আমায় লিখেছেন, এ তো অন্যকে দেখাতে পারি নে।

বিজ। আল্‌বৎ পা'র্‌বে! দেখি সে আমার কথা কি লিখেছে—দেখি দেখি,—দেখান্ ব'ল্‌ছি—(পত্র কাড়িবার চেষ্টা)।

বিশা। এ কি অন্যায়! আমায় লিখেছেন তিনি, কেন আপনাকে এ পত্র দেখাব—আমি দেখাব না।

বিজ। আমার কথা কি লিখেছে সে দেখি—দেখি বল্‌ছি, ভাল চান তো দেখান বল্‌ছি—

বিশা। ভাল চাইনে, পত্র দেখাব না, আপনার কথা কিছু নাই এতে! সরে দাঁড়ান্—সরুন্ বল্‌ছি—

বিজ। ওঃ ভারি ত তেজ মেয়েমানুষের! জান তুমি, আমি কে? আমি আলবৎ চিঠি কেড়ে নেব!

(বলপূর্ব্বক পত্রাংশ ধরিল)

সখীগণ। হাঁ, হাঁ, করেন কি? করেন কি? এ কি অন্যায়, ছাড়ুন, ছাড়ুন,—কিল্লাদার-মশাই ছেড়ে দিন!

(নিষ্কাশিত অসিহস্তে লম্ফ দিয়া কুমারসিংহ প্রবেশ করিল ও বিজয়ের হাত ধরিল।)

কুমার। বর্ব্বর, বানর! বীরত্ব প্রকাশের স্থান আর কোথাও পেলে না, অন্তঃপুরে বালিকাদের শান্তিভঙ্গ করতে এসেছ! ছাড় পত্র,—ছাড়—

বিজয়। উঃ, কি বজ্জর মুষ্টি, কব্জি গুঁড়িয়ে গেল বাবা,—ছাড় কুমার, লাগে—

কুমার। পত্র ছেড়ে দাও বিজয় সিং, (অসি স্কন্ধে রাখিয়া) বুঝেছ, আর এক মুহূর্ত্ত সময়,—নচেৎ তোমার দুর্ব্ব্যবহারের দণ্ড—মৃত্যু—!

বিজয়। ও বাবা, (পত্র ছাড়িল, কুমার অসি নামাইল) তোমার অত্যন্ত স্পর্দ্ধা কুমার সিংহ,—কোন্ সাহসে এখানে এলে? ওৎ পেতে ব'সেছিলে বুঝি—আড়াল থেকে দেখা হ'চ্ছিল?

কুমার। তোমার মত এত ক্ষুদ্রান্তঃকরণ আমি নই। দেউড়ীর প্রস্তর-চত্বরে অস্ত্র শাণিত করছিলুম, বালিকাদের আর্ত্তনাদে এসেছি—তুমি চল এখান থেকে—

বিজয়। হঃ, ধনুর্দ্ধর! ওঁর চোখরাঙাণিতে ম'রে যাব। আমি যাব না,—আমার চিঠি নিয়ে যাব, দেন চিঠি—

বিশা। দেব না, এ আমার পত্র।

কুমার। বিজয় সিং, রাজভৃত্য তুমি, তোমার পদমর্য্যাদার সম্মান

রেখে বল্‌ছি,—ভাল চাও তো, এই মুহূর্ত্তে উদ্যানের বহির্ভাগে চল—

বিজ। ও কার পত্র জান? সুচিত্রার! তোমার সেই সুচিত্রা রাণীর! আমার কুচ্ছ ক'রে তিনি ওঁকে পত্র লিখেছেন,—হ্যাঁ কি না জিজ্ঞাসা কর ওঁকে, ওতে মহামায়ার নাম আছে!

কুমার। নির্লজ্জ, বর্ব্বর! এই মুহূর্ত্তে স্থান ত্যাগ কর।

বিজ। ইঃ, ওঁর হুকুমে!—

(রাও ভোজ ও জানকীর প্রবেশ।)

রাও। এবং আমার আদেশে! বিশ্বাসঘাতক কুক্কুর! তোমায় প্রশ্রয়দান করাই আমাদের মূর্খতা হ'য়েছে! প্রভু-অন্নের সম্মান খুব ভাল ক'রেই রাখ্‌লে! যাও, দূর হও,—আজ থেকে রাজান্তঃপুরের দ্বার তোমার কাছে চিররুদ্ধ।

বিজ। যুবরাজ, আমি আপনার ধাত্রী-নন্দন,—

রাও। সহোদর ভ্রাতা হ'লেও তোমার মার্জ্জনা নাই! বর্ব্বর গর্দ্দভ, তোমার এত স্পর্দ্ধা, আমার ভগিনীর সম্মানে তুমি হস্তক্ষেপ কর?

বিজ। এঁ, এঁ—যুবরাজ মাফ করুন, আপনারা বুঝ্‌তে ভুল কর্‌ছেন, আমি কিছুই করিনি, শুধু পরিহাসচ্ছলে পত্রখানা কেড়ে নিতে গেছ্‌লুম—

জান। পরিহাস! খাসা পরিহাস!—কিন্তু আপনি মনে রাখ্‌তে

ভুল করেছেন কেল্লাদার মশাই, ও সব পরিহাস, ইতর সমাজেই দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল— আমাদের বড় অসহ্য ঠেকে !

রাও। রাজ-অন্তঃপুর ত দূরের কথা, কোন ভদ্র-অন্তঃপুরেও তুমি প্রবেশের যোগ্য নও। কিল্লাদার কুমার সিংহ, এই গর্দ্দভটার কাণ ধ'রে বহিষ্কৃত ক'রে দাও—

কুমা। অভিবাদন গ্রহণ করুন যুবরাজ ; এস বিজয় সিং।

(হাত ধরিয়া প্রস্থান।)

রাও। বিশু, তোমার কোথাও আঘাত লাগে নি, দিদি ?—

বিশা। আজ্ঞে না।

রাও। কিছু ক্ষুণ্ণ হোয়ো না। বিজয়টা অপদার্থ, পশুমাত্র— তোমরা স্বচ্ছন্দে খেলা কর। আর কেউ তোমাদের বিরক্ত করতে আস্‌বে না। জানকী দেবি, বড় বুদ্ধিমতী তুমি, তোমার সতর্কতায় আমি খুব সন্তুষ্ট হ'য়েছি।

(প্রস্থান।)

বিশা। তুমিই বুঝি দাদাকে ডেকে আন্‌লে ?

জান। না হ'লে বিজয়ের শ্রাদ্ধটা সুচারুরূপে সম্পন্ন হোতো না যে কুমারি। কিল্লাদার মশাই একে ছেলেমানুষ, তায় একলা,—ওকে জব্দ করতে কষ্ট পেতেম ! সুচিত্রা দিদির পত্রে মহামায়া মাসীমার নাম আছে শুনেই, বিজয় হন্তেমুখো হ'য়ে ছুটে এসেছে,—পাপীর মন কি না ? আবার বলে 'পরিহাস !'—কি বল্‌ব দাদা দাঁড়িয়ে ছিলেন, নইলে আমি

ওকে ঠিক বুঝিয়ে দিতুম,—মুড়ো খ্যাংরা'ই এ পরিহাসের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর!

বিশা। যথেষ্ট হয়েছে। এস।

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

চম্বল নদী-তীর।

(আজিমুদ্দীন ও মহারাজ মানসিংহের প্রবেশ।)

মান। কই হে আজিমুদ্দীন খাঁ, তোমার সে লোক কোথা?

আজী। আজ্ঞে, এখনও বোধ হয় সে এসে পৌঁছুতে পারে নি, দাঁড়ান—একটা ডাক দি—ও—হংসি অজবি—

মান। ও আবার কি অদ্ভুৎ নাম?

আজী। আজ্ঞে তার নাম বিজয় সিংহ কি না, তাই উল্টে ডাক্‌ছি—

মান। বিজয় সিংহ?

আজী। জী, হাঁ, খোদ সিংহ সে।

মান। শৃগালের অধম! বিশ্বাসঘাতক, প্রভুদ্রোহী! আমি বাদশাহের নিমক্ খাই, নিমকের মর্য্যাদা রেখে, প্রাণপণে কর্ত্তব্য-পালন ক'রে যাব, অনধিকার চর্চ্চা আমার নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু না ব'লে থাক্‌তে পারি না,—যে সমাজে, যে জাতির মধ্যেই

হৌক্—যেখানেই, এই গৃহচ্ছিদ্র-ভেদকারী, জাতীয় স্বাধীনতা-বিদ্রোহী—কৃতঘ্ন পশুগুলার মুখ দেখ্‌তে পাই, সেইখানেই, ঘৃণাভরে পাদুকাঘাত ক'র্‌তে আমার ইচ্ছা হয়; যাক্ সে কথা, আজিমুদ্দীন খাঁ।

আজী। জনাব।

মান। সেই কি সহকারী দুর্গাধ্যক্ষ?

আজী। জী, হাঁ,—সেই ছোট-কিল্লাদার।

মান। তাই ত, কত দেরি? তোমাদের কথার ওপর নির্ভর ক'রে অনেকক্ষণ ত কাটালুম,—ত্থাখো, তার কোন কু-মতলব নাই ত?

আজী। আজ্ঞে, সে কি কথা জনাবালি,—সে তেমন বেইমান নয়!

মান। তার ইমান্-দাবির চূড়ান্ত প্রমাণ ত হাতে হাতেই পাচ্ছি সাহেব, অন্নদাতার সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে সে পা বাড়িয়েছে, তোমার মত বন্ধুর গলায় ছুরি বসাতে হাত বাড়ান, তার পক্ষে অসম্ভব নয়।

আজী। জী, জনাব, রাগ ক'র্‌বেন না, মোদ্দা একটু সাম্‌লে কথা কইবেন। আপনার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে, মাঝে মাঝে আমারই মাথা বিগ্‌ড়ে যাচ্ছে,—তা সে তো গোঁয়ার গুণ্ডার জাত রাজপুত! হঠাৎ খেপে উঠে, কি ক'র্‌তে কি ক'রে বস্‌বে, বলা যায় না মহারাজ, আপনি একটুখানি—ওর নাম

কি,—একটুখানি, ঐ সব ফাঁসুড়ে-খেয়ালগুলো মনে মনে চেপে রাখ্‌বেন। নইলে কি জানি, আল্লা পেয়ে, ফস্‌ ক'রে তার মাথায় যদি ও-গুলো সেঁধিয়ে পড়ে, তা হ'লে মুস্কিল বাধ্‌বে হয় ত মহারাজ।

মান। সে আমি জানি সাহেব। (স্বগতঃ) ক্রূর কালসর্প, তোমাকেও বেশ চিনেছি, তবু চেপে যাচ্ছি,—দাঁড়াও, আগে প্রভুর কার্য্য উদ্ধার করি, তারপর তোমাদের দেখে নেব। রিস্থম্বরের অধিবাসী হ'য়ে তুমি, রিস্থম্বরেব সর্ব্বনাশ ক'র্‌বার জন্ত আজ আমাদের দলে যোগ দিয়েছ—আমি ঠিক্‌ বুঝেছি, স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা থাক্‌লে, আবার আমাদের সর্ব্বনাশ ক'র্‌-বার জন্ত তুমি অন্যদলে যোগ দিতে কুণ্ঠিত হবে না। তোমায় আমি তিলার্দ্ধও বিশ্বাস করি না।

(নেপথ্যে। নন্দিমুজীয়া হো—)

আজী। হাঁ—হাঁ—অজবিয়া হো—

(বিজয়ের প্রবেশ।)

হাঁ, হাঁ, এই যে, এখানে আমরা, আদাব—

বিজ। নমস্কার। ইনি কে?

মান। আপনি কে?

বিজ। পরিচয় নিষ্প্রোজন, জহুরী জহর চেনে—

মান। তবে আপনি সহকারী দুর্গাধ্যক্ষ বিজয় সিংহ।

বিজ। আপনি তবে নিশ্চয় মোগল-সেনাপতি মহারাজ মানসিংহ, নমস্কার।

মান। নমস্কার। কাজের কথা আরম্ভ করুন, আমার সময় সংক্ষেপ।

বিজ। আপনি বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, আপনিই বলুন।

মান। ক্রেতা আগে মূল্য নিরূপণ করে না।

বিজ। ক্রেতা কোন্ সম্পত্তি ক্রয়েব অভিলাষী?

মান। বিনা রক্তপাতে, অথবা যথাসম্ভব অল্প রক্তপাতে—রিস্থম্বর-দুর্গ করায়ত্ত ক'র্‌তে চাই। অনর্থক সৈন্যক্ষয়ে আর আমাদের ইচ্ছা নাই।

বিজ। উত্তম, আমি প্রতিশ্রুত হ'লুম, বিনা রক্তপাতে রিস্থম্বর-দুর্গ আপনাদের করায়ত্ত হবে।

মান। আপনার পুরস্কার?

বিজ। মহারাণী-দেবীর ভ্রাতুষ্পুত্রীর পাণি, এবং পঞ্চাশ সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা।

মান। মহারাণী-দেবীর ভ্রাতুষ্পুত্রীর পরিবর্ত্তে অন্য পুরস্কার প্রার্থনা করুন।

বিজ। কেন মহারাজ?

মান। আমি রাজপুত,—ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কাজ আমার দ্বারা সম্ভবপর নয়। আমি ঠিক জানি না, কিন্তু সম্ভবতঃ কোন গুরুতর প্রতিবন্ধকতাবশতঃই, আপনি এখন মহারাণীর ভ্রাতুষ্পুত্রী-লাভে অসমর্থ,—এবং তার জন্য যখন আপনি আমাদের

সহায়তা-গ্রহণে এসেছেন, তখন নিশ্চিত বিশ্বাস করি,—সে প্রতিবন্ধক সহজ বা ধৰ্ম্ম-সঙ্গত নয়।

বিজ। ধৰ্ম্ম-সঙ্গত? হাঁ!—মহারাজ, মাৰ্জ্জনা ক'র্‌বেন, একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি,—মুসলমান সম্রাট্-করে ভগিনী-সম্প্রদান, সেটা কোন্ ধৰ্ম্মসঙ্গত বিধি? আপনি হিন্দু কোন্‌খানে?

মান। হিন্দু-সমাজের সামাজিকতায় নয়,—কিন্তু ধৰ্ম্মে আমি হিন্দু! সমাজের বিচারে আজ আমরা সমাজচ্যুত!—কিন্তু ধৰ্ম্মচ্যুত হওয়া না হওয়া,—সে আমার আন্তরিক প্রবৃত্তি ও নিষ্ঠা-সাপেক্ষ। আমি হিন্দু, আমার ধৰ্ম্মের নিকট!

বিজ। যবন-দাসত্বে আত্ম-বিক্রয় করেও?—

মান। হাঁ, শতবার!—যবন-সম্রাটের কল্যাণ-কামনায় এ বাহু যখন একবার উৎসর্গ ক'রেছি—তখন হিন্দু হ'য়ে, হিন্দুত্ব-গৌরবের অবমাননা করে, দত্তাপহারী বিশ্বাসঘাতক যে আর হ'তে পার্‌ব না, তা নিশ্চয়!—রাজপুত-সমাজের সমাজ-ধৰ্ম্ম-পালনকারী—সম্মানিত সামাজিক আপনি,—আপনি আজ সমাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে, সমাজ-তাড়িত মানসিংহকে গৰ্ব্বভরে উপহাস ক'র্‌তে পারেন, কিন্তু স্থির জান্‌বেন,—সমাজের নিকট নতশির হ'লেও—ধৰ্ম্মের নিকট মানসিংহের মস্তক উচ্চ আছে!—ধৰ্ম্মের নিকট মানসিংহ কপটাচারী নয়, কৃতঘ্ন নয়, অন্নদাতার সৰ্ব্বনাশকারী নৃশংস শৃগাল নয়! অন্তর্য্যামীর নিকট মানসিংহের অন্তর—বিশ্বস্ত আছে।

বিজ। (স্বগতঃ) ও বাবা, এ কি ভয়ানক ঝাঁজভরা ঝঙ্কার রে!—বুকটা ধড়্ ধড়্ ক'চ্ছে যে!—(প্রকাশ্যে) আজ্ঞে হঁ্যা, তা কি আর বল্‌তে, সেই জন্ত অতি বড় শক্রও আপনার প্রশংসা করে। সেই জন্তই তো অনেক আশা ক'রে আপনার শরণাগত হ'য়েছি মহারাজ—আপনার গুণগ্রাহিতা, বদান্ততা—

মান। বাজে কথা যেতে দিন, মহারাণীর ভ্রাতুষ্পুত্রী—তিনি কুমারী?

বিজ। আজ্ঞে হঁ্যা। আর প্রতিবন্ধকটা,—সে কিছুই না, কিছুই না মহারাজ, সামান্তই, নামমাত্র! মহারাণীর ভাইঝি তিনি, উঁচু বংশে জন্মেছেন, আর আমি রাজকুমারের ধাত্রী পুত্র—কাজেই, বুঝ্‌ছেন কি না, আমায় তিনি—তেমন বেশ পরিষ্কার একটু উঁচু-নজরে দেখেন না—এই মাত্র মহারাজ!

মান। (স্বগতঃ) নির্ব্বোধ! মানসিংহ বেশ পরিষ্কারই বুঝ্‌লে! থাক্, ধূর্ত্ত শৃগালের চাতুরী এখন বুঝেও বুঝ্‌ব না, আগে—কার্য্যোদ্ধার হোক্। (প্রকাশ্যে) স্ত্রীলোক-ঘটিত সংবাদ পরে শোনা যাবে, এখন সময় অল্প। একটা কথা বল্‌তে পারেন, আপনার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী, প্রধান দুর্গাধ্যক্ষকে হস্তগত করা যায় না?

বিজ। রামঃ! সে ভয়ঙ্কর কড়া-মেজাজের লোক! তাকে হাতে আনা অসম্ভব!

মান। কোন উৎকৃষ্ট প্রলোভনে?—লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা—

বিজ। কোটী দিলেও না মহারাজ! তার ভয়ানক দেমাক্!—

তাকে হাতে আন্‌তে হ'লে বাদশাকে সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হবে।
ও-কথা মুখে আন্‌বেন না।

আজী। জাঁহাপনা, কি ব'ল্‌ব তার কথা আপনাকে। সেটা পাহাড়ে বজ্জাত; ধড়িবাজের ধাড়ি শয়তানের সাক্ষাৎ দৌত্ত্র সন্তান, খোদ শাবস্তহারের বাচ্চা সে!—পাকা ওস্তাদের সাক্‌রেদ্ কি না, তার হাড়ে হাড়ে ভেল্কী লাগে।

মান। সে জানি সাহেব, সে ব্যক্তি তোমায় ভেল্কী লাগিয়ে, দিশেহারা ক'রেছিল ব'লেই তুমি মেহেরবাণী ক'রে এসে মোগলের দলে, আজ মিশেছ।—যুদ্ধস্থলে তার বিক্রম দেখে স্বয়ং বাদ্‌শাহও মুগ্ধ স্তম্ভিত হয়েছেন, সেই জন্যই তাকে হস্তগত ক'র্‌তে আমাদের একান্ত আগ্রহ।—সে রকম সুকৌশলী, অসীম সাহসী যোদ্ধা যদি দশজন পাই, তা'হলে সমস্ত ভারতবর্ষ আমি অবহেলায় জয় কর্‌তে পারি।—আর তোমার ভাই পিয়ারী-সাহেব, সে একটি সাচ্চা হীরের টুক্‌রা—তার ওপরও আমার বিশেষ লোভ আছে। আজ আসি মহাশয়, নমস্কার, আগামী কাল ঠিক্ এম্নি সময় এইখানে ফের দেখা হবে। বাদ্‌শাহের অনুমতি নিয়ে, আপনাকে পাকা কথা জানাব।

(প্রস্থান)।

বিজ। ওহে আজিমুদ্দীন সাহেব,—এই রাজা মানসিং ব্যাটাকে যতটা সহজ পাত্তর ঠাউরেছিলুম, এ দেখ্‌ছি আসলে তা নয়।

আজী। আরে তোবা তোবা,—ও শালার বুদ্ধি শয়তানকেও ঝক্-

মানায়। এই ক'দিনেই আমায় এই-সা, দিক্ ধরিয়ে দিয়েছে, হায়রাণ হ'য়ে গেছি দোস্ত—

বিজ। কেন হে?

আজী। আরে, কোন একটা উঁচুদরের বড় কথা ক'য়ে খাতির জমাবার ফুরসুৎ নেই, অম্নি শালা অবিশ্বাস ক'রে বস্‌বে, উপরি উপরি সওয়াল ক'রে নাস্তানাবুদ বানিয়ে দেবে!—শেষে বোকা বনে যাই।

বিজ। বল কি হে, ব্যাটা আচ্ছা তুঁদে লোক ত। আচ্ছা বাদ্‌শাকে, মানসিংহ মুঠোয় পুরেছে, কি বল?

আজী। খুব, খুব, বাদশার ত অগুন্তি শালা সম্বন্ধী আছে, কিন্তু এই সম্বন্ধীকে যত পেয়ারকরে, এত আর কাউকে নয়, আমার ত দেখ কলিজা চড়্ চড়্ করে।

বিজ। বরাৎ, বরাৎ, নসীব, অদেষ্ট, কপাল, দাদা!—নইলে, হিন্দুরাজা হ'য়ে, মুসলমান বাদ্‌শার অত নেক্‌নজরে ঠেকে,—আচ্ছা, বাদ্‌শা কি খুব বিলাসী—

আজী। শোভান্ উল্লা! সখের নামগন্ধটি নেই হে!—আমার মালুম ছিল, বাদ্‌শাই কাজ বড় সখের কাজ, হর্‌দম গজল খেম্‌টা আর সিরাজীর পীপেয় ডুব মেরে ব'সে থাক্‌লেই, বাদ্‌শাদের দিন কাটে!—ও বাবা, এ বাদ্‌শার আসল চেহারা-মূর্ত্তি দেখে আমার আক্কেল বদ্‌লাল! পাহাড়ে গোখ্‌রো হে! হাড়-ভাঙ্গা খাটুনী খাটে!—এই নমাজ পড়্‌ছে, তো

এই কুস্তি লড়্ছে, তো এই তরোয়াল ভাঁজছে, তো এই ঘোড়া হাঁকাচ্ছে, তো এই লোহার কারখানায় অস্ত্র গড়াচ্ছে—তো এই দপ্তরখানায় ব'সে নথী-পত্তর ওল্টাচ্চে, তো এই দেওয়ান খাসে দরবার ক'রে বস্‌ছে, তো এই শিকার খেল্‌তে ছুট্‌চে' হাঁপ ছাড়্‌বার ফুর্‌সুৎ নাই হে।

বিজ। বল কি হে?—তা হ'লে বল, ওরকম সব বাদ্‌শার তাঁবেদারদের হাসি তামাসা স্ফূর্ত্তির জো'টি নাই?

আজী। ঐ,—ওরই মাঝে হাসি-মস্করা একটু একটু চল্‌ছে, তা সে দাওয়াইয়ের দাগ মেপে! এতটু'খানি বেশী হবার হুকুম নাই—তা হলেই মুস্কিল! এত আদব-কায়দা আমার ধাতে বরদাস্ত হয় না—স্ফূর্ত্তির অভাবে জান জখম হ'য়ে গেছে দাদা।

বিজ। কি ক'র্‌বে দাদা, মনের দুঃখ মনেই যায়, উপায় তো নাই। অদিন পড়েছে এখন আমাদের—চুপ ক'রে সওয়াই ভাল।

আজী। বাহাদুরটা থাক্‌লেও, যা'হোক্‌ আশা ভরসা ছিল, তা তোমার মহামায়া বিবি তাকেও খুন ক'রে বস্‌ল! কি বেয়াদবি বাবা,—যাক্‌, এখন আমার সেই আহাম্মুখ, উজবুক, বেইমান ভাইটার খবর কি বল দেখি? তাকে ঘাল্‌ ক'র্‌বার ক'র্‌লে কি?

বিজ। আর তাকে ঘাল্‌!—নিজেই ঘাল্‌ হ'তে ব'সেছি,—দেখো, খবর্দ্দার এখন মহারাজ মানসিংহকে বোলো না,—আমার চাকরী বোধ হয় ফের গেল!

আজী। আঁক্! চাকরী গেল? সে কি, জি?—

বিজ। চুপ্ চুপ্, চেঁচিও না,—এখনো রাজার পরওয়ানা পাইনি,—কিন্তু রাও ভোজ আর কুমার সিং, আমার সর্ব্বনাশের জো ক'রেছে, চল ঐখানে ঐ পাথরটার উপর বসি গে, তোমায় বল্‌বার অনেক কথা আছে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

শাবস্তহারের ভবন।

(কুমার সিংহ।)

কুমার। অপর্য্যাপ্ত সম্মান সম্পদের পীড়নে সমস্ত প্রাণ অশান্ত বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছে! এ কি শাস্তি লাঞ্ছনা, ভগবান!—সমস্ত চেষ্টা শক্তিকে প্রতিহত ক'র্‌বার জন্য চারিদিক থেকে বিপ্লবের ধাক্কা এসে, আঘাত দিচ্ছে,—সমস্ত মন উগ্র-বিক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছে, কিছুই ভাল লাগছে না, সংসারের প্রত্যেক কোলাহল শব্দটুকু—কর্কশ বজ্র নিনাদের মত তীব্র বিরক্তিকর মনে হ'চ্ছে! আর এ দিকে কি চমৎকার অদৃষ্ট দুর্ভোগ!—অন্তর্বিপ্লবের তাড়নায় অধীর উন্মাদ আমি,—আমার হাতে রাজ্যের বহির্বিপ্লব নিরোধের দায়িত্ব! কর্ত্তব্যপালনে এতটুকু অসতর্ক

হ'লে, শুধু নিজের নয়—বহুর সর্ব্বনাশ! কিন্তু, কিন্তু—আর যে পারি নে, পুরুষ হ'য়ে জন্মেছি আমি, ক্রন্দনে আমার অধিকার নাই, তা'হলেই ছিদ্রান্বেষী বিশ্ব-সমাজ, বিদ্রূপ-কটাক্ষে আমার পানে চেয়ে হাস্‌বে। কিন্তু অন্তর্য্যামী, চেয়ে দেখ—কি নিদারুণ বন্ধন-পীড়নে আমার সমস্ত প্রাণ, বেদনা-কাতর!

(শাবস্তুহার ও যজ্ঞেশ্বরের প্রবেশ।)

শাবস্ত। তা হ'লে বিজয় সিং কাল রাত্রে উত্তর-তোরণে অনুপস্থিত ছিল, সে কথা স্থির সত্য, কুমার?

কুমার। আজ্ঞে হ্যাঁ,—আমি নিজে গিয়ে তার দেখা পাই নি।

শাবস্ত। অনুপস্থিতির কারণ সম্বন্ধেও সে কোন সন্তোষজনক প্রমাণ দেখাতে পারে নি?

কুমার। আজ্ঞে না—

শাবস্ত। এত বড় কর্ত্তব্য-অবহেলাকারী অপদার্থকে, এই মুহূর্ত্তে ঘাড় ধ'রে বিতাড়িত করাই যোগ্য ব্যবস্থা। আমি এখন রাজপ্রাসাদে চল্লুম—সামরিক মন্ত্রণা-সভায় বিজয় সিংহের বিচার হবে। যজ্ঞেশ্বর, যাও তুমি তাকে সঙ্গে ক'রে আন,—আস্‌তে অনিচ্ছুক হয়, বন্দী ক'রে আনতে কুণ্ঠিত হোয়ো না।

যজ্ঞে। যে আজ্ঞা; আজিমুদ্দীন খাঁ পালিয়ে গিয়ে মোগলদের শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে—আমাদের গুপ্ত সন্ধান অনেক ভেদ ক'রে দিচ্ছে; তাঁকে পাকড়াও ক'রে আন্‌বার জন্যে এক অনুমতি পত্রে সই ক'রে দেন, আমি চেষ্টা দেখি—

শাবন্ত। তেমন বিশ্বাসী, কার্য্যদক্ষলোক কেউ আছে?—

যজ্ঞে। আজ্ঞে সীতানাথ সিং আছে। সে ছদ্মবেশে গিয়ে কোন কৌশলে তাকে বন্দী ক'রে আন্‌তে প্রস্তুত আছে, শুধু অনুমতির অপেক্ষা।

শাবন্ত। সীতানাথ? নবীন হাবিল্‌দার? খুব কার্য্যকুশলী বুদ্ধিমান লোক সে?—যদি আজিমুদ্দান খাঁকে ধ'রে আন্‌তে পারে, তার পদোন্নতি অবশ্যম্ভাবী, বলে দিও।

যজ্ঞে। যে আজ্ঞা।

শাবন্ত। তাঁর ভাই, পিয়ারা সাহেবকেও সংবাদটা পূর্ব্বাহ্ণে জানান উচিত; কুমার, তুমি তাঁর কাছে যাও,—আমাদের সম্মান জানিয়ে বোলো, সামরিক মন্ত্রণা-সভার অধিবেশন,—তাঁর উপস্থিতি প্রার্থনা কার।

যজ্ঞে। দাদা আর ছুটো ছুটি কর্‌বে কত? আমিই যাবার সময় ঐ দিক্ দিয়ে ঘুরে তাঁকে খবরটা জানিয়ে যাব।

শাবন্ত। রাজপুতের হিতৈষী সুহৃদ্ তিনি—আজ দুর্দ্দিনে আমাদের যে উপকার কর্‌ছেন, তার মর্য্যাদা আমরা চিরদিন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ রাখ্‌বো! তাঁকে সমস্ত বুঝিয়ে ব'ল্‌তে হবে। এস যজ্ঞেশ্বর আমার সঙ্গে, আমি স্বহস্তে তাঁকে নিমন্ত্রণ পত্র লিখে দিই—

যজ্ঞে। চলুন।

(উভয়ের প্রস্থান।)

কুমার। সমস্ত অন্তঃকরণ তীব্র-আলস্যে অবসন্ন হ'য়ে পড়তে চাইছে। কর্ম্মদায়িত্ব অত্যন্ত অসহ্য ঠেকছে!—এই কাজ, আগে সহস্রের সুখ-শান্তির হেতু ব'লে, কত আগ্রহ, ক… উৎসাহ-সহকারে সম্পাদন ক'র্‌তুম,—কিন্তু আজ,—আজ সে শক্তি নাই! দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-ক্লান্ত মন নিয়ে, মানুষ কি মানুষের ম… কোন কাজ ক'র্‌তে পারে? ছিঃ, নিজের ওপর বড় অশ্রদ্ধা… বড় ধিক্কার অনুভব হ'চ্ছে!—দুষ্ট গ্রহ-চক্র-যোগে, এমনিই অসহনীয় পরিতাপজনক বিড়ম্বনায় পড়েছি—

(আপন মনে গান গাহিতে গাহিতে সুচিত্রা প্রবেশ করিল। কুমার গান শুনিতে শুনিতে নিঃশব্দে বসিল।)

সুচি। (গান)

এত কোলাহল, কাণে যে সহে না,
প্রাণে যে সহে না, এত আলোড়ন।
প্রাণের গোপনে, পরম সাধনে
—বাহিরে হেরি যে, বিভীষিকা-ভ্রম।
নয়নের বারি পারি না রাখিতে, বাঁধন-যাতনা বড় জাগে চিতে,
প্রবল লালসা, সৃজিয়া কুয়াশা,
ঢাকিছে সু-আশা,-বিবেক-তপন!
ভয়ে ভাঙে বুক, চলে যায় জ্ঞান, নিষ্ঠা হারায়ে নত হয় প্রাণ,
ত্রাসের দুয়ারে, দৈন্য কাতরে,
আতঙ্ক-পীড়নে, আকুল মরম।

স্মরিয়া চরণ এ সাধন ব্রতে, চলেছি ভাসিয়া অকূলের স্রোতে,
তবে চাহি কূল, কেন আসে ভুল
কেন মনে প্রাণে দ্বন্দ্ব-উৎপীড়ন !
এ মায়া-ছলনা, আর যে সহে না, দাও ছিঁড়ে দাও মমতা-বাঁধন !

কুমার। (উঠিয়া) সুচিত্রা দেবী,—

সুচি। এ কি, আপনি এইখানেই ছিলেন !—

কুমার। ক্ষমা কর, তোমার সঙ্গীতে ব্যাঘাত দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না, তাই সাড়া দিতে পারি নি।—মুখপানে চেয়ে কি দেখ্‌ছ চিত্রা ?

সুচি। আপনার মনটা কোথায়, তারই সন্ধান নিচ্ছি—

কুমার। আমি কি সকল বিষয়েই এত অমনোযোগী ?

সুচি। দুর্লভ রমণীরত্নের সুদুর্লভ সৌন্দর্য্যের উপাসক আপনি,—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কোন তত্ত্বে মনোযোগ দেবার অধিকার ত আপনার থাকা উচিত নয়।

কুমার। ত্যক্ত কোরো না চিত্রা, মানুষ আমি, আমার ধৈর্য্য-শক্তির সীমা আছে। অন্যায় ছিদ্রান্বেষণে, অহরহ কলহ সৃষ্টি ক'র্‌বার জন্য তোমার যথেষ্ট উৎসাহ দেখ্‌তে পাই,—এ সব আচরণের অর্থ কি ? বাগদত্তা পত্নী আমার তুমি—

সুচি। (নতজানু হইয়া) স্বামী আমার আপনি !—সেই জন্য আপনার অন্যায়কে আঘাত করি, আপনাকে নয় !

কুমার। কি এমন গুরুতর অন্যায় আমি ক'রেছি ?

সুচি। কণ্ঠস্বর সহসা অমন ক্ষীণ হ'য়ে গেল কেন আর্য্য ?—দয়া ক'রে প্রশ্নটার উত্তর দেবেন ?—না, বোধ হয় সেটুকু আপনার সাধ্যাতীত, কি বলুন ?

কুমার। আমি কোন কথা ব'ল্‌তে চাইনে। সুচিত্রা, সত্য ক'রে বল দেখি তুমি আমায় ভালবাস ?

সুচি। কেন, সে সংবাদটুকু নিয়ে, খুব ঘোরালো রকমে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ক'রতে চান না কি ?

কুমার। আমি কি এতই অধম।

সুচি। সেটা অন্যের বিবেচনা-সাপেক্ষ। আমার সে বিচারে অধিকার নাই।

কুমার। সুচিত্রা, আমি স্বীকার ক'র্‌ছি, আমি অযোগ্য ব্যক্তি। তোমার উপযুক্ত—আদর্শ স্বামী আমি নই, তবু—

সুচি। এ শ্লেষের আঘাতটুকু না দিলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি হোত না! আদর্শ স্বামী? আদর্শ স্বামী—অপূর্ণ মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণ সুন্দর, মহাপূর্ণতার জ্যোতিঃ বিকশিত—আদর্শ মানুষ কোথায় আছে যে, আদর্শ স্বামী—অর্থাৎ আপনার বিদ্রূপের যোগ্য ফর্‌মাসে তৈরী আদর্শ স্বামী—উপযুক্ত স্বামী, বিনা আয়াসে অমি হঠাৎ লাভ ক'র্‌ব ? কিন্তু, ... বিশ্বাস কর্‌বার মত প্রাণের জোর আছে কি আপনার ? তবে বিশ্বাস করুন, আমি একটা অভিজ্ঞতা লাভ ক'রেছি, মাটীর জল-হাওয়ার মধ্যে আদর্শ স্বামী নাই,—আছে আদর্শের খণ্ড অংশ মাত্র।

যিনি অখণ্ড, সম্পূর্ণ, সুমহান সৌন্দর্য্যের অধিশ্বর আদর্শ স্বামী—
তিনি আছেন সকলের উর্দ্ধে,—

কুমার। সুচিত্রা—

সুচি। নর-সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ, পরপ্রত্যাশী, দরিদ্র আপনি,—আপনার অন্তঃকরণ আমার অজ্ঞাত নয়!—আমায়ও ঐ দুর্ভোগ ভোগ ক'র্‌তে—হ'য়েছে! কিন্তু আর নয়! মহাশয়, নিজের সুখ সংসারে ঢের খুঁজেছি,—ব্যর্থতার ক্ষোভে সমস্ত অন্তরটা তিক্ত বিরক্ত হ'য়ে উঠেছে, এবার ভিন্ন-মুখে চিত্ত-স্রোত ফিরিয়েছি,—এবার পরের সুখ খুঁজব!—আপনি শান্ত হ'ন, সুস্থ হ'ন, আপনার সুখের পথ ছেড়ে আমি সরে দাঁড়াব, আপনার বিশাখারত্ন-লাভে সহায় হব।

কুমার। চুপ কর হৃদয়হীনা নারি!—তোমার ও মর্ম্মভেদী করুণা অপাত্রে অর্পণ কোরো না।

সুচি। কণ্ঠস্বরও আজ শক্তিহীন!—এবার আমি উপহাস ক'র্‌বকি?

কুমার। তোমার ইচ্ছা। (দুহাতে মুখ ঢাকিলেন)

সুচি। (হাত ধরিয়া) ক্ষমা করুন, হৃদয়হীনা নারী হলেও,—নারী আমি, ক্ষমা করুন আমায়, মুখ তুলে চান।

কুমার। কি বল্‌তে চাও?

সুচি। মুখ তুলুন,—শুনুন আমার কথা—মুখ তুলুন।

কুমার। (মুখ তুলিয়া) চিত্রা, হতভাগ্য আমি—সত্যই নিতান্ত হতভাগ্য, আমি প্রতারণা ক'র্‌ব না তোমায়,—আমি অকপটে

মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি, সত্যই আমি অধম, ঘৃণার্হ জীব!—কর্ত্তব্য-প্রিয় মহাপ্রাণ পিতার অযোগ্য সন্তান আমি,—মনুষ্য নামের অযোগ্য অধম ব্যক্তি আমি!—অভিশপ্ত অদৃষ্ট নিয়ে জন্মগ্রহণ ক'রেছি আমি,—চিরপরিতাপময় জীবন-যাপনই আমার নিয়তি! সরে দাঁড়াও, চিত্রা সরে দাঁড়াও, আমার সম্পর্ক-সংশ্রবে তোমরা কেউ থেকো না, কেন সাধ ক'রে মনস্তাপ বরণ ক'রে নেবে! আমি হতভাগ্য, লক্ষ্মীশ্রীভ্রষ্ট, উদ্‌ভ্রান্ত, উন্মাদ!—

(দ্রুত প্রস্থান।)

সুচি। এবার হাস্‌ব না কাঁদ্‌ব?—দুটোর একটা তো করা চাই? কোন্ দিকে যাওয়া সুবিধে বল ত? যে দিকে খুসি, কেমন? বেশ!—ওগো আমার অন্তর্য্যামী আদর্শ স্বামী,—এস ত প্রভু, মাটীর স্বামীর সঙ্গে যে সম্পর্কটা পাতিয়ে দিয়েছ, সেটা মাথায় তুলে নিলুম,—এবার এস দেবতা এস—আমার শূন্য বুকভরা অসীম তৃষ্ণার হাহাকার মিটিয়ে দাও!—বেশ ক'রেছ দয়াময়, বেশ ক'রেছ, কে বলে তোমায় নিষ্ঠুর?—তোমার নিষ্ঠুরতা,—বুঝি নি প্রভু, বুঝি নি—অসীম করুণার রূপান্তর সে!—এই বেশ হ'য়েছে, এই বেশ হ'য়েছে,—এই সব চেয়ে ভাল হোল! কি বিরাট আসক্তি-বন্ধনে মুক্তি! আঃ!—অনেক ব্যথা দিয়ে-ছিলে দয়াময়, বেদনা-জর্জ্জর প্রাণ্ তীব্র আক্ষেপে উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছিল,—কিন্তু বুঝ্‌তে পারি নি গো, সর্ব্বসন্তাপহারী

দেবতা,— বুঝতে পারি নি,—তুমি এত ভালবাস ব'লে, এত ব্যথা দিয়েছিলে!—এবার আর নয়, বোঝাবুঝির গোলমাল সব মিটিয়ে দাও,—এবার তোমার হাত থেকে যা আসে আসুক, সব একান্ত প্রসন্নতায়, শান্তভাবে বুকে তুলে নিতে দাও!— তুমি মাথার ওপর আছ, আর কাউকে ভয় করি না, কোন আঘাত ব্যাঘাতকে গ্রাহ্য করি না,—ও সব তুমি বোঝো! আমি অনেক বুঝ্‌তে চেষ্টা ক'রে, অনেক দুর্ব্বুদ্ধির তাড়া খেয়েছি, অনেক ভুল ক'রেছি প্রভু!—আজ জমার অঙ্কে খরচের হিসাব দেখতে এসে তাই,—ছিঃ ছিঃ ছিঃ!—

(গান)

শুভ কি অশুভ, আমি কি বুঝিব
বুঝিতে কোথায় পাব গো প্রাণ,
সম্বল আমার, মহা অহঙ্কার,
বৃথা মমতার, মিছা অভিমান।—

মহামুক্তি যেথা নিজে শৃঙ্খলিত,— মহা অনুভূতি যেথা অভিভূত
সব বোধাবোধ যেথা বিমোহিত
সেথায় কেমনে পশিবে জ্ঞান।

তাই কাঁদি ল'য়ে নিজ অক্ষমতা, বুঝি না এ দৈন্য আমারি মূঢ়তা
এই পরাজয়, এ তো কারো নয়
আমারি রচিত লাঞ্ছনা বিধান!

সারা জীবনের জ্বলন্ত যাতনা, সারা বুকভরা এ ব্যর্থ বেদনা
বুঝি না, বুঝি না, এ তব করুণা
এ যে গো তোমারি দয়ার দান !—
(প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

পথ।

(ইন্দ্রজিৎ ও সীতানাথ।)

ইন্দ্র। তার পর, তার পর ?

সীতা। ব্যাটা তেড়ে ফুঁড়ে থাপ্পড় উঁচিয়ে ছুটে এল,—কি করি মশাই, জাদুকর মানুষ তখন আমি,—নানান্ ঢঙের বোল্ চাল্ আউড়ে, আচ্ছাতারেসে পিঠ ঠুকে পেয়ার ক'রে বল্লুম, 'আরে সাহেব, ঘাবড়াও মৎ, আঁখ মুদ্‌কে দেখো কসরৎ—তোমার পরিজান জাদুর জোরে আবি ঘুম আবে গা—'ব্যাটা আহ্লাদে গদ গদ হ'য়ে বল্লে, "দেও তো বাবা, দেও তো বাবা হাম ওহি চাহিয়ে! পরিজান কো মাঙ্গায় লাও, হাম শও আসরফি বখশীস্ দেঙ্গে !—"

ইন্দ্র। হা, হা, হা,—আবার আস্‌রফি শুদ্ধ দেখালেন আজিমুদ্দীন সাহেব! তারপর—

সীতা। দেখ্‌লুম, বাবাজী দিষ্টি-ক্ষিদের তাড়ায় বেজায় কাহিল,—

আস্‌রফিটা ছাড়ি কেন মশাই ?—তৎক্ষণাৎ হাত পেতে নিয়ে ঝুলির মধ্যে পূরলুম্‌!

ইন্দ্র। বাঃ সীতানাথ, ওটা শুদ্ধ আদায় ক'রে নিয়েছ ?—

সীতা। বিলক্ষণ।—অত কষ্টে জাদুকর জাজলুম,' অমন ভেল্কি লাগিয়ে জলজ্যান্ত পরিজ্ঞান পয়দা করলুম—পরিজ্ঞানটি পায়ের ধারে ঘাগ্‌রা দুলিয়ে, ফুর ফুরে হাওয়ায় ওড়নার ডানা মেলে, যথাবিহিত বিধানে নৃত্যগীত পর্য্যন্ত ক'রে,—ছট্‌পাটিয়ে,অকস্মাৎ ডানা মেলে অন্তর্দ্ধান সুদ্ধ করলে,—তত মেহনতের মজুরী কিঞ্চিৎ চাই মশাই—না হ'লে অনুষ্ঠানটা অঙ্গহীন হয় যে।

ইন্দ্র। তা বটে, তা বটে, তারপর ?—

সীতা। তারপর অনেক তন্ত্র মন্ত্র ঝাড় ফুঁক দিয়ে সাহেবকে পোষাক বদ্‌লালুম—কি জানি মহাশয়, সন্ধ্যার আঁধারে যদি কেউ চিনে ফেলে, তা হ'লে আজিমুদ্দীন সাহেব ত হাত ছাড়া হবেন-ই, উপরন্তু আমার গর্দ্দানটা বেমালুম চোস্ত হ'য়ে যাবে। সাবধানের মার নাই ভেবে, পোষাক ছাড়িয়ে ছেঁড়া খোঁড়া সজ্জা পরালুম, তারপর বল্লুম, বাবাজী হে, পরির কৃপাদৃষ্টি চাও তো,—মুখে কীর্ত্তিচন্দন লেপন কর!—

ইন্দ্র। কীর্ত্তি-চন্দন ? কীর্ত্তি চন্দন কি হে—

সীতা। আজ্ঞে, আতর মিশানো আল্‌কাৎরা! গন্ধটা বদ্‌লে গেছ্‌ল, গুণটা ঠিক্‌ ছিল,—বাবাজী দুই চক্ষু বুজে পরম

আগ্রহে, দু'হাতে কীর্ত্তিচন্দন তুলে চন্দ্রবদনে মাখ্লেন,—তার পর ক'সে চোখে পট্টি বেঁধে বল্লুম, আইয়ে সাব্, তিনো কদম্‌কো রাস্তে,—আপ্ সিধা পরি-মুল্লুকমে পৌঁছে গা,—বাৎ বন্.কর্কে চলিয়ে মেরা সাৎ—বাবাজী তটস্থ! তারপর নির্ব্বিবাদে মোগলদের ছাউনী এড়িয়ে এসে নিঃশব্দে রিম্বম্বরে ঢুক্‌লুম!—

ইন্দ্র। হা হা হা—তুমি ভয়ানক লোক সীতানাথ!

সীতা। আজ্ঞে, গুরুর আদেশ! রাজার কাজ!

ইন্দ্র। আচ্ছা, পরিটি পয়দা ক'র্‌লে কোথেকে হে?

সীতা। আজ্ঞে, ওটা অপ্রকাশ্য তথ্য—

ইন্দ্র। আহা বলই না! ও কি, মাথা চুল্‌কে ফন্দী বার ক'রে ঠকাবে না কি? সে হবে না, সত্যি বল—

সীতা। আজ্ঞে, আজ্ঞে—সেটা—আর—

ইন্দ্র। ওহোঃ! মনে পড়েছে, জানকী-দেবী নিশ্চয়! না হ'লে এমন খেলোয়াড় ওস্তাদের সাক্‌রেদ হওয়া—

সীতা। চুপ্ চুপ্ চুপ, মশায়! আর হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙ্গবেন না, শুন্‌তে পেলে আমার ভবিষ্যৎ দশা, বড় শোচনীয় হবে! গুরুজীও—ওর নাম কি, নেহাৎ যাচ্ছেতাই মনে কর্‌বেন!—এখন চলুন চলুন, বিজয় সিংজী গা ঢাকা দিয়েছেন, গুরুজী তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন,—আমাদের হাসি তামাসা নিয়ে ব'সে থাকা চল্‌বে না, চলুন—তাঁর সদগতির ব্যবস্থা দেখি—

ইন্দ্র। চল, কিন্তু তুমি,—হা, হা,—বড় শয়তান লোক তুমি সীতানাথ!—

(উভয়ের প্রস্থান।)

(বিজয় সিংহের প্রবেশ।)

বিজ। (হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে ক্ষিপ্তভাবে) উঃ, সর্ব্বনেশে লোক রে বাবা, সীতানাথ ব্যাটা সর্ব্বনেশে লোক!—সর্ব্বনাশ ক'রেছে! আজিমুদ্দীন মিঞা ধরা পড়্‌ল! ওরে বাবা, কোথা যাই!—আমি যে মুণ্ডুহারা স্কন্ধকাটা হ'য়ে পড়্‌লুম রে বাবা!

(বিক্রমের প্রবেশ।)

বিক্র। আরে থামুন হুজুর! মুণ্ডু তো গেছেই,—এখন ধড়টা যাতে বজায় রাখ্‌তে পারা যায়, সেই চেষ্টা দেখুন! হন্যে-কুকুরের মত ছুটোছুটি ক'রে হাত পা কাম্‌ড়ে মর্‌ছেন কেন?—সবুর করুন!

বিজ। সবুর! হায় হায় বিক্রম, সবুর! এ ধারে সব শেষ হয়ে গেল যে! এবার হাতে দড়ি দিয়ে মামার বাড়ী—

বিক্র। দাঁড়ান মশাই! মামার বোনাই, মেশো মশাই এক ব্যাটা আছে,—সে বড় কেও কেটা নয়! বিক্রম-চাঁদ বেঁচে থাক্‌তে আপনার ভাবনা কি?—গারদে আজিমুদ্দীন থাঁর দফা কেয়াকো হবার ব্যবস্থা ক'রে এলুম!

বিজ। এঁ্যা, এঁ্যা, খুন! বল কি বিক্রম! খুন! এঁ্যা, খুন!

বিক্র। গাধার মত চেঁচাবেন না! সব মাটী হবে! আপনাকে ধরবার জন্যে চারিধারে লোক ছুটাছুটি ক'র্‌ছে, সেটা ভুলে যাবেন না,—চলুন ঐ ঝোঁপের আড়ালে, সব বল্‌ছি—

বিজ। বল, বল, বিক্রম, দুনীয়ার মধ্যে তুমিই আজ আমার এক-মাত্র হিতৈষী সুহৃদ্!—বন্ধু, বাপ আমার, সত্যি ক'রে বল দেখি, আজিমুদ্দীন খাঁ মরে গেছে তো?

বিক্র। মরে নি, মর্‌ব মরব ক'র্‌ছে বটে। কুমার সিংহের হাতে দড়ি পড়্‌বে, কুচ পরোয়া নাই! কর্ত্তা বাহাদুরী ক'রে—আজিমুদ্দীনকে বিশ্রাম ক'র্‌তে হাজতে পাঠিয়েছিলেন, এবার মজাটি টের পান,—আরে, ছুট ছুট্,—ঐ এল।

বিজ। তাই ত, তাই ত, কোন্ দিকে যাই?

বিক্র। এই দিকে, এই দিকে—

(উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।)

(যজ্ঞেশ্বর ও কুমার সিংহের প্রবেশ।)

যজ্ঞে। ছিঃ, ছিঃ দাদা, এমন কাঁচা কাজ ক'র্‌লে? হারজীকে মুখ দেখাই কেমন ক'রে বল দেখি?

কুমার। বড় অন্যায় হ'য়ে গেছে যজ্ঞেশ্বর-দাদা, আমার বড় পরি-তাপ হ'চ্ছে,—এতটুকু মাত্র বুদ্ধিভ্রম—কিন্তু তার প্রতিফলে কত বড় দণ্ডভোগ ক'র্‌তে হয়, উঃ।—

যজ্ঞে। এখন বাঁচ্‌লে বুঝি! না বাঁচে তো বড় কেলেঙ্কারী হবে।

আমাদের জন্যে হারজাকে শুদ্ধ অপমান সইতে হবে। তিনি কড়া লোক, কারুর ত্রুটি সইতে পারেন না,—তাঁর ত্রুটি কেউ ক্ষমা ক'রবে কি?

কুমার। না, ক'রবে না। কথা উচিতও নয় যজ্ঞেশ্বর দাদা যাও তুমি পিতার কাছে—কর্ত্তব্যে অবহেলাকারী রাজকর্ম্মচারীর যা দণ্ড হওয়া উচিত, আমার জন্য—

যজ্ঞে। পাগলামী কোরো না দাদা, ভুল চুক সকল কাজেই আছে ওটা সকলেই ক'রে থাকে। স্বয়ং মহারাজই যদি ঐ ভুল ক'রে বসতেন, তা'হলে কে তাঁকে দণ্ড দিত?

কুমার। যজ্ঞেশ্বর দাদা—কুতর্ক তুলো না। আমি নিজের ভুল ভাল রকমেই বুঝি। সেটুকু কোনমতেই অস্বীকার ক'রতে পারব না।—আমি মুক্তকণ্ঠে বলছি, বন্দী হয়ে এই যে আজিমুদ্দীন সাহেব আত্মহত্যার চেষ্টায় বিষ খেয়েছেন, এ শুধু আমার অসতর্কতার ফল। আমার বোঝা উচিত ছিল,—এ রকম সব বন্দী এ অবস্থায় পড়লে—আত্মহত্যার চেষ্টাই আগে ক'রবে—

(পিয়ারী সাহেবের প্রবেশ।)

পিয়ারী। না মহাশয় না,—আত্মহত্যা যারা করে, তারা তীব্র মনস্তাপ বোধ করবার মত, তীক্ষ্ণ অনুভূতি-সম্পন্ন মানুষ। আমার অগ্রজের মত লঘুচেতা এবং জড়বুদ্ধি মানুষের দ্বারা আত্মহত্যা-চেষ্টা অসম্ভব! ঈশ্বরের দয়াময় নাম ধন্য হউক,—

আমার দাদা মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা পেয়েছেন, রাজবৈদ্যগণের চেষ্টায় তাঁর চৈতন্য ফিরেছে, তিনি নিজমুখে স্বীকার ক'রেছেন, তিনি স্বেচ্ছায় বা সজ্ঞানে বিষ খান নি।—আপনাদের বিজয় সিংহের সেই দুরাত্মা অনুচর, বিক্রম চাঁদ—কৌশলে কারা-রক্ষীদের প্রতারিত ক'রে—তাঁর কাছে এক পাত্র সিরাজী পাঠায়,—সেই সিরাজী খেয়েই তিনি অচৈতন্য হ'য়ে যান। বৈদ্যগণ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেছেন, সেই সিরাজী বিষ-মিশ্রিত ছিল!—

যজ্ঞে। এঁ্যা! তা হ'লে এ সব বিজয়সিংহের বজ্জাতি!

পিয়ারী। নিশ্চয়! স্বয়ং মহারাজা বাহাদুর এবং শাবন্তহারজীও দাদার স্বীকারোক্তি শুনেছেন!—বিজয় সিংহকে ধৃত কর্‌বার জন্য প্রকাশ্য রাজাজ্ঞা প্রচারিত হোল, চারিদিকে লোক ছুটেছে!—

কুমার। আজিমুদ্দীন সাহেব কি কর্‌ছেন্?

পিয়ারী। বৈদ্যগণ তাঁকে বিশ্রাম করতে অনুমতি দিয়েছেন। মহারাজার আদেশ, কাল প্রাতঃকালেই, সামরিক বিচার-সমিতির অধিবেশন হবে, সেইখানে তাঁকে উপস্থিত করা হবে। তিনি কার সাহায্যে এখানে মুক্তিলাভ ক'রেছিলেন, বা কার পরামর্শে মোগল-শিবিরে গিয়ে যোগদান ক'রেছিলেন, এবং সেখানে আমাদের সম্বন্ধে কি -কতদূর গুপ্তসন্ধান ভেদ ক'রে দিয়ে এসেছেন,—সে সম্বন্ধে সমস্ত জিজ্ঞাসাবাদ সেইখানেই

হবে। কিল্লাদার জি,—আপনারা কারাগারে একবার যাবেন কি?

কুমার। চলুন, আপনার ভাইকে দেখে আসি।

(সকলের প্রস্থান)

(সত্রাসে বিক্রমচাঁদের দ্রুত প্রবেশ ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিজয়সিংহ ছুরিকা-হস্তে আসিয়া তাহার স্কন্ধে আঘাত করিল)

বিজয়। হারামজাদা শয়তান! আমায় দহে মজালি। এই যে বল্লি—বিক্রমচাঁদ বেঁচে থাকৃতে আপনার কোন ভয় নেই।—এবার! ওরে শালা উজবুক, এবার!

(উপর্য্যুপরি ছুরিকাঘাত)

বিক্রম। (পতন) ওঃ ওঃ গেলুম! আপনার ভালর জন্যই, ভালর জন্যই,—আজিমুদ্দীনকে মারবার তরে বিষ খাইয়েছিলুম!

বিজ। (দাঁত খিঁচাইয়া) মারবার তরে খাইয়েছিলুম, তবে মরলো না কেন? আমায় ফাঁসালি হারামজাদা!—মর (পুনঃ আঘাত) থাক শালা এই পথে পড়ে! লোকে দেখ্‌লে ভাববে আজিমুদ্দীনেরই চ্যালা-চামুণ্ডো কেউ রাগের মাথায় তোকে খুন ক'রেছে! আমি ত মোগল-শিবিরে চম্পট দিই—

(দ্রুত প্রস্থান)

(ইন্দ্রজিৎ ও সীতানাথের পুনঃ প্রবেশ)

সীতা। এইখানে এইখানে, দুজন লোককে দেখেছি, ঠিক দুজন-

ইন্দ্র। গেলো কোথায়? কেউ তো নাই, আরে ঐ যে কে পড়ে!

সীতা। তাই ত তাই ত।—(দেখিয়া) আরে। মামুজী! বিক্রম আরে ও বিক্রম চন্দর! আরে এই বাবার শালা মামামশাই

ইন্দ্র। সীতানাথ, সীতানাথ! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। খুন্ খুন্, রক্ত যে

সীতা। এ্যাঁ তাই ত!— ও মশাই, জল, জল,—

(ইন্দ্রজিতের দ্রুত প্রস্থান)

বিক্রম, বিক্রম,—ওরে বিক্রম, কে তোর এমন দশা করলে ভাই?

বিক্র। সীতানাথ, হাবিলদার, একটু জল দে ভাই, জিভ্ টান্ছে—

(জল লইয়া ইন্দ্রজিতের পুনঃ প্রবেশ)

ইন্দ্র। এই নাও, খাও,—বিক্রম, জল খাও (জল দান)

বিক্র। (পান করিয়া) আঃ, হাবিলদার, বলিস্ ভাই সবাইকে শালা বিজয় সিংহের জন্য অনেক ক'রেছিলাম,—কিন্তু সেই শালাই আমায় খুন্ করলে, ওর নরকে ঠাঁই হবে না, ভগবান আছেন, বিচার করবেন!—তোরা ছোট্, শীগ্রী যা, শালা মোগল-শিবিরের দিকে······উঃ······(মৃত্যু)

সীতা। ব্যস্ ফর্শা!—মরে গেল মশাই!—

ইন্দ্র। কি বল্লে, বিজয় সিং খুন্ ক'রেছে?—সে মোগল-শিবিরের দিকে পালিয়েছে? সীতানাথ ওঠো—

সীতা। মড়াটা ফাঁড়িদারের জিম্মায় দিয়ে যেতে হবে। আপনি মাথাটা ধরুন।

(মৃতদেহ ধরাধরি করিয়া উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

উদ্যান মধ্যে লতাকুঞ্জ।

(সুচিত্রা, বিশাখা ও জানকী)

বিশা। আবার দুষ্টুমী সুরু করলে? নানী বুড়ীকে রাগিয়ে দিয়ে ঐ যে গালমন্দটা শোনা, ওকে কোন্ দেশী রঙ্গ বলে বল দেখি জানকি?—

জান। আঃ আবার আপনার কাণেও এ কথাটা উঠ্‌ল?

বিশা। নাঃ, আমার কাণে সবই উঠ্‌তে বাকি থাকে কি না? নানী বুড়ীকে পয়সায় আটটা ক'রে, ঠাট্টা বেচ্‌তে যাওয়া হয়েছিল, কেমন? বুড়ী সাধে রেগে গাল দেয়? বেশ করে' গালমন্দটা শুন্‌তে ভারি মিষ্টি লাগে, না?

জান। অস্বীকার কর্‌তে পার্‌ছি না কুমারি। কিন্তু নানীর অতটা রাগ করা ভারি অন্যায়, আমরা একটু তামাসা ক'রে—

বিশা। একটু তামাসাই বটে! এস না, আমিও অম্নি একটু তামাসা ক'রে, তোমার দুই গালে গোটা আষ্টেক থাবড়া বসিয়ে দি,—দেখি তোমার কেমন লাগে—

জান। চমৎকার লাগ্‌বে! এই নিন, গাল বাড়িয়ে দিচ্ছি—

আপনার হাতের পুরস্কার—আহা, ওকি আর বল্‌তে! অনেক সৌভাগ্য আমার—

বিশা। ম'রেও মরণ কামড ছাড়্‌বে না! ভাল বটে! বল্‌ব সবাইকে তোমার বিয়ে? দ্যাখো ভাই সুচিত্রা –

জান। আহা, সুচিত্রা দিদিমণি ঘরের লোক! ওঁকে বাইরের সবাইকার দলে ফেলে অবিচার কববেন না। কি বলুন, দিদিমণি?

সুচি। কি বলা উচিত, বুঝ্‌তে পার্‌লে তো বল্‌ব! সংবাদ কি?

বিশা। সংবাদ শুভ! জানকী এক যাদুকরের পাল্লায় পড়ে গেছে!

জান। ব্যস্‌, ঐ পর্য্যন্ত থাক্‌! আর নয়, কুমারি, বিপদ ঘট্‌বে! — সুচিত্রা দিদিমণি অবশ্য লোক ভাল,—কিন্তু ওঁর সঙ্গে কিল্লাদার মহাশয়ের একটু সম্পর্ক আছে কি না, তাই ভয় করে।—মান্য ক'রে একটু সম্‌ঝে চলা উচিত।—

বিশা। উচিত বৈকি! সুচিত্রা দুদিন পরে কিল্লাদার মহাশয়েব গৃহের গৃহিণী হবে,—ওঁর সাহায্যে কিল্লাদার মশাই যাতে লোক-চারিত্রে সবিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ কর্‌তে পারেন, তার ব্যবস্থা করা উচিত, কি বল ভাই চিত্রা—

সুচি। আকাশ-কুসুম-চয়নের আশা ফুরিয়ে গেছে ভাই বিশাখা,— আজ বল্‌বার কথা কিছু নাই! যার হৃদয়ে স্থান পাইনি, তার গৃহে স্থান অধিকারের আকাঙ্ক্ষা-স্পর্দ্ধা আমার নাই!—

বিশা। ওকি চিত্রা, ও কি কথা?

স্থচি। অত্যন্ত সত্য কথা! শীঘ্রই তোমায় সমস্ত ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেব!

বিশা। ব্যাপার কি সখি?

স্থচি। গুরুতর সমস্যায় পড়েছি ভাই। সমস্যা ভঞ্জনের ভার তোমার হাতে।

বিশা। আমার হাতে! বল কি? অবাক করলে।—ক্ষুদ্র প্রাণী আমি,—আমি আবার,—না, না পরিহাস ক'রছ?

স্থচি। প্রাণান্তকর পরিহাস!—

বিশা। আমার সঙ্গে ও ব্যাপারের সংশ্রবটা কি?

স্থচি। চোখের কোণে অমন নিদারুণ উৎকণ্ঠাপূর্ণ ব্যগ্রতার মেঘ ঘনিয়ে উঠল কেন সখি? আমার মুখপানে চেয়ে সত্যি ক'রে বল দেখি, তুমি জান না, তোমার সঙ্গে এ ব্যাপারের সংশ্রবটা কি?

বিশা। কিছু না। সত্য বল্‌ছি, তোমার প্রহেলিকার অর্থ কিছু বুঝতে পার্‌ছি না।

স্থচি। আচ্ছা থাক, শীঘ্র বুঝিয়ে দেব। সুন্দর সান্ধ্য জ্যোৎস্না উঠেছে, চল উদ্যানের ও-প্রান্তে বেড়াই গে—জানকি, যাবে?

জান। আপনাদের কি যে সব হিসেব বোঝাবুঝি ব'য়েছে ব'ল্‌ছেন; ওর মাঝখানে গিয়ে আমি আর গোলযোগ বাধাই কেন?

বিশা। না না, তুমি এই খানেই থাক। তোমার যাদুকর মশাইটি দেখা করতে আস্‌বেন, সে আমি জানি। এস চিত্রা—

(উভয়ের প্রস্থান)

জান। আঃ, এই বিশাখা-দেবীর চোখে ধূলা দিয়ে যদি একটি পা চল্‌বার যো আছে, অম্নি ধ'রে নিয়েছেন।— একি, সুচিত্রা-দিদিমণি আবার ফিরে আস্‌ছেন যে!

(সুচিত্রার পুনঃ প্রবেশ।)

সুচি। জানকি, সীতানাথ হাবিলদার সত্য কি আস্‌বেন?

জান। এলেও আসতে পারেন, কিছু দরকার আছে?

সুচি। কিল্লাদার মহাশয় প্রাসাদে আছেন কি না সংবাদটা নিতে পারবে?—

জান। খুব! তাঁরি কাছে ত আসবেন। কিল্লাদার মশাইকে কিছু বল্‌তে হবে?—

সুচি। বল্‌তে? না, বল্‌তে কিছু হবে না,—হাঁ, হাঁ, একটা দরকার আছে, একবার দেখা কর্‌তে হবে। আমার এই আংটিটে নাও, তাঁকে দেখালেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন; একবার এই লতামণ্ডপের মধ্যে ডেকে আন্‌তে বোলো, আমি এইখানে তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌ব।

জান। যে আজ্ঞা, তিনি এলেই আপনাকে সংবাদ দেব।—

সুচি। আচ্ছা।

(প্রস্থান)

জান। দূতীগিরি কর্‌তে কর্‌তে গেলুম বাবা। দেবতাটিও আমার তেমনি হয়েছেন! একেবারে ডাহা ডাকাত! দিনকে

রাত বানিয়ে ছাড়বে!—আমি-হেন মানুষ বাপু, আমিই এক এক সময় ওর দম্‌বাজিতে হক্‌চকিয়ে যাই! সে দিন,—যাদুকর সেজে,—আরে ছ্যাঃ, কুমারী টের পেয়ে গেছেন, আমি জব্দ হ'য়েছি বটে! ঐ যে হাস্‌তে হাস্‌তে আসা হ'চ্ছে. নিশ্চয় মতলব ভাল নয়, ওর কোন ভুল নেই!—দাঁড়াও একটু গম্ভীর হ'য়ে দাঁড়াই—

(সীতানাথের প্রবেশ)

সীতা। মঙ্গল হোক্, জানকি—আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি—

জান। এই তিনসন্ধ্যে বেলায় আশীর্ব্বাদ!—সত্তঃ মোক্ষ পাব যে।—

সীতা। মোক্ষটা ত্রিবর্গের পরই আছে। আগে ধর্ম্ম, অর্থ—

জান। ঢের হ'য়েছে থাম, তোমায় আর ফফর-দালালি কর্‌তে হবে না—

সীতা। চোখ রাঙ্গাও তো আমি নাচার। কিন্তু ন্যায্য কথাই বল্‌ছি,—তুমিই বিবেচনা ক'রে যথাধর্ম্ম বল—

জান। আমার যথাও নাই, ধর্ম্মও নাই; তা' ছাড়া তোমার কোন কথা বল্‌তেও আমার মোটেই ইচ্ছা নাই, তুমি চুপ কর।

সীতা। (কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া) বড় ঘুম পাচ্ছে জানকি—

জান। আবার! ফের! এই যে বল্লুম, চুপ কর।

সীতা। আমিও তো করলুম, চুপ!—সেই জন্যেই ত ঘুম পাচ্ছে-

জান। ওঃ, থাক্! আর সন্ধি-বিশ্লেষণ কর্‌তে হবে না, বুঝেছি

দ্যাখো হাবিলদার, তুমি ভয়ানক বেয়াড়া লোক! আমি এত মনে করি তোমার সামনে গম্ভীর হ'য়ে থাকব, কিন্তু তোমার ধাষ্টেমোর জ্বালায়—সেটুকু কিচ্ছুতে হবার যো নাই—

সীতা। সঙ্গীন্ ব্যাপার!—কিন্তু ঘুমে চোখ ভ'রে এসেছে যে—আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনে, (উপবেশন) এইখানেই মাটী নেব?

জ্ঞান। এক দিন মিছি মিছি মাৎলামী কর্‌তে এসেছিলে, আজ সত্যি সত্যি মাতাল হ'য়ে এসেছো না কি?

সীতা। (লাফাইয়া উঠিয়া) আমি মাতাল! পাষণ্ড উজবুক!—আমি কোন নেশা করি?

জ্ঞান। তুমিই জান, আর তোমার অন্তর্যামীই জানেন!

সীতা। আর তুমি জান না? অকৃতজ্ঞ!

জ্ঞান। অকৃতজ্ঞ কেন হব? জেনে শুনে যথেষ্টই কৃতজ্ঞ আছি।—তোমার পায়ের নখ থেকে, মাথার চুল পর্য্যন্ত যে নেশা-খোরেব লক্ষণে ভরা, তা আমি খুব জানি —

সীতা। কৃতঘ্ন!

জ্ঞান। আমি কৃতঘ্ন! তা হব বৈ কি!—দুনীয়ার বাজারে কারুর উপকার কর্‌তে নেই গো, কারুর উপকার কর্‌তে নেই! তাহলেই মানুষ কৃতঘ্নতার খেতাব পায়! ভগবন্, তোমার বিচার এই—

সীতা। অবশ্য, অবশ্য,—তার আর সন্দেহ কি!—এখন জানকি, আমার একটা বিশেষ দরকার আছে।

জান। প্রত্যেক নিশ্বাসের তালে তালে তোমার মাথায় শয়তানী মতলব গজায়, সে আমি জানি!—সে দিন যাদুকরের চেলার দরকার হ'য়েছিল, আমার কাছে ছুটে এসেছিলে, আজ বোধ হয় মালাকর, হালুইকর, কিম্বা তেমনিতর কোন কিছুর জন্যে চেলা-চুলোর দরকার হ'য়েছে তাই—

সীতা। আহা, ধন্য, ধন্য! এমন না হ'লে পতিপ্রাণা-সাধ্বী! তোমার মঙ্গল হোক্ জানকি! ঠিক ঠাউরেছ, হালুইকরের চুলোর দরকারই পড়েছে বটে! বিজয় সিংহ মোগল-শিবিরে পালিয়েছে, তাকে হালুয়া খাইয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে ধরে আন্‌তে হবে,—এখন আগুন-ভরা চুলো একটা চাই—

জান। আ মরি মরি! অনাছিষ্টি আব্‌দার শোনো!—আমার কাছে যেন যাদুকরের চেলা থেকে হালুইকরের চুলো অবধি সব সামিগ্রী জীয়োন আছে, তাই—দরকার মত ফর্‌মাস্ ক'র্‌লেই অম্নি নড়া ধরে টেনে টেনে বের ক'রে দেব!

সীতা। নিশ্চয়! গৃহলক্ষ্মী তুমি, গৃহস্থালীর ভার যে তোমারই হাতে—কিন্তু আজ আর দরকার নাই; কাল হ'লেই চল্‌বে। আজ আর পার্‌ছি নে, শরীর আলিয়ে দিয়েছে! ঘুমের জন্যে ছুটি পেয়েছি, রাত্রিটা—

জান। ঘুমের জন্যে ছুটি! অবাক্ ক'র্‌লে! দেশের এমন অবস্থা, আর ঘুমের জন্যে ছুটি! কি রকম আল্‌সে-কুঁড়ে, ঘুম-কাতুরে—বিশ্রী মানুষ গা তুমি?

সীতা। রাত্রে তেমন কিছু দরকারী কাজ নাই কি না, গুরুজী নিজেই তাই ছুটির ব্যবস্থা করলেন, আমি ছুটি চাই নি—

জান। তাই বল!—কাজ নেই, পড়ে ঘুমোও গে। কিন্তু কাজ ফেলে যে'খ যে ঘুমাতে পালাবে, সে যেন শুন্‌তে না হয়।

সীতা। যো হুকুম।

জান। তা, ঘুমের জন্যে ছুটিটা যখন পেয়েছ, তখন এখানে ব'সে ব'সে গল্প ক'রে সেটার অপব্যবহার করছ কেন, বাসায় যাও, ঘুমোও গে—

সীতা। সেই উদ্দেশ্যেই ত বাসার দিকে চ'লেছিলুম, কিন্তু—

জান। আবার কিন্তু কি? এখানে আস্‌বার জন্যে কে তোমায় মাথার দিব্য দিয়েছিল, আর কেই বা তোমায় পায়ে ধ'রে সেধেছিল, যে—

সীতা। হায় জানকি, হায়!

জান। তোমার হায় হায়, মরি মরি রাখ! ও সব শুন্‌তে আমার মোটেই স্বস্তিবোধ হয় না।—দেশের কাজে খাটবে যদি, শরীরটা শক্ত কর, সুস্থ রাখ, মিছে গল্পবাজীতে সময় ও স্বাস্থ্য নষ্ট ক'রে গোল্লায় যেতে পাবে না। বাসায় যাও, ঘুমোও গে। কিল্লাদার মশাইয়ের সঙ্গে দেখা ক'রে এলে কি? তিনি প্রাসাদে আছেন?

সীতা। আছেন। কেন?

জান। এই আংটিটে নিয়ে যাও, তাঁকে দিও। তাঁর ভাবি-

পত্নী সুচিত্রা-ঠাকুরাণী এখানে এসেছেন, একবার দেখা করতে চান,—এই লতামণ্ডপের মধ্যে তাঁকে ডেকে দাও—যাও, আর দাঁড়িও না, যাও বলছি—

সীতা। সীতারাম, সীতারাম! আরে দাঁড়াও জানকি, যেও না একটা কথা শোন।

জান। (প্রস্থানোদ্যত হইয়া) কি? ওকি হাস্‌ছ! যাও, তোমার কোন কথা আর শুনছি না। বাসায় যাও, ঘুমোও গে—

(প্রস্থান।)

সীতা। দুর্গা বল! নেহাৎ-ই আদেশ-পালনে বাধ্য করালে! যাই কিল্লাদার মশাইকে ডেকে দিয়ে বাসার দিকে পাড়ি দিই! জানকীটা অত্যন্ত—ওর নাম কি..... থাক, সেটা মনে মনেই রেখে দি, আর প্রকাশ করব না! দুর্গা, দুর্গা—

(প্রস্থান।)

(সুচিত্রাসহ জানকীর পুনঃ প্রবেশ।)

সুচি। কতক্ষণ পরে আস্‌বেন?

জান। আপনি ত তা কিছু ব'লতে বলেন নি, আমিও তা বলি নি,—কিন্তু কতক্ষণ আর দেরী হবে? ঐ ত কিল্লাদার মশাইয়ের প্রাসাদ দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে,—এখনি তিনি খবর পাবেন।

সুচি। তা না হয় পেলেন। কিন্তু কত প্রহর পরে তিনি এখানে আস্‌তে পারবেন, তাতো বুঝে উঠ্‌ছি না—

জান। আপনি পাগল দিদিমণি—আপনি এখানে এসে অপেক্ষা করছেন শুনেও তিনি নিশ্চিন্দি হ'য়ে দেরী কর্‌বেন?

রুচি। সংবাদটা তাঁর পক্ষে দুশ্চিন্তার বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু হাসালে জানকি? 'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু—' মনে কর? আমি এসে অপেক্ষা কর্‌ছি শুন্‌লেই তিনি ছুটে আস্‌বেন?

জান। ও কথার জবাবটা আমার মুখে ভাল শোনাবে না কুমারি, তাঁর মুখেই শুন্‌বেন।

(প্রস্থান।)

রুচি। কি সুন্দর সরল বিশ্বাস-নির্ভর-শীল প্রাণ এই জানকী-টার! ওর আনন্দময়ী মুখের পানে চাইলে আমার বড় তৃপ্তি বোধ হয়! আন্তরিক সন্তোষে প্রসন্ন-উজ্জ্বল মুখ, বুদ্ধিমত্তার দীপ্তি-ভরা, সরল-কৌতুক চঞ্চল দৃষ্টি—কি সুন্দর মাধুর্য্যে অভিষিক্ত! ওকে বুকে ক'রে রাখ্‌তে আমার ইচ্ছা হয়!—স্বামীর অপর্য্যাপ্ত স্নেহ করুণায় ওর অন্তঃকরণ স্নিগ্ধতায় পূর্ণ হয়ে আছে, ওর মুখের হাসি কেনই বা ভাল হবে না!—জানকি ভাগ্যবতি,—হাস্, হাস্ তোদের হাসির আলোতেই সংসারটা চিরদিন আলোকিত হ'য়ে থাক্!—আমার মত যেন—উঃ ভগবান, একি হ'চ্ছে প্রভু, এত ভাবি নিজের জন্যে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলব না, তবু,—তবু আবার কেন নিজের কথা মনে হয়? দূর হোক!—ওগো বুক-ভরা কান্নার চাপে আমার মুখের হাসি ফুরিয়ে গেছে,—নইলে আমিও অনেক

হাস্‌তে জানতুম্‌, অনেক হাসি ভালবাস্‌তুম্‌।—কিন্তু হায় হায়, হাসিকে ভালবাসা—সে আমার পক্ষে মহৎ ভুল, মহৎ অপরাধ হ'য়ে গেছে গো!—মহৎ অপরাধ হয়ে গেছে! উঃ ছ্যাখো, ছ্যাখো, আবার একটা জ্বালাময় ঈর্ষ্যার আগুনে বুকটা ধিকি ধিকি ক'রে পুড়্‌তে সুরু হোল। ওমা, একি জ্বালায় পড়্‌লুম গা। একি যন্ত্রণা।—আমি সর্ব্বত্যাগের আদেশ পেয়েছি সর্ব্বত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয়েছি, তবু কিছুই ছাড়্‌তে পারছি না—মিথ্যে জেনেও মিথ্যের মায়াটা—হায় ভগবান হায়!—(দুহাতে মুখ ঢাকিয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিল)

(গান।)

তুমি যাহা চেয়ে, জাগিছ হৃদয়ে দিতে পারি তাহা কই।
চেয়ে নিজপানে, ভুলে অভিমানে, এতটুকু হয়ে রই।
ছোট 'আমি'টারে লয়ে দিনরাতি, বেড়াতেছি শুধু করি মাতামাতি
চেঁচায়ে কেবল, করি কোলাহল,
জানি নে গরব বই।
করি টানাটানি, করি হানাহানি, শুধু 'আমি' টারে নিয়ে
ঢাকি সাবধানে, দু আঁখি গোপনে, আমির বাসনা দিয়ে
পলকের ফাঁকে তব জ্যোতিঃ ভায়,
বুক ফেটে প্রাণ ছুটে যেতে চায়,
সকল গরিমা ধুলায় লুটায়, কেঁদে বলে কিছু নই।
মুক্ত প্রবাহে, সমীরণ বহে,
জগতের বুক ছেয়ে

পূর্ণিমাশশী, ঢালে সুধা রাশি,
আমি ত দেখি না চেয়ে,
হেথা, রুদ্ধ গৃহের বদ্ধ বাতাসে, ক্ষোভে লাজে ভয়ে, আকুল হতাশে,
প্রতিপলে টানি, বিষের নিশ্বাসে,
বুকে ব্যাধি ভরে লই।
আছে দুটো কর কিছু সে করে না,
চরণে শকতি নাই,
বাতায়ন পাশে দাঁড়াব ভাবিলে
শুধু শত বাধা পাই—
মন বলে থাক এখন সে নয়, বাহিরে কে জানে আছে বা কি ভয়
রোধি প্রাণগতি, শত মোহভীতি, বলে বিভীষিকা—ওই,
তরাসে শিহরি, মরমে গুমরি, আঁধারে যাতনা সই।—
তুমি যাহ চেয়ে জাগিছ হৃদয়ে
দিতে পারি তাহা কই ?

(সহসা হরিবোলের প্রবেশ।)

হরি। (ব্যগ্রভাবে) দিবি, দিবি, দিবি!—আয়, আয়, তবে মন-খুলে সোজা রাস্তায় চলে আয়, আর দ্বিধা ক'রে পেছু হাঁটিস্ নি!—দ্যাখ, না বুঝে যে বোকা হয়, তার পারাপার আছে, কিন্তু বুঝে সুঝে বজ্জাতি ক'রে যে বোকা হয়,—তার কাছে ব্রহ্মা বিষ্ণু হার মানে!—বুঝ্‌লি—

সুচি। (বসিয়া পড়িয়া কাতরকণ্ঠে) হরিবোল দাদা, সত্য ক'রে বল দেখি, আমি কি ক'র্‌ব ?—

হরি। ওমা, আমি বল্‌ব? হ্যাঁরে হ'লি কি তুই! আমি বল্‌ব! আমি কি সে আদালতে ওকালতি করি যে আইনের প্যাঁচ মুখস্ত ক'রে ব্যবসা চালাব! নিজের বুকে হাত রাখ্‌,—প্রাণের ভেতর তলিয়ে বুঝে দেখ্‌, সত্যের সন্ধান পাস্‌ নি?

সুচি। হরিবোল দাদা, আমার ভয় হ'চ্ছে, সংশয় হ'চ্ছে—

হরি। মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা!—নিজেকে বিশ্বাস ক'র্‌তে পারছিস্‌ না, তাই বল্‌, সত্যকে চিন্‌তে পারিস্‌ নি—তা কি হবার যো আছে!—

সুচি। তবে বল,—আমি যা চিনেছি, যা বুঝেছি, সে কি—

হরি। তোর পক্ষে সেই ধ্রুবসত্য,—সেই ধ্রুব সত্য। তার কোন ভুল নাই, কোন সংশয় নাই!

সুচি। তবে, তবে,—হরিবোল দাদা, তবে—(উঠিবার চেষ্টা)

হরি। (হাত ধরিয়া) ওঠ্‌, ওঠ্‌, উঠে পড়্‌! ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে পড়্‌! দৌড় ঝাঁপে ছুটে চল্‌! ভয় কি? কা'র সাধ্য পথ আটকে দাঁড়ায়!—পথ যখন চিনেছিস্‌ তখন আর কি দাঁড়াতে আছে? চল্‌, চল্‌, এগিয়ে চল! এগিয়ে চল!

সুচি। হরিবোল দাদা, আমার পা দুটো বড় কাঁপ্‌ছে, হাতটা শক্ত ক'রে ধরো ভাই, ছোট বোনটি আমি তোমার—

হরি। পথের যাত্রী, সাথের সঙ্গী,—আয় আয় সঙ্গে আয়, আত্মার আত্মেতরের আত্মীয় তুই আমার, কত আদরের অন্তরঙ্গ সুহৃদ তুই আমার—প্রাণ গলা আনন্দ-পিযূষে অভিষিক্ত স্নেহের

সন্তান আমার, আয় মা সঙ্গে আয়! তুই হাসি ভালবাসিস্, তোর কান্না কি তাঁর বুকে সয়! সে যে হাসির দেবতা রে, হাসির দেবতা! ছাখ্ ছাখ্—তার হাসির আলো নিয়ে, পূর্ণিমার জ্যোৎস্না মাটীর বুকে হীরের ধারে ঠিক্‌রে পড়্‌ছে! ছাখ্ ছাখ্ চোখ ভ'রে গেল, প্রাণ ভ'রে গেল,—ছাখ্ ছাখ্ চেয়ে ছাখ্,—অনন্ত অফুরন্ত হাসির রাজ্যে, হাসির সিংহাসনে ব'সে, হাসির দেবতা কত হাসি—কত হাসি—হাস্‌ছেন। হাঃ হাঃ হাঃ! আয় আয়,—তাঁর পায়ে, তাঁর পায়ে!

(সুচিত্রার হাত ধরিয়া প্রস্থান।)

(কুমার সিংহের প্রবেশ।)

কুমার। সুচিত্রা, কই সুচিত্রা? অথচ নিজে আসেনি! আশ্চর্য্য তার ব্যবহার! এই তঃ উদ্যান-দেউড়ীর সামনে প্রথম লতামণ্ডপ,—এই খানেই ত সে আমার জন্যে অপেক্ষা ক'র্‌বে, ব'লে দিয়েছে। কিন্তু কই? বুন্দিপতি ও আমার পিতা, একই বৃদ্ধ প্রপিতামহের সন্তান ব'লে, আত্মীয়তা সুবাদে, অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার আমার আছে বটে, কিন্তু তাই ব'লে—এই কন্যান্তঃপুরের উদ্যানে,—এম্নি সময়—সুচিত্রার আহ্বানে আসাটা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুচিত! কিন্তু বড় উৎকণ্ঠা বোধ হ'চ্ছে, সুচিত্রা কেন এমন ভাবে আচম্বিতে আহ্বান ক'র্‌লে? নিশ্চয় কিছু গুরুতর কারণ আছে। নিশ্চয়ই তার

প্রয়োজন কিছু আছে, বসি একটু (উপবেশন) অনেক কায পʼড়ে আছে আমার, কতক্ষণই বা এমন নিশ্চিন্ত হʼয়ে বʼসে থাকি (উত্থান) এ কি! কে গান গায়? ঐ যে ঐ—সুন্দ গান ত।

নেপথ্যে। (গান।)

কেন, নীরবে আসিয়ে নীরবে চলিয়ে যাও।
এসে এ বিজনে, আন্‌মনা ধ্যানে, করুণ নয়নে কার তরে চাও!
কি জানাতে এসে, জানাতে পার না, বল গো মানসে পোষ কি কামনা
আমি ত জানি না, বুঝায়ে বল না,
কেন গো নীরবে বেদনা পাও।
বুঝিনে আঁখির মৌন মূক আশা, বুঝিনে অধরে আছে কি পিপাসা
নিভৃত হৃদয়ে রেখেছ কি আশা,—
বুঝিনে, বুঝিনে, বুঝায়ে দাও!—

কুমার। এ কি! এ কি সঙ্গীত! কি ভীষণ উন্মাদনার—মোহ-মিশ্রিত। বিদ্যুত্তরঙ্গময়ী মাদকতা—বিষ জর্জ্জরিত—ভয়াবহ সঙ্গীত! এ কি মানব-হৃদয়ের উচ্ছ্বাস্! এ কি মানব কণ্ঠের গান!—আমার সমস্ত অন্তরাত্মা উদ্‌ভ্রান্ত বিকল হʼয়ে উঠ্‌ছে—এ কি গান শুনলুম! এ কি, উঃ! হৃদ্‌পিণ্ডটা—ওঃ! (দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িলেন)।

(সহসা শূন্যদেশে উজ্জ্বল আলোক সৃষ্টি—
ভ্রান্তিবিকার কুমারীগণের আবির্ভাব।

।কলে। (গান।)

ঐ জেগেছে, জেগেছে, আত্মঘাতী স্মৃতি
পেয়েছে পেয়েছে ফিরিয়ে প্রাণ।
ঐ জমাট তুষারে তরঙ্গ-হিল্লোল
ব'হে যায় দ্রুত, কলস্রোত গান!
ঐ প্রতি পরমাণু আকুল উচ্ছাসে
ছুটিছে ঊর্দ্ধে অসীম আকাশে—
ঐ সারা বিশ্বেতে, মহা ওত-প্রোতে
প্রলয় ঝঞ্ঝা তান!—
ঐ জীবনে, মরণে—অন্তিম রণে,
বজ্র-দীপ্ত-গান!

(প্রস্থান।

কুমার। (উদ্‌ভ্রান্তভাবে) কোথায় আমি? কন্যান্তঃপুরের উদ্যানে!—এই খানে বিশাখা,—বিশাখা,—মুগ্ধ ভক্তের স্বপ্ন-লোক-চারিণী, হৃদয়-বন্দ্যনীয়া দেবি, তুমি এই খানে!—এই মাটীর ওপর প্রতিদিন পদাঙ্ক-রেখা রেখে চ'লে যাও, ওগো দেবি—(নেপথ্যাভিমুখে চাহিয়া) ওই ওই যে। ঐ সরোবর তীরে—ঐ জ্যোৎস্নালোকমণ্ডিত লতাকুঞ্জ মাঝে, ঐ যে ঐ যে—যাই যাই, একবার, শুধু একবার দূর থেকে দেখে আসি—বিশাখা, বিশাখা,—দেবী আমার, হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী,—হৃদয়-লক্ষ্মী আমার—বিশাখা—

(প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শূন্য পথ।

(দ্রুতপদে ছুটিয়া ধর্ম্মশক্তির প্রবেশ।)

ধর্ম্ম। (অধীরভাবে) ভয়ানক ক্ষতি হ'য়ে গেল, ভয়ানক ক্ষতি হ'য়ে গেল! যাঃ সর্ব্বনাশ হোল বুঝি।—ভ্রান্তিবিকার কুমারী-গণের প্রবোচনায় মোহোন্মাদ জীবাত্মা—ঐ, ঐ,—অন্ধ আবেগে জ্ঞানশূন্য হ'য়ে ছুটেছে,—মৃত্যু-বিভীষিকা বেষ্টিত—নিদারুণ বন্ধনের দিকে, বন্ধনের দিকে! এবার তার গতি রোধ করি—কেমন ক'রে গতি রোধ করি। গেলুম, গেলুম, এবার আমি বুঝি গেলুম,—অসহ্য শঙ্কা তাড়নে, আমার সর্ব্বশরীর থর থর্ ক'রে কাঁপ্‌ছে! এইবার—এই সঙ্কটে কি-হ'তে কি-হ'য়ে, যায় বুঝি।—কি করি,—কি করি!—ওহো—হো! মনে পড়েছে, মনে পড়েছে,—নীতিজ্ঞান নীতিজ্ঞান—নীতিজ্ঞান—

(নেপথ্যে। কি—গো—)

তোমার সৌখীন মিহিসুর' রাখ্? শীঘ্র আয় রাক্ষসি!—শীঘ্র আয়, সর্ব্বনাশ হয় বুঝি!—

(নীতিজ্ঞানের প্রবেশ।)

নীতি। কি রকম? সর্ব্বস্ব আগ্‌লে ব'সে রয়েছ, আবার সর্ব্বনাশ হবে কি?--নীতিজ্ঞানের খোঁজ পড়ে কেন!—

ধর্ম্ম। নীতিজ্ঞানের খোঁজ পড়ে,—দুর্নীতির মোহ-বিক্রম খর্ব্ব কর্‌বার জন্য, নচেৎ আর কোন প্রয়োজনে নয়!—লোক-সমাজে, অনাবশ্যক লৌকিকতার—অন্ধ পূজা,—অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাও ব'লে, গোগ্রাসে সেগুলা গলাধঃকরণ ক'রে দেহটা বিসদৃশ স্থূল এবং একান্ত অলস ক'রে তুলেছ! প্রকাণ্ড দেহটার প্রচণ্ড গর্ব্ব নিয়ে দাম্ভিকতায় তুমি দিশেহারা হ'য়ে উঠেছো! কাযের সময় নড়ে বস্‌তেও পার না!

নীতি। তুমি নিজে শুট্‌কে কি না, তাই আমার এমন সুন্দর নধর নিটোল দেহটি—

ধর্ম্ম। থাক্, তোমার জড়-উপাদান-পুষ্ট বিশাল দেহের—বিরাট সৌন্দর্য্য তোমাতেই থাক্, আমার তা দেখ্‌বার কোন কৌতূ-হল-স্পৃহা নাই! ওর স্তব কর্‌তে পার্‌ব না।

নীতি। তবে আমার মুণ্ডু নিয়ে টানা হ্যাচ্‌ড়া জুড়েছ কেন?—

ধর্ম্ম। প্রয়োজন ব'লে! নিজের গরজে!—মুণ্ডুটা যে তোমার সারবান্ পদার্থ! অধমাঙ্গটা তোমার যাই হোক্,—কিন্তু উত্তমাঙ্গের—ঐ মস্তিষ্ক-টা—ও যে আত্মজ্ঞানের অংশে সৃষ্ট! দায়ে প'ড়েছি, এবার ওর সহায়তা গ্রহণ আমার পক্ষে

অনিবার্য্য—চেয়ে দেখ ঐ—বিকারগ্রস্ত, জীবাত্মা, সেই শাপ-প্রভাবে আত্মজ্ঞানচ্যুত হতভাগা ঋষিশিষ্য,—ঐ কুমার-সিংহরূপী আত্মহারা-উন্মাদ—চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ—নীতি-জ্ঞান,—যাও, ওকে নূতন বন্ধনের আকর্ষণ থেকে রক্ষা কর!

নীতি। হুঁ,—কি করতে হবে?

ধর্ম্ম। ওর সম্মুখে আবির্ভূত হও, ওর উন্মাদ চিত্তবৃত্তির গতি রুদ্ধ কর!—

নীতি। আচ্ছা চল্লুম!—কিন্তু তুমি কাহিল হ'য়েই সব গোল বাধালে!

(প্রস্থান।)

ধর্ম্ম। তার আর সন্দেহ কি? ধর্ম্মশক্তি—ক্ষীণশক্তি না হ'লে, কার সাধ্য জীবাত্মার অধঃপতনের জন্য এমন নিদারুণ বিপ্লব সৃষ্টিকরে!—ধর্ম্মশক্তি আমি,—জীবাত্মার—আত্মোন্নতি-সাধনের, উপায়-প্রণালী আমি—আমি আজ সুদীর্ঘ দিন,—স্বাস্থ্যহীন, অল্পাহারী,—শক্তিহীন স্ফূর্ত্তিহীন—মৃতকল্প!—নিয়তির শূলাগ্রধারে, আমার বুক ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে গেছে,—ওঃ, রাক্ষসী নিয়তি! সুযোগ পেয়ে কি নির্দ্দয় উৎপীড়নেই আমায় উৎপীড়িত ক'রেছে! আচ্ছা থাক তুমি, সেদিন চ'লে গেছে আমার, আজকার এ দিনও চিরদিন থাকবে না, একদিন—একদিন আমি সুদিন পাবই পাব!—আত্মজ্ঞানের সাহায্য-আনুকূল্যে—শক্তিমান হ'য়ে, শ্রেষ্ঠ পৌরুষ-বলের উপর

একদিন জন্মাধিকার স্থাপন কর্‌ব-ই! একদিন—সেই পরম পুরুষকাররূপে অভিব্যক্ত হ'য়ে—পিশাচী নিয়তি—তোমার বক্ষঃ পদাঘাতে চূর্ণ কর্‌ব!—ঐ—ঐ ঊর্দ্ধদেশে, বায়ুমণ্ডলীর ঊর্দ্ধতমভাগে, মহাশূন্যে—অব্যক্ত গোপনতার মাঝে, প্রসুপ্ত আত্মজ্ঞান—ঐ—ঐ—নব চেতনায় জাগরিত হ'য়ে উঠ্‌ছেন। সুপ্রভাত! সুপ্রভাত! স্বাগতম্ দেব, আসুন,—আসুন উভয়ে এক যোগে কর্ম্মক্ষেত্রে যাত্রা করি!—

(প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য

উদ্যান সরোবরতীরে লতাকুঞ্জ সম্মুখ।

(বিশাখা।)

বিশাখা। (বসিয়া ফুলের মালা গাঁথিতে গাঁথিতে—) দূর হোক্‌ছাই, সুচিত্রাও গেছে সেই পথ—ব'লে গেল এখুনি আস্‌ছি, কিন্তু ফের্‌বার নামটি সেই; আমি একলা গান গাইতে গাইতে দু-ছড়া মালা গেঁথে ফেল্‌লুম্, তবুও—তার দেখা নাই! আচ্ছা ও খুব সুখী, না?—নিশ্চয়, ওর ভাগ্যটা খুব ভাল!—ও, কেল্লাদার কুমার সিংহের স্ত্রী হবে, উঃ কি সৌভাগ্য!—সত্যি চমৎকার লোক তিনি—আমার ত, তাঁর কথা মনে পড়্‌লে বেশ আনন্দ

হয়। এই যে—ভুল ক'রে শ্বেতকরবী গেঁথে ব'সেছি,—এটা তো এখানে হবে না, এইটে......হাঁ ছিঁড়ে ফেলি। কিন্তু- কেল্লাদার মশাই, সুন্দর সৌজন্যশীল ভদ্রলোক,—আচ্ছা, আচ্ছা, ভাল কথা মনে পড়্‌ল, সুচিত্রা কি হঠাৎ ব'লে ফেল্‌লে, বিয়ে হবার আশা নাই—না কি? ওর মানে কি? আর তো সে ভাঙ্গলে না, আমি কত জিজ্ঞাসা কর্‌লুম্‌, কিন্তু সুচিত্রা, সব চাপা দিলে! সত্যি, কি একটা কিছু হ'য়ে গেছে, আসুক্‌ সে ফিরে,—তার পর—

(সহসা কুমার প্রবেশ করিয়া
স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইল।)

(উঠিয়া) এ কি, আপনি! হঠাৎ এখানে? নমস্কার, সব মঙ্গল ত?

কুমার। মঙ্গল, নমস্কার। ক্ষমা করুন, ভ্রমবশতঃ এসে প'ড়েছি, আপনি বিরক্ত—

বিশা। না না, সে কি কথা। আপনি আমাদের কত—সুচিত্রা কই?

কুমার। সুচিত্রা! জানি না তার সংবাদ!—দেবি, আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করুন, আমি অত্যন্ত অন্যায় ক'রেছি—আপনি এখানে—

বিশা। কেন বার বার ও কথা বলেন? আপনি বোধ হয় সখী

সুচিত্রার অন্বেষণেই এসেছিলেন? বুঝেছি, বসুন এইখানে, আমি তাকে খুঁজে পাঠিয়ে দিচ্ছি—

কুমার। না না, যাবেন না, দাঁড়ান, তাঁকে পাঠাবার প্রয়োজন নাই,—আমিই চ'লে যাচ্ছি, আপনি বসুন—বিশ্রাম করুন—

বিশা। পরম সৌভাগ্য আমার! বসুন আপনি, একটু বিলম্ব মাত্র, এখনি তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, বোধ হয় উদ্যানের ও-পাশে তারা আছে, এখনি—

কুমার। ক্ষমা করুন, আমার অপেক্ষা ক'রবার সময় নাই। সহস্র কাজ ফেলে এসেছি—

বিশা। ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন, আর্য্য,—কাজ যখন ফেলে এসেছেন, তখন—

কুমার। না না না!—আমার সময় নাই। এই অঙ্গুরীটা তা'কে ফিরিয়ে—না থাক, সে পরে হবে, আমি চল্লুম—

বিশা। (স্বগতঃ) ঈষ্, এত অধৈর্য্যতা! আমার হাসি পাচ্ছে! (প্রকাশ্যে) আপনার যাওয়া হবে না আর্য্য, সুচিত্রা দুঃখিতা হবে,—তার কাছে শেষে আমি—না না বসুন আপনি।

(প্রস্থান।)

কুমার। হতভাগ্য, উন্মাদ আমি! হঠাৎ কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হ'য়ে অন্ধবেগে ছুটে এলুম!—ছি, ছি, ক'রেছি কি? নিজের আচরণে নিজের প্রাণ যে আতঙ্কস্তম্ভিত হ'য়ে পড়্‌ল। উঃ! এমন ভয়ানক অধঃপতন হোল আমার!

(শাবন্ত সিংহের প্রবেশ।)

শাবন্ত। কি দেখ্‌লুম! স্বচক্ষে? স্বকর্ণে! কাকে অপ্রত্যয় ক'র্‌ব!—জনশূন্য উদ্যানে, লতাকুঞ্জ-দ্বারে, দুটিমাত্র প্রাণী! হা পরমেশ্বর! এও আমায় দেখ্‌তে হোল! ধিক্ (অগ্রসর হইয়া প্রকাশ্যে) কুলাঙ্গার, কাপুরুষ!—

কুমার। (সচমকে) এ কি পিতা! আপনি এখানে কখন এলেন!

শাবন্ত। আমার পবিত্র বংশ-গৌরবে কলঙ্ক লেপনের জন্য, ভগবান এমন পাষণ্ড সন্তানের পিতা ক'রেছেন আমায়,—তা জান্‌তাম না! পিতৃ-মর্ম্মঘাতী নরপ্রেত! ওরে, কোন্ মর্ম্মান্তিক শব্দে তোকে অভিশপ্ত ক'র্‌ব আজ! বিশ্বাসঘাতক শৃগাল!—রাজপুত-জীবনের শ্রেষ্ঠব্রত স্বামীধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে, এম্নি ক'রে প্রভুর অন্তঃপুরে—(অসি খুলিয়া) তোর মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। প্রস্তুত হ'—

কুমার। পিতা—

শাবন্ত। মহাপাপী, কৃতঘ্ন! চুপ্ ক'র্।—যদি সত্য সত্য আজ পিতৃহত্যা-পাপে পরিলিপ্ত হ'তে, স্নেহের সন্তান ব'লে তোমায় ক্ষমা ক'র্‌তেম কুমার—কিন্তু ওঃ কি তীব্র মনস্তাপ রে!—শাবন্ত সিংহ যে স্বপ্নেও এ যন্ত্রণা কল্পনা করে নি!—আমার সন্তান, আমার শোণিতে সৃষ্ট, স্নেহের সন্তান, সে,—সে—ছিঃ ছিঃ অকৃতজ্ঞ প্রভুদ্রোহী পাষণ্ড,—রাজ্যেশ্বরের সম্মাননাশ-

কারী নির্দ্দয় দস্যু—জান তুমি,—তোমার পিতা রাজপদে আত্মবিক্রীত-নির্ম্মম,—কঠোরপ্রাণ কর্ত্তব্যদাস!—জগতে কোন শক্তি নাই, যা শাবন্তহারের স্বামী-ধর্ম্মপালনে প্রতিবন্ধক হ'তে পাবে!—প্রস্তুত হও কুমার! তরোয়াল খোল, সম্মুখ যুদ্ধে,—শাবন্তহারের সন্তানের মত মৃত্যু বরণ কর!

কুমার। প্রস্তুত আছি,—কিন্তু শুনুন পিতা—

শাবন্ত। পিতা! চুপ কর্ পাপাত্মা, চুপ কর্! আর সে যন্ত্রণাস্কর স্মৃতি জাগাস্‌নে, শাবন্তহার আগে নির্ব্বিকারচিত্তে কর্ত্তব্য সমাধান করুক, তারপর—খোল তরবারী—

কুমার। পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে আমি অক্ষম—

শাবন্ত। তবে পশুর মত মর—

(অস্ত্র প্রহারোদ্যোগ, -যজ্ঞেশ্বরের দ্রুত প্রবেশ ও নিজের অস্ত্রে, অস্ত্রাঘাত নিবারণ)

যজ্ঞে। করেন কি! করেন কি হারজি!

শাবন্ত। দূর হও কৃতঘ্ন!—কুলাঙ্গার সন্তান বিশ্বাসঘাতক, স্নেহের শিষ্য যজ্ঞেশ্বর তুমি, তুমিও আজ সুযোগ পেয়ে—যাক্, উত্তম! বীরাচারী শৈব আমি,—আজ পুত্রের রক্তে, শিষ্যের রক্তে, উপাস্য দেবতাকে বীভৎস পূজায় পরিতৃপ্ত ক'র্‌ব!—ইচ্ছা হয়, দু-জনে এককালে আক্রমণ কর,—প্রভুভক্ত, হার-সন্তানের বাহুতে কত বল, পরীক্ষা কর।

যজ্ঞে। শাবস্তহারের অস্ত্র-শিষ্য, যজ্ঞেশ্বর,—গুরুর নিকট অস্ত্র-পরীক্ষাদানে অক্ষম নয়।

কুমার। থাম দাদা, ক্ষান্ত হন পিতা,—অনুনয় কর্‌ছি, স্থির হন। যজ্ঞেশ্বর দাদা, তুমি চ'লে যাও এখান থেকে—

যজ্ঞে। যাচ্ছি, হারজি—

শাবস্ত। কোন কথা নয় যজ্ঞেশ্বর, এই মুহূর্ত্তে স্থান ত্যাগ কর।

যজ্ঞে। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।—হারজি,—একটি কথা, আপনি যা ভেবেছেন, সে আমি বুঝেছি,—কিন্তু সে ভুল আপনার। আমি সব জানি, আমায় বিশ্বাস করুন, শুনুন আপনি, সুচিত্রা-মা এখানে এসেছেন, তিনিই কুমারকে কোন প্রয়োজনে আহ্বান ক'রেছেন, তাই কুমার এখানে এসেছে। বিশ্বাস না হয় আসুন, সীতানাথ সিং সাক্ষ্য দেবে,—এই দেখুন, কুমারের হাতে সুচিত্রার সেই আংটি—

শাবস্ত। মিথ্যাবাদী, ভণ্ড, প্রতারক? দূর হও, নিজের চক্ষুর চেয়ে বিশ্বস্ত সাক্ষী, অন্যকে মান্‌ব! কুমার, আমার দৃষ্টির সম্মুখে দৃষ্টি তুলে দাঁড়াও, আমার প্রশ্নের সত্য উত্তর দাও—

কুমার। (নতজানু হইয়া) পিতা, আমি নরাধম, আমি পাষণ্ড,—

শাবস্ত। শোন যজ্ঞেশ্বর, এর পর—

যজ্ঞে। হাঁ এর পরও শোনবার আছে। কুমার, উচ্চতম রাজপুত-কুলে জন্ম তোমার,—বংশের সম্মান রেখে, অকপটে সত্য

উচ্চারণ কর,—তুমি কোন অন্তঃপুরিকার পবিত্রত্বের সম্মান নাশ ক'রেছ?

কুমার। (উঠিয়া) না, না, এ জীবনে নয়! পিতা,—জন্মদাতা দেবতা আপনি,—আপনার সামনে, দেবাদিদেব মহাদেবের নামে শপথ ক'রে,—তরবারী স্পর্শ ক'রে, আপনার চরণ স্পর্শ ক'রে মুক্তকণ্ঠে সত্য বল্‌ছি,—আমি নরাধম হ'লেও, পশুর অধম নয়,—পিতা, তা আমি নয়।—আমি কোন অন্তঃপুরিকার—জগতের কোন স্ত্রীলোকের পবিত্রত্ব-সম্মান অবজ্ঞার চক্ষে দেখি নাই। রাজদত্ত অতুল সম্মান, অপরিসীম বিশ্বাস-নির্ভরতার মর্য্যাদা, আমি প্রাণপণ শ্রদ্ধায় পালন ক'রেছি,—যদি কোনদিন ভ্রমেও তার প্রত্যবায় ক'রে থাকি, তবে ভগবান বাসবদেব, এই মুহূর্ত্তে, বজ্রাঘাতে আমার মস্তক চূর্ণ কর।—

যজ্ঞে। হারজি, আপনার ইচ্ছা হয়, এর পরও ব'সে ব'সে প্রশ্ন করুন, কিন্তু আমি আর এখানে দাঁড়াতে পারি না। আমি বাড়ী চল্লুম, কাঞ্চনকে একবার দেখে আসি—

(প্রস্থান।)

শাবন্ত। কুমার, কিছুক্ষণ আগে এইখানে লতাকুঞ্জ-দ্বারে একজন স্ত্রীলোক ছিলেন,—কে তিনি? সুচিত্রা?

কুমার। না, (অধোমুখ হওন)

শাবন্ত। তবে কে তিনি? মুখ তোল, নির্ভীকভাবে, স্পষ্টাক্ষরে সত্য উত্তর দাও, কে তিনি?

কুমার। পিতা,—

শাবস্ত। কুণ্ঠিত হ'চ্ছ কেন? অকপটে সত্য উত্তর দাও,—অপরিণতবয়স্ক যুবা তুমি,—এই নির্জ্জন উদ্যানমধ্যে একাকিনী অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোককে কি সম্পর্ক-সুবাদে সম্ভাষণ করছিলে, আমি তা জান্‌তে চাই।

কুমার। মাননীয়া অন্তঃপুরিকা তিনি, তাঁর সঙ্গে আমার—অ—অ—অ—অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ—

শাবস্ত। তারপর? থাম্‌লে কেন? (সরোষে) কুলাঙ্গার, আজও তোমার পিতাকে চিন্‌তে পার নি? সন্তানের চরিত্র-কলঙ্ক শোন্‌বার আগে, তার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণই আমার বাঞ্ছনীয়! পাপাত্মা, শাবস্তহারের পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে,—পূর্ব্বপুরুষগত উচ্চ হৃদয়-মনের অধিকারী হ'য়ে,—আজন্ম সৎসঙ্গে, সৎশিক্ষায় জীবন যাপন ক'রে, শেষে, নীচ পশু, শৃগাল কুক্কুরের মত—অবাধ ব্যভিচার-ব্রতে আত্মসমর্পণ ক'রে বংশের সম্মানে বজ্রাঘাত করলে!

কুমার। পিতা, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন,—আপনার পাদস্পর্শে শপথ ক'রে বল্‌ছি, মাতৃগর্ভ হ'তে যেরূপ বিশুদ্ধ শরীরে জন্মগ্রহণ ক'রেছি,—আজও—পিতা! আজও আমি তেমনি, তেমনি আছি।

শাবস্ত। প্রবঞ্চনা কোরো না আমায়, সত্য বল, কি প্রয়োজনে তুমি তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করছিলে? তোমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি?

কুমার। কি প্রয়োজন?—কি সম্পর্ক! কি সম্পক—

(বেগে হরিবোলের প্রবেশ।)

হরি। হারিও না, হারিও না, এমন সুযোগ হেলায় হারিও না!—প্রকৃতির বুকে পদাঘাত ক'রে পুরুষকে জাগিয়ে তোল,—মনের সকল ভয় দ্বিধা, প্রাণের সকল ব্যথা দ্বন্দ্ব—মিটিয়ে দাও, মিটিয়ে দাও,—সকল আবরণ ভেদ ক'রে বেরিয়ে এস, ভয় কি? সন্তান মার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়েছে? ক্ষতি কি তাতে? সৌভাগ্য সে তোমার!—মাকে ভালবাসা,—হাঁ, হাঁ, সন্তানের সুকৃতি সে! জগন্মাতার প্রতিমূর্ত্তি, মাতৃরূপা নারীজাতি—মাতৃরূপা নারীজাতি!—সন্তানের স্নেহাবেগের আকর্ষণে—তাদের প্রাণের রূপ শতমূর্ত্তিতে অভিব্যক্ত? তবু, তবু—মাতৃরূপা নারীজাতি—মাতৃরূপা,—বল বল কি সম্পক, তাঁর সঙ্গে?—কেন তিনি?—

কুমার। মা—মা, জননী আমার তিনি!

হরি। বল বল তাই বল। সন্তানের পক্ষে মাতৃ-সম্ভাষণে প্রয়োজনের ছুতা খোঁজার অপেক্ষা আবার কি?—মাতা পুত্রের আলাপ,—সে কি, সজনতা, নির্জ্জনতার দ্বিধা বিচারের অন্তর্গত? কখনো না, কখনো না, ভালমন্দ কোথাও কিছু নাই, কোথাও কিছু নাই—গেরোর ফেরে মনে গেরো লাগ্‌লেই সব গোলমাল,—ভাবনাতে সব! ভাবনাতেই সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, ভাবনার মূলে ভগবান!— (প্রস্থান।)

শাবন্ত। কে এই অদ্ভুত শক্তিশালী মহা তেজস্বী ঐন্দ্রজালিক! আমি চমৎকৃত হ'লুম! কুমার, বৎস, মুখ তোল, ক্ষমা কর আমায়! কর্ত্তব্যের অনুরোধে রূঢ়-নিষ্ঠুর আচরণে প্রিয়তম পুত্রের হৃদয়ে যদি আঘাত ক'রে থাকি, অনুতপ্ত পিতাকে ক্ষমা কর, বৎস। (আলিঙ্গন)

কুমার। প্রণাম পিতা—(প্রণাম)

(বেগে সীতানাথের প্রবেশ।)

সীতা। সর্দ্দার ঠাকুর, শীঘ্র আসুন, মহারাজ স্মরণ ক'রেছেন। মাত্র একটি চোপদার সঙ্গে, মোগল সেনাপতি মহারাজ মানসিংহ দুর্গদ্বারে সমাগত। আজ রাত্রের মত তাঁরা দুর্গে আশ্রয় চান।

শাবন্ত। আশ্রয় চান? শত্রুর দুর্গে? রাজপুতগণের অসীম সৌভাগ্য, আতিথ্য-সৎকারের সুযোগলাভে রাজপুতগণ কৃতার্থ হবে। এস, আমি নিজে গিয়ে এই বরণীয় অতিথিকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করছি। আতিথ্য-সৎকার আমাদের পরম ধর্ম্ম।

(সীতানাথসহ প্রস্থান।)

কুমার। কি যেন একটা নিদারুণ বন্ধন-পীড়নের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলুম, উঃ কি ভীষণ দুঃস্বপ্নের মোহ সে! এ কি! সহসা গভীর তন্দ্রভারে সমস্ত শরীর অবশ হ'য়ে আসছে কেন?—

এই সমস্ত বিপ্লব-সংঘাত-স্তম্ভিত চিন্তাশক্তিকে, স্নিগ্ধ আনন্দময় আবেশে অভিভূত ক'রে, এ কি প্রবল নিদ্রাকর্ষণ হ'চ্ছে ?—এ কি আশ্চর্য্য, আর দাঁড়াতে পারি না যে,—এইখানেই শয়ন করব ?. ... না, না, না, মাতৃরূপা নারীজাতি, তাঁদের সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্যের হন্তারক হওয়া কৃতঘ্নতা! আমি এস্থানে যথেচ্ছ বিশ্রামের যোগ্যাধিকারী নই। উঃ! একি নিদ্রা আকর্ষণ।

(প্রস্থান।)

(হাততালি দিয়া হাসিতে হাসিতে হরিবোলের প্রবেশ।)

হরি। হাঃ হাঃ, হাঃ, এইবার নির্ভয়! জন্মান্তর পূর্ব্বের—সেই মোহ-মুগ্ধতা—সেই ভ্রান্তি-বিকার সৃষ্ট আত্মঘাত অপরাধ-তার প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ এত দিনে! তার যন্ত্রণা ভোগ নিবৃত্তি এইবার! হাঃ হাঃ, মানসিক আত্মহত্যার ভিতর দিয়ে, কল্যাণের রাজ্যে জীবাত্মার আত্মত্রাণের পথ মুক্ত হোল! এবার হাঃ হাঃ হাঃ।

(প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

কিল্লাদার-ভবনের চত্বর।

(টলিতে টলিতে কুমারের প্রবেশ।)

কুমার। অতি কষ্টে পা দুটোকে টেনে নিয়ে চ'লেছি, আর ত পারি না, এইখানে—এবার এইখানেই বিশ্রাম করি, ওঃ একি আকস্মিক তন্দ্র-জড়তা আক্রমণ!—(শয়ন ও নিদ্রা)

(শূন্যে গান)

এখনো জ্যোছনা আছে ধরণীর গায়।
ঘুমায় জগত জীব,—অলসে ঘুমায়!
সুদূর বিমান পরে, সুধাকরে সুধাক্ষরে,
বসন্ত পরশে ভাসে দখিনের বায়।
নয়নে আবেশ ভরা, বুকে বাঁধা চিত-হরা,
অসীম আসক্তি রাশি—দৃঢ় মমতায়!
অলসে ঘুমায় জীব, অলসে ঘুমায়।

(সুসজ্জিতা বালিকা-বেশে প্রবৃত্তির প্রবেশ।)

প্রবৃ। ঘুম-পাড়ান আমার কাজ, গাই গো ঘুমের গান—

(তাপস-বালক বেশে নিবৃত্তির প্রবেশ।)

নিবৃ। জাগিয়ে জীবে যত্নে পাঠাই, চিদানন্দ ধাম!—

প্র। আমি কামনারূপ—লালসারূপ—প্রবৃত্তি—

নি। আমি সাধনারূপ—তিতিক্ষারূপ—নিবৃত্তি—

প্র। আমি জগৎ-সেরা কুহকিনী—

নি। আমি কুহক-নাশি মন্ত্র জানি—

প্র। আমি মায়ার মন্ত্রে, মোহ রচি,—ফুঁ দি, জীবের কাণে—

নি। আমি দয়ার তন্ত্রে, পরম শান্তি, ঢালি মর্ম্মস্থানে—

প্র। আমি দেখাই, গর্ব্বভরে, ইন্দ্রজালের দীপ্তি—

নি। আমি দেখাই, শিব, সুন্দর, এবং সত্য তৃপ্তি—

কুমার। (নিদ্রিত অবস্থায়)

মেঘমুক্ত নিৰ্ম্মল গগন,
উজ্জ্বল কিরণ চন্দ্রিমায়—
ফুল্লময়ী মধুরা যামিনী, সৌন্দর্য্যের রাণী,
স্নিগ্ধ গন্ধে প্রমোদিত বনানী সকল
নিস্তব্ধ ধরণী,—বুকে জীব গভীরে ঘুমায়
ঘোরাবেশে বিমুগ্ধ মায়ায়
বক্ষোপরে, বাহু-ডোরে বাঁধা রূপলতা!

নিবৃত্তি। মুগ্ধ জীব জাগ এইবার, হের একবার—
অপূর্ব্ব আনন্দময় মূর্ত্তি চন্দ্রিকার!

প্রবৃত্তি। না, না, না, উঠ্‌বে কি গো ঘুমাও ঘুমাও শুয়ে,
চাঁদের আলো মরে, মরুক মিথ্যে ধরা ছেয়ে—
ও চাঁদ তো চিরদিনের নয়,
কৃষ্ণপক্ষ এলে হবে সবি আঁধারময়।

নিবৃত্তি। তা কি কভু হয়!—
চন্দ্র রয় সমানে আকাশে
স্বভাবের বশে আবরে প্রকাশে,
শুক্ল কৃষ্ণ দুই পক্ষ তারে।
চন্দ্র কিন্তু নির্ব্বিকারে, চির-দীপ্তিমান
হের বদ্ধপ্রাণ জীব,
হের ঐ উজ্জ্বল চন্দ্রিমা
পিছে আসে প্রেমের পূর্ণিমা—
লহ হৃদে বরি— পূর্ণোজ্জ্বল সে মধু শর্ব্বরী
রহিবে সে পূর্ণচন্দ্র প্রাণে চিরোজ্জ্বল!
এ যামিনী, বৃথা নাহি কর অপব্যয়,
উপভোগ তৃষ্ণাবশে ক্ষয়,—মূর্খতা, মূর্খতা শুধু—
জড়ত্ব কেবল!—
ঐ চন্দ্র পরমাত্মারূপী—
হের জীব খুলি বদ্ধ আঁখি—
ত্যজি নিদ্রা চাহ ভ্রান্ত—চাহ সত্য পানে!

প্রবৃত্তি। ওসব মন-ভুলোনো, ভুয়ো-কথা এনো না জীব কাণে,
দেখিনি যা, মানব না তা, বলে বুদ্ধিমানে!
কাজ কি, ওগো কাজ কি তোমার শুক্ল গণ্ডগোলে
চোখের 'পরে দেখ্‌ছ যা, তা নাও না বুকে তুলে—
রূপ যৌবন, মান সম্ভ্রম, ধন, গৌরব, বল

প্রাণ বিনিময়, মধুর প্রণয়, আসল পথে চল।
চাঁদনী শোভা যামিনী আজ পূজবে তারে কি ?
প্রাণভ'রে তায় ভোগ ক'রে নাও, শোন বুদ্ধিটি !
তৃষ্ণাপুরে পান ক'রে নাও, সুখের মদিরা,
ভোগের বুকে কাটাও সুখে রজনী সারা
দখিন হাওয়া আস্‌ছে ভেসে স্বপন ভরা হ'য়ে
হৃদয়-ভরা আশার হাসি, যাবে তোমায় দিয়ে !

নিবৃত্তি। বদ্ধ-আত্মা, না হও নির্ব্বোধ,
দৈহিক-বিলাস লালসায়
নাহি দেও অগ্নি-কুণ্ডে ঝাঁপ !
মণি নয়, গরল সে শুধু—
ক্ষণস্থায়ী সম্ভোগ-শকতি—
পূজিলে সে,—মন্দফল অতি—
দ্রুতগতি, আত্মা—অবনতি, অধঃপাতে !
চিত্ত হয় দুর্ভোগ পীড়িত
কৃষ্ণপক্ষ হৃদি 'পরে ছায়
আবরে তাহায়
অচিন্ম্লান পরমাত্মা চন্দ্র—
রে নির্ব্বোধ ভ্রান্ত
হের তব শৈত্যক্লিষ্ট বিমূঢ়-অন্তরে
আসিয়াছে শান্তির বসন্ত—

মোহের প্রায়শ্চিত্ত।

বহিছে জড়ত্ব নাশি, বিবেকের বায়
জাগ জীব আর কি ঘুমায়—
রে, অবোধ, প্রবোধিত কর প্রাণ পূর্ণজ্ঞানে বরি!
অবিদ্যা প্রকৃতি ভোগ কর ত্বরা ত্যাগ,
কর চেষ্টা কর যত্ন শক্তি-উদ্বোধনে—
আলস্যের মোহশয্যা করি পরিহার
উঠ, জাগ, চিন্ত একবার—
কিবা সত্য, কিবা মিথ্যা হেথা!—

প্রবৃত্তি। কাণ দিও না বাজে কথায়, মরবে শেষে কি?
মিছে কাজে ব্যয় ক'রে এই, সাধের জীবনটি!

নিবৃত্তি। সত্য বাক্য ধ্রুব সুনিশ্চয়!
মম মার্গে লইলে আশ্রয়,
সত্যক্ষয় স্বেচ্ছাচার সুখ!—
কিন্তু কুহকিনী, সত্য কহ শুনি—
তুমি কি করনা গ্রাস, প্রচণ্ড ক্ষুধায়—
ভ্রান্ত, বদ্ধ, মূঢ় জীব—জীবনী-শকতি?
জীবাত্মার মুক্তির সাধনা
সুখ শান্তি উন্নতি কামনা—
হয় না কি ভস্মীভূত নিশ্বাসে তোমার!
মরুভূমে রচি মরীচিকা
আকর্ষ তৃষিত জীব-প্রাণ—

জন্মে জন্মে অনির্ব্বাণ তৃষানল-শিখা—
ধক্ ধক্ দহে জীব হৃদি—
নাহি ক্ষান্তি, নিবৃত্তি তাহার
ছুটাছুটি—শুধু ছুটাছুটি—
শুধু দুঃখ, দুনিরীক্ষ্য—অতৃপ্তি অসীম!
কিন্তু আমি,—শান্তি তৃপ্তি সাথে,
স্বরূপেতে শুদ্ধ সত্ত্বে উদ্ধে অবস্থিত
ত্যক্ত-প্রাণ, তাপিত মানব,
উর্দ্ধে আঁখি তুলি—
চাহে যদি মোর পানে ব্যাকুল আগ্রহে—
জুড়াই সকল জ্বালা অমৃত-সিঞ্চনে।

কুমার। মহাদ্বন্দ্ব জীবনে মরণে
নারি নির্ণয়িতে কোন্ পথে করিব প্রয়াণ!

প্রবৃত্তি। চল্‌ছ চল আমার পথে, থম্‌কে মিছে থেমোনা,
চোখে আঙুল দিয়ে বলুক, তবু চক্ষু চেয়োনা,
আশা রাখ, আশা রাখ, আস্‌বে বুকে সে—
রূপ-চমকে ধাঁধা চোখে, লাগায় তোমার যে!
চলে এস (হাত ধরিয়া আকর্ষণ)

নিবৃত্তি। (টানিয়া লইয়া)
কোথা যাও অজ্ঞান মানব,
হের চাও মোর পানে—

পায়ে দল, হৃদি-দুর্ব্বলতা
ছিঁড়ে ফেল আসক্তির মহামোহ জাল,
হের,—বৎস, জীবনের মহাযোগ সমাগত তব—
এ সুযোগে সত্য শুভ করহ আশ্রয়—
নিশ্চয় নিশ্চয়, তব—হবে মহাজয়!

কুমার। কই, কই, কই, সত্য শুভ— (ত্রস্তে উত্থান)
প্রবল অশুভ-মিথ্যা হিংস্র পশু সম—
গর্জ্জিছে হৃদয়-মাঝে, প্রচণ্ড নিনাদে—
এস শুভ—চেতাও চেতনা-সত্য
অন্তর—অন্তরে— (আলিঙ্গন)
দূর হও, অশান্তি-রূপিণী।

প্রবৃত্তি। ওমা, একি জ্বালা, পুড়ে মলুম যে!—ও নিবৃত্তি, বাঁচাও দাদা, বাঁচাও, (পদতলে পতন)।

নিবৃত্তি। (হাত ধরিয়া তুলিল) যদি বাঁচতে চাও দিদি, তবে জীবাত্মার অমঙ্গল-কারক, এই অহঙ্কারের উজ্জ্বল চাক্‌চিক্যময়ী, পোষাকটা ছাড়ো। অহঙ্কার-অভিমান বর্জ্জিত শুভ্র-নির্ম্মল বেশ ধরো, জ্ঞান-কর্ম্মের পথ দিয়ে, জীবাত্মাকে সত্য, শিব, সুন্দরের সদনে পৌঁছে দেবে চলো, আমি তোমার সাহায্যকারী বন্ধু হব।

প্রবৃত্তি। আচ্ছা দাদা তাই এস, তুমি আমায় কাজের পথে চল্‌বার জন্যে ঠিক সাজে সাজিয়ে দাও। আমি তোমার শরণাগত হলুম।—

নিবৃত্তি। অন্ধ—দম্ভ—গর্ব্বিত, অশাসিত প্রবৃত্তির হাতে আত্ম-সমর্পণ ক'র্‌লেই জীবাত্মা ধ্বংসের পথে চ'লে যায়, কিন্তু সেই প্রবৃত্তি যখন সুশাসিত হ'য়ে জীবাত্মাকে উন্নতির পথে নিয়ে যায়, তখন সে, জীবাত্মার অনন্ত মঙ্গল-কারিণী পরম-বন্ধু। এস প্রবৃত্তি, আমি তোমার বেশ পরিবর্ত্তন ক'রে দিচ্ছি, বল সত্য, শিব, সুন্দরের জয়!—

প্রবৃত্তি। সত্য, শিব, সুন্দরের জয়!—

(হাত ধরাধরি করিয়া উভয়ের প্রস্থান।)

(নিষ্ঠা, রুচি, ভাব ও প্রেমের প্রবেশ।)

নিষ্ঠা। আমি নিষ্ঠা—
মহানিষ্ঠা দানে যার পূর্ণ করি প্রাণ—
লভে সে বিশ্বাস-দৃঢ়, শ্রদ্ধা, ভক্তি, জ্ঞান।

রুচি। আমি রুচি—
মহাশুচি, মহারুচি, অরুচি নাশন,
বৈরাগ্যের অনুরাগে সুধা-আস্বাদন।

ভাব। আমি ভাব—
অনুভব পূর্ণভাবে, যার মহাভাব—
সকল অভাব, তার ত্বরা তিরোভাব

প্রেম। আমি প্রেম—
অপার্থিব মহাপ্রেমে ভরি হৃদি যার—

মহাবন্ধে মহামুক্তি নিঃসংশয় তার!—

কুমার। সাধন সহায় মম, সুহৃদ্-মণ্ডলী,—
এস হৃদে কর অবস্থান
আর ত চাহে না প্রাণ—
সঙ্কীর্ণ এ আবরণে আবদ্ধ থাকিতে!
মহা আকর্ষণে, মহাপ্রেম টানে
আবেগে সমগ্র হৃদি ধায় বেগভরে—
কোথায় প্রেমিক মম প্রণয় দেবতা!

(যুক্তকরে ঊর্দ্ধ-মুখে নতজানু হইয়া উপবেশন। তাহাকে বেষ্টন করিয়া চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে সকলে গাহিতে লাগিল)

মহাযোগের টানে, টানিছে প্রাণ।

অনন্ত হ'তে, এ বসন্ত রাতে, আসে ঐ ছুটে বাজন্ত তান!
আজি এ জ্যোছনা অতি মনোহর, দীপ্ত আলোকে ভরা চরাচর
মলয়া পবন, ভাঙ্গে কুস্বপন, হৃদয়ে জাগায় জাগরণ গান।
অনন্ত উন্মুক্ত গগনের তলে, দাঁড়ায়ে হৃদয়, শোন হৃদি-খুলে
ঐ কুতুহলে, কারা যায় চলে, প্রেমিকে করিতে প্রণয় দান!
মধুর গভীর নীরব নিশীথে, আজি মহাভাব উথলিছে চিতে,
অন্তর খুঁজিছে, অন্তরে কে আছে, তাঁরে সব সঁপে হ'তে শুদ্ধকাম
বৃথা উপভোগে, যেতেছে জ্যোছনা, ভোগ ভুলে যোগে, জাগায়ে চেতনা
মহাযোগে লয়, করহ হৃদয়, মহামোহ মুছে জাগ মহাজ্ঞান।

(কুমার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

(সদানন্দ স্বামীর প্রবেশ।)

সদা। নবমন্ত্র দীক্ষিত, মহাশূর—উত্তিষ্ঠত:, জাগ্রত:, প্রাপ্যবরান্, নিবোধত:।

কুমার। প্রণাম গুরুদেব!

সদা। তোমার দীক্ষা পূর্ণ হ'য়েছে, চেয়ে দেখ, ঐ আত্মজ্ঞান—

পটোত্তোলন।

ক্রোড়াঙ্ক।

(মধ্যস্থলে উজ্জ্বল-বর্ত্তিকা হস্তে আত্মজ্ঞান দণ্ডায়মান, পদতলে শুভ্রবেশে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হাত ধরাধরি করিয়া বসিয়া আছে।)

(নিষ্ঠা, রুচি, ভাব ও প্রেম গাহিতে লাগিল)

(গান)

জাগিয়া আলোক, জাগাল পুলক, আপনি আপনায়!
ছড়ান হৃদয়, ওই জড় হয়, বিশুদ্ধ চেতনায়।
আবিলতাহীন বৃত্তি রাশি, পীড়িত জীবনে উঠিছে হাসি,
মলিন আকাশ শুভ প্রকাশ, দীপ্ত দীপ্তি ভায়!
অসাড় অবশে প্রাণ-কম্পন, জীবনে জীবনী-উদ্বোধন
চিতে অনুভব, চেতনা-গরব, অপরূপ মহিমায়
চিত্তশুদ্ধি—স্বরূপ-সিদ্ধি,—স্বরাজ-সিদ্ধি তা'য়।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অতিথিশালার সম্মুখদ্বার।

(স্তম্ভগাত্রে ঠেস্ দিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় সীতানাথ।)

সীতা। যা, বাবা,—'অভাগা যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়।' যদি বা কত ক'রে ঘুমের ছুটি পেলুম, তাও গেল তলিয়ে। হায় হায় রে, ভেবেছিলুম, প্রতিদিন—রাত্রে ত চোখ চেয়েই পাহারার মাঝে নিদ্রা যাই, আজ চোখ বুজে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমাব।··· কিন্তু—

(যজ্ঞেশ্বরের প্রবেশ।)

আরে গুরুজী যে! প্রণাম!

যজ্ঞে। তুমি এখানে র'য়েছ কি মনে ক'রে? ঘুমের জন্য ছুটি নিয়েছ, না?—

সীতা। আজ্ঞে, মহারাজ মানসিংহ যে আজ আমাদের এখানে অতিথি-মশাই!

যজ্ঞে। কি ব'ল্লে? মহারাজ মানসিংহ অতিথি? সে কি?

সীতা। আজ্ঞে, আপনি কেল্লা থেকে বেরুবার অল্পক্ষণ পরেই,

তিনি এক চোপদার সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির। দুর্গে আশ্রয় চাইলেন,—মহারাজা সপারিষদ গিয়ে সমাদরে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে এসে এই অতিথিশালায় ঢুকিয়েছেন, সভা ব'সেছে এই খানেই। কি করি? কখন কি বরাত হবে জানি নে ত, কাজেই দোর আগ্‌লে ব'সে র'য়েছি।

যজ্ঞে। তা না হয়, বেশ ক'রেছ। কিন্তু মহারাজ,—মান সিংহ তিনি হঠাৎ কি মতলবে আমাদের এতটা অনুগ্রহ ক'রতে এলেন?

সীতা। সে সংবাদ ত কিছু জানি নে মশাই! এসেছেন, আর মান খাতির পেয়ে আসন নিয়ে ব'সেছেন, এই পর্য্যন্তই জানি।

যজ্ঞে। বড় বিষম কথা সীতানাথ! মহারাজ মানসিংহ অতি ভীষণ ধূর্ত্ত লোক! তিনি সসৈন্যে এলে,—তাঁর অভিপ্রায় সোজাসুজি সমঝাতে পারতুম, কিন্তু এমন একান্ত অসহায়-ভাবে নিরীহ ভাল মানুষ সেজে আসায়—বড় ভাবনা হ'চ্ছে যে।

(বেগে পিয়ারীসাহেবের প্রবেশ।)

পিয়ারী। আদাব বর্ম্মণজি,—সব ফর্শা!

যজ্ঞে। কেন কেন, কি হোল সাহেব?

পিয়ারী। মহারাজ মান সিংহের সমভিব্যাহারী সে চোপদার আর কেউ নয়, স্বয়ং ভারত-সম্রাট্ আকবরশাহ!—

সীতা। এঁ্যা!—

মোহের প্রায়শ্চিত্ত।

যজ্ঞে। সে কি?

পিয়ারী। সম্রাট্ এখন রিন্থম্বরের মালিক। চতুর মহারাজ মানসিংহ—কতকগুলি সম্মান-জনক সন্ধিসূত্রে, বুন্দিপতিকে কৌশলে মোগলের বন্ধুত্ব স্বীকারে বাধ্য করালেন! এখন মোগল—রাজপুত রাজের শত্রু নয়, মিত্র!

যজ্ঞে। সাহেব, এ কি সত্য কথা? রিন্থম্বরের স্বাধীনতা গেল?

(শাবন্ত সিংহের প্রবেশ।)

শাবন্ত। সত্যই গেল! সাংঘাতিক মর্ম্মবেদনা যজ্ঞেশ্বর!—যাক্,—রিন্থম্বরের স্বাধীনতা গেছে,—কিন্তু আমরা এখনো প্রাণহীন হইনি! সম্রাট্ রিন্থম্বরের মালিক হলেন, কিন্তু সে মালিকানা স্বত্ব তাঁর পরিষদবর্গ নির্ব্বিবাদে দখল ক'র্‌তে পার্‌বেন না! তুমি প্রস্তুত হও যজ্ঞেশ্বর,—প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পাপে আমরা আত্মদান ক'র্‌ব না,—আমরা যুদ্ধ ক'রে মর্‌ব! রিন্থম্বরের স্বাধীনতা গেল,—যাক্, কিন্তু শাবন্ত সিংহের প্রাণভেদী শপথ রইল,—পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে যে হার জীবদ্দশায় রিন্থম্বর ত্যাগ ক'র্‌বে,—তার বংশ অভিশপ্ত হবে!

যজ্ঞে। জয় কিয়ঞ্জা দেবীর জয়! আসুন- পিয়ারী-সাহেব, এস সীতানাথ, ব্যবস্থা গুছাই গে!

(শাবন্ত সিংহ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

(মানসিংহ ও আকবর শাহের প্রবেশ।)

মান। (হাত ধরিয়া) ক্ষমা করুন ভাই—

আক। (অন্য হাত ধরিয়া) ত্রুটি মার্জ্জনা করুন বন্ধু—গোলামের দীনবেশ ধারণ করে, সবিনয়ে সৌহার্দ্দ্য-ভিখারী হ'য়ে আপনাদের দুর্গে এসে আশ্রয় নিয়েছি—

শাবন্ত। মহত্ত্ব সে আপনার! আপনার সাহসকে চমৎকৃত চিত্তে ধন্যবাদ দিচ্ছি সম্রাট্! পরম শত্রু রাজপুতের অতিথি-সৎকার-ব্রতের উপর আপনি যে এতটা বিশ্বাস স্থাপন ক'র্‌তে পেরেছেন, এর জন্য, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সহকারে আপনাকে শত সহস্রবার সন্তোষ অভিনন্দন জানাচ্ছি—পায়ে হেঁটে এসেছিলেন আপনি,—আপনাকে মাথায় ক'রে নিয়ে দুর্গাধিপতির আসনে বসিয়েছি! আর কি চান সম্রাট্?—

আক। উদারমতি রাজপুত জাতির, অতুলনীয় গৌরবময় আতিথ্য-সৎকার ব্রতকে,—পরিতৃপ্ত মোগল-সম্রাট্ আজ মুক্তকণ্ঠে জয় জয়কার দিচ্ছে! রাজপুতের শৌর্য্য-মহত্ত্ব খ্যাতি জগতে ধন্য হউক! কিন্তু বন্ধু, ভাই,—মোগল বাহুবলে রিস্থম্বর জয় ক'র্‌তে পারে নি ব'লে—

শাবন্ত। আপনি হৃদয়ের সাহস ও বিশ্বাস বলে জয়াধিকার স্থাপন ক'রেছেন, তা আমি মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইনি! এ জয়, ন্যায্য জয়,—তা আমরা স্বীকার ক'র্‌তে বাধ্য!—

মান। তবে, দাদা, আর কেন অকারণ বিদ্রোহের সৃষ্টি ক'র্‌ছেন?

শাবন্ত। অকারণ বিদ্রোহ? না ভাই, তা বল্‌বেন না! অকারণ বিদ্রোহ নয়! এ শুধু প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য আত্মবিসর্জ্জন মাত্র!—

আক। বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে, অতিথি আকবরশাহকে সমাদরে রিহস্বর দান ক'র্‌লেন,—কিন্তু শেষে বন্ধুত্বের প্রীতি-উপঢৌকন কি মুক্ত কৃপাণের করাল আঘাত? বন্ধু—পূর্ব্ব বিদ্বেষ বিস্মৃত হোয়ে যান।—

শাবন্ত। না মহামতি—বিদ্বেষ কিছুমাত্র নাই! শত্রুর সঙ্গে অকপটে শত্রুতা ক'র্‌ব, তার মধ্যে বিদ্বেষ ব'লে কোন নীচতা তিষ্ঠাবার স্থান নাই! সম্রাট্, আপনি শুধু শত্রু নন, বীর-বংশে জন্ম আপনার, বীর-সন্তান আপনি—বীরের মর্ম্মবেদনা আপনি বুঝ্‌বেন।—আপনাকে বল্‌ছি,—বংশ-গৌরবের মর্য্যাদা স্মরণ ক'রে, স্ফীত-বক্ষে বীরদর্পে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি,—আজ ভাগ্য-চক্রে অবস্থান্তরে প'ড়েছি ব'লে, অসুবিধার দায়ে ঠেকেছি ব'লে—রাজপুতকুলের কুলাঙ্গার হ'য়ে—সে প্রতিজ্ঞা পদাঘাতে চূর্ণ ক'র্‌ব! গুণগ্রাহী, হৃদয়বান্, মহামতি—সম্রাট্-বন্ধু—বলুন, সুযোগ্য বন্ধুর সদুপদেশ কি এই?

আক। পরাস্ত হলুম বন্ধু,—এর পরে উত্তরদানে আমি অক্ষম!

শাবন্ত। বলুন, তাই বলুন! সম্রাট্-বন্ধুর যোগ্য বাক্য ত এই!—মহারাজ মানসিংহ, ক্ষমা করুন,—ক্ষত্রিয়-সন্তান আপনি, ক্ষত্র-

ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কাজে, ক্ষত্রিয়কে অনুরোধ ক'রবেন না! আমি সবিনয়ে বারম্বার আপনাদের নিকট ক্ষমাভিক্ষা ক'র্‌ছি। সম্রাট্, রাজবন্ধু, রিস্থম্বরাধিপ,—আপনি নিশ্চিন্ত-চিত্তে দুর্গে বিশ্রাম করুন, রিস্থম্বরের প্রত্যেক প্রজা,—আপনার সম্মান, স্বাধীনতা ও শরীরের বিশ্বস্ত রক্ষীরূপে সতর্ক আছে জান্‌বেন।

আক। রাজপুত বন্ধুর বীর-হৃদয়ের তেজস্বিতায়—আমার দৃঢ় আস্থা আছে বন্ধু, মৌখিক আশ্বাস নিষ্প্রয়োজন।

শাবন্ত। তবে বিদায় হই, আপনারা আমার সম্মান অভিবাদন গ্রহণ করুন। ভারতেশ্বর, হৃদয়ের অকপট প্রীতি-সৌজন্য কৃতজ্ঞতা দিয়ে, বরণীয় অতিথির আতিথ্য-সম্মান রক্ষা ক'রেছি—এখনো পরমেশ্বরের নিকট আপনার জয়শ্রী মঙ্গল-কামনা করি। কিন্তু ক্ষমা ক'রবেন, কাল যখন আপনার সৈন্যবর্গ রিস্থম্বরে প্রবেশ ক'র্‌বে,—তখন প্রতিজ্ঞারক্ষার্থে মুক্ত কৃপাণ-হস্তে সসম্মানে তাঁদের অভ্যর্থনা ক'র্‌ব! দেশভক্ত রাজপুতের হৃদয়-রক্তে চরণ অনুরঞ্জিত ক'রে তবে মোগলগণ রিস্থম্বরে প্রবেশাধিকার পাবে, জেনে রাখ্‌বেন!

আক। আপনার বীরত্বখ্যাতি ধন্য হউক। আসুন, বাহিরে যাকে অকপট শত্রু ব'লে গ্রহণ ক'রেছেন—অন্তরে তাকে—দয়া ক'রে অকপট মিত্র ব'লে স্বীকার করুন, (আলিঙ্গন) বলুন, অন্তরে কোন ঈর্ষ্যা, দ্বিধা, ক্ষোভ নাই ?—

শাবন্ত। কিছু না সম্রাট্ কিছু না! জাতীয় সম্মান-স্বাধীনতা

নিয়ে সংগ্রাম,—ব্যক্তিগত ঈর্ষ্যা, বিরোধ এখানে নাই! আর অন্তরে—? সম্রাট্, জগৎ-পিতার প্রেমের মন্দির সেখানে প্রতিষ্ঠিত,—মানুষের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ পোষণের স্থান সেখানে নাই ভাই! নমস্কার!—নমস্কার দাদা মানসিংহ—

আক। আদাব।

মান। নমস্কার (আলিঙ্গন)

(পুনঃ নমস্কার করিয়া প্রস্থান।)

আসুন জাহাপনা, চেষ্টা ব্যর্থ হোল!

আক। হোক্, মহারাজ, খোদার মহিমাময় নামকে ধন্যবাদ দিই!—জীবনে অনেক দেখ্‌লুম, অনেক শিখলুম,—জানি না আরও কত শিক্ষা বাকি আছে, কিন্তু সত্য বল্‌ছি মহারাজ—এই হৃদয়বান্ তেজস্বী-প্রাণ বীরগণকে মিত্ররূপে প্রাপ্ত হ'লে, ভারত-সম্রাজ্যের অশেষ উন্নতিসাধন ক'র্‌তে পার্‌তাম সত্য—কিন্তু এদের শত্রুরূপে প্রাপ্ত হওয়া—সেও সম্রাট্ আকবরের অনন্ত সৌভাগ্য! এরা শত্রু—এরা শত্রুর মতই শ্রেষ্ঠ শত্রুতা ক'র্‌তে জানে, যে শত্রুতা-প্রভাবে শত্রুর হৃদয়ও মুগ্ধ হ'য়ে যায়

(রাওভোজের প্রবেশ।)

রাও। (অভিবাদন করিয়া) রিন্থম্বরাধিপ, মাননীয় সম্রাট্,—আপনার আহার্য্য প্রস্তুত, আসুন। মহারাজ, আপনিও চলুন।

উভয়ে। চলুন রাজকুমার।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যান-সম্মুখ।

(বিশাখা ও রাওভোজের প্রবেশ।)

বিশা। পিতাপুত্র একযোগে মৃত্যু-বরণে প্রস্তুত,—তা হ'লে সুচিত্রার কি হবে দাদা ?—

রাও। মনস্বিনী, তেজস্বিনী, বীর-কন্যা সুচিত্রা—তার ভবিষ্যৎ! শাবন্তহার-স্ত্রী সেই ক্ষুদ্রা বালিকাকে চিনেছেন, তিনি পুত্র-বধু ব'লে সুচিত্রাকে স্বীকার ক'রে, তার হাতে কনিষ্ঠ-পুত্র কাঞ্চন সিংহকে সমর্পণ ক'রেছেন। শিশু কাঞ্চনকে বাঁচিয়ে রেখে, শাবন্ত সিংহের বড় সাধের স্থাপিত শাবন্ত-গোত্রের নাম রক্ষার ভার সুচিত্রার ওপর।

বিশা। উঃ, কি দুঃসহ দায়িত্ব! সুচিত্রা কেমন ক'রে বেঁচে থাক্‌বে দাদা,—

রাও। নিতান্ত ছেলেমানুষ তুমি বিশু, তাই এমন ছেলেমানুষের মত কথা ব'ল্‌ছ।

বিশা। না, দাদা তুমিই বুঝে দেখ,—

রাও। আমি বুঝ্‌তে পার্‌ব না দিদি, ও বড় হৃদয়-ভেদী সমস্যা!— ওর উত্তর আমি জানি না! জান্‌তে চেষ্টাও ক'র্‌ব না!— বয়ঃপ্রাপ্ত রাজপুত-সন্তান আমি,—আজ আমার প্রাণে যে কি

অসহনীয় উত্তেজনার আলোড়ন চল্‌ছে, সে শুধু—অন্তর্য্যামী জানেন!—আজ শাবন্ত সিংহের আহ্বানে ভক্ত-অনুরক্ত দেশ-সন্তানগণ দলে দলে প্রস্তুত হ'য়ে চলেছে,—পরাধীন রিস্থম্বরের সম্মানের জন্য আত্মবলিদান দিতে!—এ বলিদান শুধু বলিদান মাত্র! এতে দেশের স্বাধীনতা আর ফিরবে না,—তবু এরা আত্মসম্মান রক্ষার জন্য, স্থির-নিশ্চয় মৃত্যুর দিকে বীরদর্পে মাথা উঁচু ক'রে চলেছে! দুর্দ্ধর্ষপ্রতাপ মোগলবাহিনীর অসংখ্য সৈন্যের সামনে, এই মুষ্টিমেয় রাজপুত সৈন্য—তৃণের মত উড়ে যাবে—কিন্তু তবু এরা সম্মান আহরণে স্থির, নির্ভীক! কি ভয়াবহ তেজস্বিতা! কি চমৎকার আত্মত্যাগ!

বিশা। আর রাজপক্ষ?

রাও। সন্ধির সর্ত্ত-শৃঙ্খলে আজ আমাদের হাত-পা বাঁধা! আজ আমরা এ সংগ্রামে নিরপেক্ষ থাকতে বাধ্য!

বিশা। কেল্লাদারী ছেড়ে কুমার সিংহ যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গ ক'রতে গেলেন, এবার কেল্লাদার কে হবে?

রাও। এখনও স্থির হয় নি। বিশু, সখীদের নিয়ে খেলা করগে, এখানে একলা থেক না—

(প্রস্থান।)

বিশা। খেলা! খেলা ক'রবার সময়ই বটে এই! পুরুষ-মানুষ-দের মন নিরেট্ শক্ত কি না, তাই অম্লান-বদনে যা নয় তাই ব'লে নিশ্চিন্ত হয়! ওগো আজ আমার যে কি হ'চ্ছে, সে কে

বুঝ্বে! আমি—কাউকে বল্‌তে পার্‌ছি না, বল্‌বার অধিকার নাই আমার—কিন্তু হায় রে মানুষের হৃদয়, এ যে অধিকার-অনধিকারীত্বের বিচার তর্ক মানে না! কেল্লাদার কুমার সিংহ—কেউ নন্ আমার তিনি—কিন্তু কি বল্‌ব……না না, থাক্ সে কথা, ভাব্‌তে আমার বড় শঙ্কা হ'চ্ছে!—কিন্তু হায়, আজ সূর্য্যাস্তের মধ্যে সব শেষ—সব শেষ হ'য়ে যাবে! ইহ-জন্মের মত—উঃ কি নিষ্ঠুর বজ্রাঘাত রে! (রোদন)

(হরিবোলের প্রবেশ।)

হরি। যা' মতি, সা' গতি—শাস্ত্রের বিধান! বড় কড়া সত্য রে বাবা, এক চুলও তার ভুল হবার যো নাই!

বিশা। কে তুমি! একি এখানে—আপনি কে, আপনি কি……

হরি। রাজ-সংসারেরই একজন বটে! দেখ্‌ছিস্ না, রাজভোগের স্ফূর্ত্তি আনন্দে সমস্ত মুখখানা ঝলমল্ ক'র্‌ছে!

বিশা। আপনাকে ত কখনো দেখি নি, তাই জন্যে চিন্‌তে পারি নি,—ক্ষমা করুন।

হরি। তা চোখে অত জল কেন রে? অমন সুন্দর মুখ, দেখ্‌লেই যা—ভালবাস্‌তে ইচ্ছে করে, তার চোখ দুটো কি অপরাধ ক'রেছে?—অত বিষাদ, অত শোক ওখানে জমিয়ে রেখেছিস্ কেন?—

বিশা। কই (ত্রস্তে চক্ষু মুছিয়া) কিছু না? আপনি কোথেকে আস্‌ছেন?

হরি। শ্মশান থেকে! বেটী যাবার সময় অনেক ক'রে ব'লে গেল কি না, তাই খবরটা দিতে এলুম। সে হাস্‌তে হাস্‌তেই চ'লে গেছে, তার জন্যে কাঁদিস্ নি—

বিশা। কার জন্যে কাঁদব? কে চ'লে গেছে?—

হরি। সেই যে মাসীমা না,—কি বল্‌তিস্ তাকে,—সে বেটীর ভারি সখ্ ছিল যে, চোখ দুটো কাণা হ'য়ে যাবে, আর দেহটা গলিত-কুষ্ঠে পচে-ধসে একাকার হ'য়ে যাবে, তবে সে ছুটি পাবে, কিন্তু কিছু না রে! সবাইকে ফাঁকি দিলে! অম্নি অম্নি ব'সে ব'সে হেসে খুসে চ'লে গেল! বেশ গেছে, নয়?

বিশাখা। আপনি কার কথা বল্‌ছেন, আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে।

হরি। তুই গাধার সর্দ্দার!

বিশা। তা হোক ঠাকুর, ক্ষমা করুন, আমার মন এখন অত্যন্ত চঞ্চল হ'য়ে আছে। অনাবশ্যক প্রসঙ্গ ভাল লাগ্‌ছে না।—

হরি। ওরে শোন্, শোন্, যাস্ নে,—এত সুন্দর যখন তোর মুখখানা—

বিশা। রাত দিন সুন্দর সুন্দর কর্‌বেন না ঠাকুর, ওকি বদ্ অভ্যাস! আমার ভাল লাগে না!

হরি। ভারি তিরিক্ষে হ'য়ে উঠেছিস্ ত! রকমটা কি?

বিশা। আপনার সত্যকার বল্‌বার কথা কিছু বোধ হয় নাই, আমি চল্লুম! কে মরেছে, তার নামটা বল্‌বেন?

হরি। মহামায়া দেবী। তোর মাসীমা না কে হত, সে।

বিশা। কি বল্লেন! মাসীমা! মহামায়া মাসীমা! তিনি মারা গেছেন! ও হো—হো—আপনিই তবে বুঝি হরিবোল-ঠাকুর! শুনেছি, শুনেছি, সুচিত্রার কাছে আপনার কথা শুনেছি বটে! প্রণাম ঠাকুর—অপরাধ মার্জ্জনা করুন, সত্য বলুন, মহামায়া মাসীমা—দেহ রেখেছেন?

হরি। আচ্ছা থাক্, তোর চোখে জল কেন বল্ ত?

বিশা। সংসারের মানুষ আমরা ঠাকুর, আমাদের কান্নার কারণ পায়ে পায়ে,—যাক্ সে, মহামায়া মাসীমার কথা বলুন।

হরি। চলে গেছে সে, তবুও তার কথা!—ভালা লোক ত তুই! আমি আর বক্‌তে পারি না, বরং তুই কাঁদ, আমি ব'সে ব'সে দেখি! সে দেখায় মজা আছে!—

বিশা। কি বল্লেন! কান্না দেখ্‌তে আপনার ভাল লাগে?

হরি। লাগে বৈ কি! কেন লাগ্‌বে না! বুকটা আমার কাঁচে গড়া চিজ্ কি না!—বিশ্বের সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্নার লক্ষ রঙে রঙিন্ লক্ষ রকম ঢেউ এসে সে কাঁচের ওপর আঘাত করে—লক্ষ রকম রঙের আলোর শোভা উচ্ছ্বাস ফলিয়ে তোলে,—আমি ভেতর থেকে দেখি, আর হাসি! কেন হাস্‌ব না, আলবৎ হাস্‌ব!—তুই কাঁদ, দেখ্ আমি এখনি হাস্‌ব! হাঃ, হাঃ, হাঃ,—

বিশা। আপনি ত বড় হৃদয়হীন লোক ঠাকুর!—

হরি। বিধির মার!—

বিশা। শুনেছি, আপনি মহাজ্ঞানী লোক! জ্ঞানীর হৃদয় বুঝি অম্নিই হ'য়ে থাকে নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, নীরস!—

হরি। নীরস! হা হা হা! তোর রসজ্ঞান ত খুব! পাথর কাম্‌ড়ে কাম্‌ড়ে—দাঁতের ধার, জিবের তার, সব হজম ক'রে বসেছিস্!

বিশা। ওমা! পাথর কাম্‌ড়াব কেন? আপনি খ্যাপা না পাগল!

হরি। চিন্‌তে পারিস্ নি?

বিশা। কেমন করে চিন্‌ব, তাই যে বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

হরি। কেন? বোধশক্তিটা বুঝি আড়ে-গিলে ফেলেছিস্।

বিশা। যান ঠাকুর, আপনি ভয়ানক ঠাট্টা করেন।

হরি। আমার ঠাট্টা ভয়ানক! তা বল্‌বি বটে! (চিবুক ধরিয়া) দেখি, তোল ত মুখখানা—ও কি, পেছুস্ কেন? ভয় কি, আমি ত পাগল!—

বিশা। সেই জন্যই ভয় করে ঠাকুর!

হরি। পাগলকে ভয়! হা হা হা,—আর এত নট্‌খটে গোল-যোগের যোগাযোগ বাধিয়ে নিজের মাথাটা যে ডল্‌মাডলে বেজায় গোল ক'রে তুলেছিস্, তার জন্যে ভয় করে না?

বিশা। (মাথায় হাত দিয়া) কিসের গোল?

হরি। কিসের গোল সেটা মনে মনে বোঝ, মাথার ওপরটা হাত্‌ড়ে কোন লাভ নেই, মনের দুয়ার দিয়ে মাথা গলিয়ে ভেতরটায় সাহস ক'রে উঁকি দিয়ে ভাখ দেখি!

বিশা। ঠাকুর, এ সব কি বল্‌ছেন আপনি?

হরি। অমন চমক খেয়ে হাঁদার মত হাঁ ক'রে চেয়ে রইলি যে! কিছু সন্ধান টের পেলি?

বিশা। ঠাকুর......

হরি। ও কি, ও কি! হোল কি তোর? কাঁপ্‌ছিস্ যে! ঐ! ঐ! দাঁড়া ঠিক্ হ'য়ে! দাঁড়া... · আচ্ছা যা, এই বাগানটার চারিদিক দৌড়ে একচক্র ঘুরে আয় দেখি!

বিশা। আমি পার্‌ব না ঠাকুর!

হরি। তাও পার্‌বি না!—তবে কি পার্‌বি? শুধু গ্রহের গেরো গলায় ফাঁসি দিয়ে, মূঢ়ের মত, জড়ের মত, আলস্যের কোলে আত্মহত্যা কর্‌তে পার্‌বি?

বিশা। আত্মহত্যা! উঃ,

হরি। কর্‌তে বসেছিস্ ত তাই!

বিশা। কই না!—না না, সে যে মহাপাপ! আমি ত,... না না ঠাকুর,—মিথ্যাবাদী আপনি! আপনার মিথ্যা কথা!

হরি। সত্যকে সরল বিশ্বাসে সকলেই যদি অকপটে মেনে নিতে পার্‌ত, তাহলে সংসারটা এতদিন স্বর্গ হ'য়ে যেত, বুঝ্‌লি!... .. ওকি ফ্যাল্‌ফেলিয়ে চেয়ে রইলি যে! বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্ না?— এই বল্‌ছি যে যতই বোঝাবুঝি খোঁজাখুঁজি চলুক,— কিন্তু—

বিশা। ঠাকুর, ঠাকুর, দাঁড়ান, থামুন—

হরি। কি রে ?

বিশা। ঐ শুনুন, ঐ শুনুন, কে যেন কি গান গাইছে—

হরি। কই, কেউ না ত! তুই শুন্‌তে পেয়েছিস্ না কি ?

বিশা। পেয়েছিলুম, কি একটা বাঁশীর গানের মত—

হরি। বাঁশীর গান!

বিশা। সেই রকমই মনে হোল।

হরি। বিশাখা—

বিশা। কি ঠাকুর ?

হরি। এ জগতে সকল লোক্‌সানের মধ্যে লাভ আছে, জান মা ?

বিশা। সে কি সত্য ঠাকুর ?

হরি। হাঁ, সত্য।—এ জগতে সকল লাভের সেরা লাভ হ'চ্ছে—চেয়ে না পাওয়া!—

বিশা। চেয়ে না পাওয়া! ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা!—সেই এ জগতে সকল লাভের সেরা লাভ!—(নতজানু হইয়া) ঠাকুর, জ্ঞানহীনা নারী ব'লে সমস্ত জগৎ যাদের অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে, আমি সেই জাতির অন্তর্গত একজন ক্ষুদ্রপ্রাণ দীন,—যুক্তি-তর্কের প্রহেলিকায় আমায় হতবুদ্ধি ক'রে দেবেন না, সরলভাবে সত্য বুঝিয়ে দেন—

হরি। সত্যের সোজা পরিচয় হ'চ্ছে—'একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধাঃ বদন্তি'—পণ্ডিতেরা নানা অর্থ ক'রে গেছেন। সে সব অর্থের—

যথার্থ সত্যটুকু,—পরকে বোঝান সহজ, কিন্তু নিজে বোঝা—ভয়ানক শক্ত।

বিশা। ঠাকুর, ঠাকুর, ঐ শুনুন—ঐ শুনুন, আবার সেই গান—কি সুন্দর, কি মিষ্ট, কত সহজ সরল ওর সুরটুকু!

হরি। হরি বোল। হরি বোল! এ কি ফাঁসুড়ে কীর্ত্তি বাবা! এবার আহ্লাদের চোটে আমি চোখে ঘেঁটু-ফুল দেখ্‌ব নাকি! —আচ্ছা, মজা তো!·· ···(নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) আরে আরে, এ কি! একি!—সুচিত্রা চলেছে?

বিশাখা। (অকস্মাৎ তীরবেগে আসিয়া, হরিবোলের হাত চাপিয়া ধরিয়া) ঠাকুর, সত্য ক'রে বলুন এক কথায়,—চেয়ে না পাওয়াই শ্রেষ্ঠ লাভ?

হরি। "যাদৃশী ভাবনা যস্য, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।—" ঐ শোন, ঐ শোন, সুচিত্রা গান গাইতে গাইতে চ'লেছে—শোন ত কাণ দিয়ে, ওর গানটা কেমন?

বিশাখা। সুচিত্রার গান?

হরি। হাঁ হাঁ, শোন না—

(নেপথ্যে।) (গান)

ভুল দিয়ে ভুল দাও গো ভেঙ্গে, চেতাও চেতন চেতনে
অবোধের বোধ উদ্বোধনে, জাগাও স্মৃতি স্মরণে।—
আত্মজাত:সুখের আশে
অপরকে জীব ভালবাসে—

পরের কাছে,—পরাণ আছে, ভাবে দুরাশে
আত্মানন্দে অনন্ত প্রেম,—দুরন্ত জীব পায় না প্রাণে।
যা খোঁজে তা নাইক হেথায়
বুঝেও সে, বোঝে না হায়
হা হুতাশে জনম জনম শুধু কেটে যায়
পাশে বাঁধা জীব রয়ে যায়, পায় না মুক্তি, শিব-সদনে।—

হরি। ঐ ছাথ, ঐ ছাথ, বীর-কন্যা, বীর জায়া, বীর-বংশের বধূ সুচিত্রা—যুদ্ধগামী বীরদের কল্যাণ-কামনায়, হাসিমুখে আশা-পূর্ণা দেবীকে পূজা ক'রে প্রসাদী নির্ম্মাল্য নিয়ে ফিরে আস্‌ছে, আয় আয় ওর কাছে যাই চল্!

বিশা। ঠাকুর! এ কি জলন্ত তড়িৎ-প্রবাহ সংঘাতে আমার সমস্ত অন্তঃকরণ আলোড়ন উন্মাদ হ'য়ে উঠ্‌ল!—আমার যে, কি রকম—কি এক অভিনব আনন্দ বোধ হ'চ্ছে,—এ কি হোল?—

হরি। হোক্ হোক্ আয়। চম্‌কাস্ নে। ঐ শোন্, ঐ শোন্ আবার সেই গান!

(উভয়ের প্রস্থান।—)

তৃতীয় দৃশ্য।

কিয়ঙ্গা-দেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণ।

(পুষ্পমাল্য, চন্দন প্রভৃতি লইয়া অর্ঘ্য-রচনা-ব্যস্ত জানকী।)

জান। প্রসাদী-নির্ম্মাল্য পেয়েছি। এই মালা ছড়াটা গুরুজীর; এই মালা ছড়াটা হার-ঠাকুরের, এই মালা ছড়াটা কেল্লাদার-জীর—দূর হ, আবার চোখে জল পড়ে' (চক্ষু মুছিল) কেল্লাদারজী নয়, কুমার সিংহজীর—এই মালা ছড়াটা—

(সীতানাথের প্রবেশ।)

সীতা। জানকি—(বর্শা ফেলিয়া উপবেশন) চল্লুম।

জান। লড়াইয়ে?

সীতা। হাঁ—

জান। চোখ ছল্ ছল্ কর্‌ছে কেন? ওকি মুখ নামাচ্ছ যে?

সীতা। রাজপুতের গৌরবের সম্পদ রিস্থম্বরটার সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে মর্‌তে পার্‌লে বড় সুখের মরণ হ'তো। সে আপশোষটা প্রাণে বড় লেগেছে জানকি।

(যজ্ঞেশ্বরের প্রবেশ।)

যজ্ঞে। জয় মা কিয়ঙ্গা-দেবীর জয়!

সীতা ও জ্ঞান। (ত্রস্তে উঠিয়া প্রণাম)

যজ্ঞে। ভগবতী কিরণ্ময়ীদেবী মঙ্গল করুন। সীতানাথ, তোমায় খুঁজ্‌ছি বাবা, একটা জরুরী কাজের ভার নিতে হবে।—

সীতা। হুকুম করুন, আমি তৈরী আছি।

যজ্ঞে। (জানকীর প্রতি) কই মা, আমায় প্রসাদী নির্ম্মাল্য দিলে না?

জ্ঞান। এই যে পিতা, নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, অনুমতি করুন, আমি নিজে আপনার গলায় পরিয়ে দিই—

যজ্ঞে। (হাসিয়া মাথা বাড়াইয়া) দাও,—

জ্ঞান। ভগবতীর আশীর্ব্বাদে রণজয়ী হ'য়ে ফিরে আসুন। (মাল্যদান)

যজ্ঞে। ফিরে আসবার ভারটা শিষ্যের ওপর দিয়ে চল্লুম (কণ্ঠ হইতে মালা খুলিয়া সীতানাথের কণ্ঠে দান)। সীতানাথ, ভগবতীর আশীস্-নির্ম্মাল্য আমার মায়ের দান অবহেলা কোরো না।

সীতা। সে কি গুরুজি! আমাকেও মর্‌তে হবে যে!

যজ্ঞে। দরকারী কাজ ফেলে রেখে,—সখ ক'রে তাড়াতাড়ি মরণের মুখে গলা বাড়িয়ে দেওয়া বড় আয়েসের কাজ বাবা,— কিন্তু, বেঁচে থেকে মহান্ দুঃখকে শ্রদ্ধাভরে মাথায় বরণ ক'রে নেওয়া, সে বড় শক্ত কর্ত্তব্য।—তোমার জন্যে—

সীতা। সে হবে না গুরুজি,—ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর

হত্যার শোক, আর পতি-পুত্রহারা বিধবার কান্না নিয়ে পৃথিবীতে প'ড়ে রইলেন,—লোকে বল্‌লে, আহা ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন হোল, কিন্তু দুর্য্যোধন রাজা যে দুনিয়ার বীরগুলোকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে স্বর্গে চ'লে গেল, তার জন্যে বাহবা দেবার লোক পাওয়া দায় হোল!·····না গুরুজি না, সে হবে না, লড়াই আমায় করতেই হবে, অন্ততঃ বিজয় সিংহ বেঁচে থাকা পর্য্যন্ত। সেই বিশ্বাসঘাতক দেশ-দ্রোহীর মাথাটা চাই—

বজ্রে। ভগবান তার মাথার সদ্‌গতির ব্যবস্থা ক'রেছেন, সীতানাথ, আর তার ওপর রাগ কোরো না, সে এখন আমাদের করুণা-পাত্র। বিশ্বস্তসূত্রে শুনলুম, মোগল-শিবিরে গিয়েও সে তার স্বভাবসিদ্ধ এমন কোন সদ্‌গুণের পরিচয় দান ক'রেছে, যার জন্যে মহারাজ মানসিংহ তাকে শিবির থেকে বহিষ্কৃত ক'রে দিয়েছেন, আজিমুদ্দীন সাহেবেরও সেই দশা হ'য়েছে।

সীতা। শুভ সংবাদ! শুভ সংবাদ! মহারাজ মানসিংহের সদ্বিবেচনার জয় হোক্!

বজ্রে। শুন্‌ছি, তারা ঝিন্দর ছেড়ে কোটার দিকে যাত্রা ক'রেছে। বিজয় সিং এখনও প্রাণে বেঁচে আছে বটে, কিন্তু নিদারুণ শূল-রোগের আক্রমণে সে অর্দ্ধমৃত হ'য়ে আছে। তাকে আর মা'রবে কোথা সীতানাথ।

সীতা। সে লোকের এতটুকুও বেঁচে থাকা উচিত নয় গুরুজি,—সে দেশদ্রোহী, কৃতঘ্ন, পাষণ্ড। আচ্ছা, সময় যদি পাই কখনো,

তাকে আমি দেখে নেব, এখন আপনার অনুমতি কি গুরুজি ?—

যজ্ঞে। শাবন্ত সিংহের বংশের শেষ চিহ্নটুকু বজায় রাখবার জন্য,—একটি বিশ্বস্ত প্রহরী চাই, সুচিত্রা-মার সেবার জন্য একটি অনুগত ভক্ত সন্তানের প্রাণ চাই, (দুইজনের হাত ধরিয়া) পুত্র সীতানাথ, মা জানকি—তোমরা দুজনে মিলে এক প্রাণ হ'য়ে এই ক্ষুরধার ব্রত সাধনে আত্মোৎসর্গ করতে পারবে না কি ?

(দুইজনে পরস্পরের মুখ চাহিল, তারপর যজ্ঞেশ্বরের সম্মুখে পাশাপাশি নতজানু হইয়া বসিল)

উভয়ে। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য গুরুদেব। আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন একনিষ্ঠ-প্রাণে কর্ত্তব্য পালন করি।

যজ্ঞে। ভগবতী আশাপূর্ণার আশীর্ব্বাদে তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হোক্ !

জান। আর আমাদের মার কথা কিছু বল্লেন্ না পিতা ?—

যজ্ঞে। তাঁর কথা ? (হাসিয়া) জলন্ত চিতায় আমার দেহ সংকারের সঙ্গে, তিনি নিজের জীবন সমস্যায় সমাধান করবেন, স্থির হ'য়ে আছে। [illegible] কথা এর বেশী আর কিছু জানি নে। এস—সীতানাথ, এস মা জানকি—ভগবৎপ্রসাদে তোমাদের

দাম্পত্য-জীবন সুখময় হোক্। তোমরা—দীর্ঘজীবী হও, আশীর্ব্বাদ করি। (জানকী ও সীতানাথ প্রণাম করিল।) তবে বিদায় হই বৎস।

(সীতানাথকে আলিঙ্গন করিয়া প্রস্থান)

সীতা। আজ থেকে আমাদের অনন্ত অফুরন্ত হাসির উচ্ছ্বাস একেবারে ফুরিয়ে গেল জানকি,—এ জীবনে আর কখনো তেমন ক'রে হাস্‌তে পারব না।

জান। হোক্ প্রভু, ভগবানের ইচ্ছাপূর্ণ হোক্!—এ যে তাঁরি বিধান।

সীতা। ভেবেছিলাম একবার মরে সকল দায় থেকে নিষ্কৃতি পাব,—কিন্তু হোল না তা,—মহা আক্ষেপের শোক বুকে ক'রে চির-জীবনটা জীবন্মৃত অবস্থায়, পরিতাপের নিশ্বাস ফেলে কাটাতে হবে।—বড় দুঃখের কথা!

জান। (হাত ধরিয়া) আমি আছি প্রভু, তোমার অর্দ্ধেক দুঃখ মাথায় ক'রে বইবার ভার যে আমার! কেন বিষন্ন হ'চ্ছ? পুরুষ হ'য়ে জন্মেছ সংসারে,—পুরুষের মত ধীর শান্ত হ'য়ে বলিষ্ঠ তেজস্বী বীর হৃদয় নিয়ে,—একান্ত প্রাণে ভগবৎ-চরণে আত্মনির্ভর স্থাপন ক'রে, 'তাঁহার কাজ' ব'লে—কর্ত্তব্য পালন ক'রে চল। কেন মিছে,—অহঙ্কার আত্মাভিমান নিয়ে অবসন্ন হ'চ্ছ? জড়-চিহ্ন-ভেদে, পুরুষের দেহ নিয়ে জন্মালেই জগতে পুরুষ-নামের সার্থকতা হয় না,—পুরুষের প্রাণশক্তি রাখা

চাই।—দুঃখ? সে দেহী মাত্রেরই দেহ ধর্ম্ম,—তার জন্ত অসহিষ্ণু হওয়া মহা ভুল! ঊর্দ্ধে দৃষ্টি রাখ, চিত্ত স্থির হবে,—সংসারের সঙ্কটময় পথে, সত্যনিষ্ঠা অবলম্বন ক'রে, ন্যায়ানুমোদিত কাজ ক'রে চল। তার ফলাফল চিন্তা নারায়ণের পায়ে রেখে দাও, ভয় কি?—কিছু ভয় নাই।

সীতা। কিছু ভয় নাই? তবে তাই শোনাও দেবি, কিছু ভয় নাই। জীবনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী, হৃদয়ের স্নেহময়ী সঙ্গিনী, আত্মার বিশ্বস্তা আত্মীয়া,—এস দেবি, সংসারের পথে আমার ধর্ম্ম-সাধনে সহায় হও।—

(হাত ধরিয়া প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

তোরণ।

শাবস্তহার-স্থাপিত স্মারকস্তম্ভ।

(স্তম্ভগাত্রে খোদিত "পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যে কোন হার রিহুম্বর-দুর্গে আরোহণ করিবে ; কিম্বা আরোহণ করিয়া যে কেহ জীবদ্দশাতে তাহা পরিত্যাগ করিবে, তাহার বংশ অভিশপ্ত হইবে।")

(মধ্যস্থলে শাবস্ত সিংহ দণ্ডায়মান, দক্ষিণে পুষ্পমাল্য রাশি লইয়া কুমার সিংহ, বামে বীড়া চন্দনপাত্র-হস্তে যজ্ঞেশ্বর। দুই পাশে সশস্ত্র রাজপুত বীরগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান।)

সকলে। জয় ভগবতী আশাপূর্ণার জয়! জয় কিরণ্না দেবীর জয়!

শাবস্ত। দেশমাতৃকার গৌরবের সন্তান,—আমার স্নেহাস্পদ সোদরপ্রতিম প্রাণাধিক বীরগণ, আজ আমার রণভেরী-আহ্বানে—সদর্পে, উৎসাহিত-হৃদয়ে, রাণার সম্মান ও হার-বংশের সু-উচ্চ গৌরব রক্ষার জন্য, আপনারা সসজ্জ-বেশে এই স্মারকস্তম্ভের নীচে সমবেত হ'য়েছেন, তজ্জন্য আমার আন্তরিক প্রীতিশ্রদ্ধাপূর্ণ অভিবাদন গ্রহণ করুন। আপনা-

দেব পিতৃপুরুষের গৌরবান্বিত নাম ধন্য হউক; আপনাদের বীরত্ব মহিমা ধন্য হউক! প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পাতকগ্রস্ত হাররাজ-বংশের কলঙ্ক মোচনের জন্য সম্মানের মন্দিরে আত্ম বলিদান দিয়ে—চলুন, স্বাধীনতা-প্রিয় বীর-সন্তান আমরা—স্বাধীনতা সম্মানের জন্য সংগ্রাম ক'রে, স্বাধীন দেশের কোলে সগৌরবে দেহ ত্যাগ ক'রে স্বর্গে যাই—

সকলে। জয় হারাবতীর জয়, জয় দেশভক্ত বীর শাবন্ত সিংহের জয়।—

শাবন্ত। পৃথিবীতে কোন সম্পদ নিয়ে আসি নি ভাই, পৃথিবী থেকে কোন সম্পদ নিয়ে যেতে পারব না,—এখানে রেখে যাব শুধু একটি চিহ্ন,—চরিত্রস্মৃতি! আর দেহান্তে আত্মার সহগামী হবে শুধু—একটি সম্পদ—কর্ম্মফল! বীরবর্গ বলুন আপনারা, বীরধর্ম্ম পালন ক'রে, বীরবাঞ্ছিত মৃত্যুর চেয়ে—বীরবংশধরগণের অধিক সুকৃতি অর্জ্জন আর কিসে সম্ভব?

সকলে। বীরধর্ম্ম পালনই বীরবংশধরগণের শ্রেষ্ঠ সুকৃতি।—আর কিছু নয়, কিছু নয়!

শাবন্ত। বলুন, আবার বলুন আপনারা!—বজ্রনির্ঘোষে বিশ্ব জগৎ চমকিত ক'রে,—গগনভেদী দৃপ্ত স্বরে,—অম্লান ক'রে আবার বলুন আপনারা,—রাজার মঙ্গলের জন্য, দেশের সম্মানের জন্য—মুক্ত-কৃপাণ-হস্তে, সম্মুখসংগ্রামে আত্মবিসর্জ্জনের চেয়ে কোন্ মহত্ত্ব-গৌরব রাজপুত-চরিত্রের আকাঙ্ক্ষিত?

সকলে। কিছু নয়, কিছু নয়! দেশের সম্মানের জন্য, রাজার মঙ্গলের জন্য, সম্মুখ-সংগ্রামে আত্মবিসর্জ্জনের চেয়ে, কোন বেশী গৌরব রাজপুত-জীবনের আকাঙ্ক্ষিত নয়!

শাবন্ত। জয় জননী আশাপূর্ণার জয়!

সকলে। জয়, জননী আশাপূর্ণার জয়!

(যজ্ঞেশ্বরের নিকট হইতে তাম্বূল ও চন্দন লইয়া শাবন্ত সিংহ পর্য্যায়ক্রমে সকলের ললাটে চন্দন-ফোঁটা ও হাতে তাম্বূল-বীড়া দান করিতে লাগিলেন। কুমার পিছু পিছু সকলের গলায় মালাদান করিতে লাগিলেন। উভয়পক্ষে নমস্কার ও আলিঙ্গন বিনিময়।)

শাবন্ত। বন্ধুগণ, দেশের অপমানের বিরুদ্ধে, রাজার অকল্যাণের বিরুদ্ধে, বিদ্রোহ ঘোষণার জন্যই, আমরা জিঘাংসা-উদ্দীপ্ত-হৃদয়ে, মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রার জন্য সমবেত হ'য়েছি। কিন্তু, এ পথে অগ্রসর হ'য়ে আর কোন গ্লানি মালিন্য অন্তরে বদ্ধ-মূল রাখা উচিত নয়! আসুন, আমরা মুক্তকণ্ঠে জননী জন্মভূমির জয় গান করতে করতে—শান্ত-নির্ম্মল-চিত্তে,—উত্তম আনন্দপূর্ণ প্রাণে, সময়োচিত কর্ত্তব্যপালনে অগ্রসর হই।—

সকলে। (গান।)

জয়, জননী জনমভূমি।
আর্য্য বীর্য্য শৌর্য্য প্রসূতি, রমণীয়া শিরোমণি।—
স্মৃতি মহিমায়, প্রীতি-জ্যোতিঃ ভায়, অতীত-পুলক কাহিনী
চির অভিনব তব গৌরব, চেতনা আলোক-বাহিনী।

শোণিত প্রবাহে, সন্ত্রমে বহে, তব সন্তান ধমনী।
সে কি ভুলিবার, ওগো মা আমার, সে কি ভুলিবার জননী।
আশীষ মা রণ-রঙ্গিনী
আশীষ মা রণ-রঙ্গিনী
প্লাবার মরণে, হোক শোভাময় সন্তানচয় জীবনী।

(প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

রণস্থলের একপ্রান্ত।

(রক্তাক্ত দেহে রক্তাক্ত-অসিহস্তে কুমারের প্রবেশ।)

কুমার। মুক্ত কৃপাণহস্তে মহাতেজে সংগ্রাম কর্‌তে কর্‌তে দেশ ভক্ত রাজপুত বীরগণ একে একে দেহত্যাগ কর্‌লেন, আমার যজ্ঞেশ্বর দাদাও, সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্রক্ষত নিয়ে ক্লান্ত-দেহে চিরনিদ্রায় চক্ষু বুজেছেন। এখনো আছি আমি,—পিতা,—আর ঐ সংগ্রামরত সাতজন রাজপুতবীর! আমার সর্ব্ব-দেহে অজস্র শোণিতস্রাব হ'চ্ছে, বাঁ হাতটা ছিন্নপ্রায়, তবু দক্ষিণ-বাহুতে ক্লান্তি শ্রান্তি নাই!—এখনো যুদ্ধ ক'র্‌ব,—এখনো প্রাণপণে যুদ্ধ ক'র্‌ব! প্রচণ্ড-উদ্যমে কর্ত্তব্য পালন কর্‌ব।—

বন্ধন-মুক্ত প্রাণ আজ উৎসাহ-প্রোজ্জ্বল! কি শান্তি; কি আনন্দ! প্রাণান্ত পরিশ্রমেও, আজ এ হাসির খেলায় আমার শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই! বিন্দুমাত্র ভীতি দুশ্চিন্তা নাই!— ঐ একদল মোগল-সৈন্য আস্‌ছে!

(একদল মোগল-সৈন্যের প্রবেশ ও কুমারের সহিত যুদ্ধ)

প্র-সৈ। ইয়া আল্লা (যুদ্ধ করিতে করিতে পতন)

কুমার। (দ্বিতীয় সৈন্যকে আঘাত ও তাহার পতন) যাও বন্ধু— আল্লার নাম কর্‌তে কর্‌তে হাসিমুখে চলে যাও—(তৃতীয়কে আক্রমণ) সাবধান, আমার অপরাধ নিও না ভাই, আত্মরক্ষা কর,—(যুদ্ধ, তৃতীয় সৈনিকের পতন।)

(নেপথ্যে। আল্লা আল্লা হো—)

কুমার। ওকি, মোগল-সৈন্যের উল্লাস গর্জ্জন? কে পড়্‌ল তা হ'লে?......যেই পড়ুক, এখন চেয়ে দেখ্‌ব না—(চতুর্থ সৈনিকের প্রতি) এস বন্ধু, তোমায় আমায় শক্তি-পরীক্ষা হোক্।

(উভয়ের যুদ্ধ)

(মানসিংহের প্রবেশ।)

মান। ধন্য, ধন্য, তরুণ হারবীর! যথেষ্ট হ'য়েছে,—

কুমার। (যুদ্ধ করিতে করিতে—) কে মহারাজ, মানসিংহ, (সৈনিককে আঘাত, তাহার পতন) মহারাজ (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) নমস্কার, (অস্ত্র ঘুরাইয়া) আসুন—

মান। ক্ষান্ত হও বীর, আর কেন?

কুমার। এখনো বাহুতে কিঞ্চিৎ শক্তি আছে মহারাজ, পরীক্ষা করুন।

মান। না বৎস, আর তোমায় অস্ত্রাঘাত কর্‌তে পার্‌ব না, তোমার পিতা গতাসু হয়েছেন……

কুমার। পিতা গতাসু হ'য়েছেন! কখন মহারাজ, কোথায়?—

মান। এই মাত্র,—ঐ ওখানে তাঁর মৃতদেহ পড়েছে, এস বীর-জন্মের শোধ পিতৃশরীর দর্শন কর্‌বে এস—

কুমার। চলুন।—(অগ্রসর হইয়া জন্তে ফিরিয়া) না মহারাজ, প্রয়োজন নাই, পিতার আদেশবদ্ধ আমি, আসুন,—আপনি যুদ্ধ করুন—সাবধান—আঘাত সম্বরণ করুন।

মান। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও বৎস—ক্ষান্ত হও—

কুমার। না মহারাজ, ক্ষমা করুন, পিতৃ-আজ্ঞা—

মান। (যুদ্ধ করিতে করিতে) এখনো কুমার—এখনো,—

কুমার। না মহারাজ, পিতার আদেশ—

মান। এখনো সময় আছে, এখনো বৎস, অস্ত্র ত্যাগ কর।

কুমার। শক্তি থাকৃতে নয় মহারাজ—অবাধ্যতা ক্ষমা করুন।

মান। (আঘাত করিয়া) এইবার!

কুমার। (পতন) বাধ্য হলুম মহারাজ! নমস্কার!—হাররাজের জয় হোক্, হারাবতীর মঙ্গল হোক্!

মান। কুমার! তরুণ হারবীর,—বৎস, ক্ষমা কর!

কুমার। ন্যায়ানুমোদিত কর্ত্তব্য মহারাজ, ক্ষুণ্ণ হবেন না,—যান, আপনার কর্ত্তব্য পালন করুন।

মান। তোমার আত্মার পারত্রিক মঙ্গল কামনা করি! বৎস, বল, এসময় কি বাসনা।

কুমার। শুধু মাত্র নিশ্চিন্ত বিশ্রাম!—

মান। তথাস্তু।

(প্রস্থান।)

কুমার। নিশ্চিন্ত হ'য়ে বিশ্রামের স্থান এই,—উর্দ্ধে অনন্ত উন্মুক্ত গগন, নিম্নে নিরাবরণা ধরণীবক্ষঃ! কোথাও কোনখানে এতটুকু আসক্তি মমতার বন্ধন নাই, চারিদিক্ উদাস মুক্ত!—পার্থিবের মোহলেশ আর প্রাণে নাই, শুভাশুভ কর্ম্মবন্ধ বহু দূরে চলে গেছে, আজ চারিদিকে অভিনব পুলক পাথার, নারায়ণ নারায়ণ,—

(আজীমুদ্দীনের প্রবেশ।)

আজী। এবার কেল্লা ফতে বাবা! সিংগীর বাচ্ছা মাটী নিয়েছে, বহুৎ আচ্ছা হোল, এবার দোস্ত বিজু সিংএর কেল্লাদারী মারে কে?—নিমকহারাম পিয়ারী সাহেবটা গেল কোন্ চুলোয়, এবার তাকে একহাত দেখে নেব!—কুমার ম'রেছে, এবার পিয়ারী সাহেবের কারদানী—হাঁ হাঁ—চোখ্‌টা এখনো রে, দেখি, দেখি, (হেঁট হইয়া দেখিতে লাগিল।)

(অলক্ষ্যে বিজয়সিংহের প্রবেশ।)

বিজয়। ঐ পিয়ারী সাহেব, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে ওর পিছুতে ঘুরছি,—এইবার চাঁদ,—এইবার (শরসন্ধানপূর্ব্বক শরক্ষেপ)

আজী। (অকস্মাৎ তীর-বিদ্ধ হইয়া) ওঃ, শয়তান দুষমন্, জান লিয়া!—

(পতন ও মৃত্যু।)

বিজয়। এঁ্যা, একি!—(নিকটে আসিয়া) আজিমুদ্দীন সাহেব! এ আফগানী চেহারা আমি যে পিয়ারী সাহেবের মনে করেছি! এ কি হোলো!

(সীতানাথের বেগে প্রবেশ।)

সীতা। (বিজয়ের স্কন্ধে ছুরিকাবিদ্ধ করিয়া) দেশদ্রোহী, কৃতঘ্ন!

(বিজয়ের পতন।)

(পিয়ারী সাহেবের প্রবেশ।)

পিয়ারী। নিমকহারাম, বেইমান, কাফের! বিজয় সিং,—তোমার অন্তরঙ্গ বিশ্বাসী বন্ধুর শেষে এই দুর্দ্দশা কর্‌লে!—

বিজয়। এঁ্যা—এঁ্যা, ভয়ানক যে! নরকের দাবাগ্নি দাহ...মার চোখের জলে পুঞ্জীভূত,—বাড়বানল-শিখা!...উঃ, বড় জ্বালাময়, মাতৃদ্রোহীর শাস্তি...কি ভীষণ, মহামায়া—মহামায়া—রক্ষা কর, উহু—গেলুম!

(মৃত্যু)

সীতা। পিয়ারী সাহেব, কুমার সিংহের শ্বাস বইছে যে,—একটু জলের চেষ্টা করুন। দেখুন যদি পান—

পিয়ারী। যেখান থেকে পাই, এখনি আন্‌ছি—তুমি সাবধান।

(দ্রুত প্রস্থান)

সীতা। কিল্লাদার জি, কিল্লাদাব জি—

কুমার। কে হাবিলদার? ডাক্‌ছ আমায়?—কোথায় তুমি? সরে এস একটু—

সীতা। এই যে আমি, কিল্লাদারজি, কি বল্‌ছেন্।

কুমাব। যাঁরা রইলেন, তাঁদেব দেখো; কাঞ্চনের কোন কষ্ট হ'তে দিও না, তাকে সাবধানে রেখো, আর সুচিত্রা—......

সীতা। কিল্লাদার জি,—কি বল্‌ছেন, সুচিত্রা মার কথা কি বল্‌ছেন বলুন—

কুমার। তাঁর কথা কিছু বল্‌বাব নাই। নিজের অদৃষ্টের ওপর কর্ত্তৃত্ব কর্‌বার অধিকার সে পেয়েছে, তার কথা আর ত কিছু বল্‌বার নাই......হাবিলদার, চরিত্রবলের ওপর শ্রদ্ধা রেখো,—আত্ম নির্ভরশীল হোয়ো, দেশের মঙ্গল তোমাদের দ্বারাই সংসাধিত হবে, ভেবো না।—উঃ, আর পার্‌ছি না, রসনা অসাড় হ'য়ে আস্‌ছে,—

(হরিবোলের প্রবেশ।)

হরি। চমৎকার দৃশ্য! হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

কুমার। কে ও হরিবোল! অন্তিম সুহৃদ্—আসুন, শিয়রে দাঁড়ান, ভাল ক'রে উচ্চারণ করুন হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!—জীবাত্মার বাহ্যচৈতন্য লুপ্তপ্রায়, এবার প্রণব-মন্ত্রে শান্তি উচ্চারণ করুন দেব!

হরি। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি,—

কুমার। শান্তি—(মৃত্যু)

(পিয়ারী সাহেব জল লইয়া প্রবেশ করিল।)

পিয়ারী। এই নাও, জল পেয়েছি, ওকি সীতানাথ—

সীতা। আর জল চাই না সাহেব, প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

পিয়ারী। কুমার! হায় বন্ধু, এতটুকু বিলম্ব সহ্য করতে পাবলে না?

(উন্মাদিনী-বেশে বিশাখার প্রবেশ, পিছু পিছু সুচিত্রা ছুটিয়া আসিল।)

সুচি। কোথা যাও, কোথা যাও বিশাখা, ফিরে এস।

বিশা। দাঁড়াও, বাঁশির গান থাম্‌ল কেন জেনে নিই, এই যে ঠাকুর, লুকিয়ে এসে ব'সে আছে, বাঁশির গান থাম্‌ল কেন? ঠিক ক'রে বল, সে থাম্‌ল কেন?

হরি। সমের মাথায় ঘা প'ড়েছে যে! চারিদিকটা চেয়ে ভাখো দেখি, বুঝ্‌তে পার্‌বে।

বিশা। (চারিদিক চাহিয়া) তাই ত এরা ত বেশ খেলায়

যেতেছে রাঙাজলে সাঁতার দিয়ে, মহানদী পার হ'য়ে, একই পথের যাত্রী সব, এক সাথে উধাও হ'য়ে চ'লেছে, বেশ মজা! —এরা সৌখীন লোক বটে। ঐ যে আবার সেই বাঁশীর গান! ঠাকুর, ঠাকুর, এবার পরিত্রাণের পথ খুঁজে পেলুম,—ঐ বাঁশীর সুরে মহা আহ্বানের আনন্দ ধ্বনি শুনতে পেলুম,—ঐ—ঐ ঠাকুর! তোমায় প্রণাম করি।

(প্রণাম ও পতন)

সকলে। একি! একি! ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ হ'য়ে গেল!—

সুচ। হরিবোল দাদা, বিশাখা একি করলে?

হার। এই বিশাখার নির্ব্বতি-বিধান ছিল। এই নির্ব্বতিই, আজ তার আত্মার পৌরুষশক্তির নামান্তর! স্থূল রহস্য বিপ্লবের পাকচক্রে জড়ীভূত হ'য়ে, সে সূক্ষ্ম তত্ত্ব সন্ধান অনুসন্ধিৎসু হ'য়ে উঠেছিল! তার পুরস্কার—এই—এই শান্তসঙ্গীতময়, আনন্দ সমাধি! মিছামিছি অনেকজন্ম জন্মেছিল, অনেকবার মৃত্যুদণ্ড ভোগ ক'রেছিল, এইবার সে সত্য মৃত্যুর মধ্যে চির-নির্ব্বাণ লাভ করলে! এবার মুক্তি।

(কাঞ্চনকে লইয়া জানকীর প্রবেশ।)

জান। সুচিত্রা দিদিমণি, উঠুন, কাঞ্চনকে যে রাখ্‌তে পারছি না আপনি আসুন, কাঞ্চনকে শান্ত করুন।

সীতা। দাও আমায় (কাঞ্চনকে বক্ষে লইল) তুমি ধর ওঁকে।

(ইন্দ্র সিংহের প্রবেশ।)

ইন্দ্র। (সুচিত্রার হাত ধরিয়া—) ফিরে এস ভগিনী—

সুচি। যাই দাদা, কাঞ্চনের সেবার ভার আমার মাথায় আছে; সে আমি ভুলে যাই নি। শ্বশুরকুলের শেষ চিহ্ন, স্নেহের ধন কাঞ্চন সিংহ, ওকে আমি বুকে ক'রে পালন কর্‌ব। ওর কথা মনে আছে, খুব মনে আছে।

হরি। যাও মা, সুচিত্রা ফিরে যাও—কঠিন ব্রতাবলম্বিনী সন্ন্যাসিনীর প্রাণ নিয়ে সংসারে ফিরে যাও—নিষ্কাম ধর্ম্ম-সাধনের অধিকারিণী,—মহা তেজস্বিনী, মহা ভাগ্যবতী নারী তুমি,—বিশ্ব-হিতে আত্মানন্দলাভে পরিতৃপ্ত হও। তোমার পাদস্পর্শে সংসার ধন্য হোক্। নিজের কর্ম্ম বলে তুমি জীবনে—জীবন্মুক্ত গতি লাভ কর। শান্তি!

যবনিকা পতন।
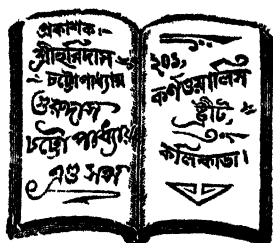
প্রিণ্টার—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মণ্ডল
"সিদ্ধেশ্বর প্রেস"
৭৭নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

নমো নারায়ণায়

উৎসর্গ

কল্যাণীয় স্নেহের সোদর,

শ্রীমান্ কমলকুমার নন্দী

দীর্ঘজীবেষু

শুভার্থিনী—

তোমার—নূতন দি।

শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত

অন্যান্য পুস্তক।

নমিতা ২৲ শেখ আন্দু ১॥০ মিষ্টিসরবৎ ১॥০ আড়াই-কাল ১॥০ জন্ম অপরাধী ১॥০

ইমানদার শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী প্রণীত

পুস্তকাবলী—

দিদি ২॥৵০ অন্নপূর্ণার মন্দির ১৸০ বিধিলিপি ২৲ অষ্টক ১॥০ আলেয়া ॥০ উচ্ছৃঙ্খল ১৲ শ্যামলী ২।০

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত

পুস্তকাবলী—

পোষ্যপুত্র ২॥০ বাগদত্তা ২৲ জ্যোতিহারা ২৲ উল্কা ১৲ চিত্রদীপ ১৲ মন্ত্রশক্তি ২৲ মহানিশা ২৲ মা ৩৲ বিদ্যারণ্য (নাটক) ১৲

মোহের প্রায়শ্চিত্ত

নাট্যোক্ত পাত্রগণ

বুন্দিপতি	
শাবন্ত-সিংহ	জনৈক সর্দ্দার (রাজ আত্মীয়)।
চৌহান সর্দ্দার	বৈদলাপতি।
রাও ভোজ	বুন্দির যুবরাজ।
কুমার সিংহ কাঞ্চন সিংহ	শাবন্ত সিংহের পুত্রদ্বয়।
যজ্ঞেশ্বর	শাবন্ত-সিংহের অস্ত্র-শিষ্য।
সীতানাথ সিংহ	যজ্ঞেশ্বরের অস্ত্র-শিষ্য।
ইন্দ্রজিৎ	চৌহান-সর্দ্দারের ভাগিনেয় কুমার-সিংহের বন্ধু।
আজিমুদ্দিন খাঁ সাহেব পিয়ারী খাঁ সাহেব	রিন্থম্বরবাসী সম্ভ্রান্ত আফগান ভ্রাতাদ্বয়।
বাহাদুর মিঞা	আজিমুদ্দিনের ভৃত্য।
মান সিংহ	মোগল-সেনাপতি।
আকবর-শাহ	মোগল-সম্রাট্।
বিজয় সিংহ	বুন্দির পদচ্যুত দুর্গাধ্যক্ষ।
বিক্রম	ঐ ভৃত্য।

সদানন্দ স্বামী

হরিবোল পাগল

শ্রীকৃষ্ণ, দুর্ব্বাসা। জ্ঞানময়, ব্রহ্মময় (দুর্ব্বাসা শিষ্যদ্বয়), চিন্ময় (জীবন্মুক্ত ভক্তযোগী), কাম, আত্মজ্ঞান, ধর্ম্মশক্তি, নিবৃত্তি, ক্রোধ,······প্রভৃতি। রাজপুত-সৈন্যগণ। মোগল-সেনানায়ক, দেওয়ান চরদ্বয়, প্রহরিগণ······ইত্যাদি।

নাট্যোক্তা পাত্রীগণ

বিশাখা — বুন্দিরাণীর ভ্রাতুষ্কন্যা।

বাণী — ঐ কন্যা।

সুচিত্রা — কুমারের বাগদত্তা পত্নী।

যোগীয়া — যজ্ঞেশ্বরের স্ত্রী।

জানকী — { রাজ-কন্যার দাসী
সীতানাথের বাগদত্তা স্ত্রী।

মহামায়া (অন্তঃপুরের ভূতপূর্ব্বা দাসী) বিজয়ের মাতা। (রাও ভোজের ধাত্রী) মেনকা, উর্ব্বশী, রম্ভা, প্রভা প্রভৃতি অপ্সরাগণ। লজ্জা, মান, ভয়। রুচি, প্রেম, ভাব। ভ্রান্তিবিকার কুমারীগণ। নিয়তি। প্রবৃত্তি। নীতিজ্ঞান। কল্পনাকুমারীগণ।

মানস লোক

কল্পনা-কুমারীগণ

গান

চাহিয়া তোমারি মুখ, গাহিতে খুলিয়া প্রাণ—
ভকতি আবেগে বুক, ভরি দাও ভগবান্ ।
মরণ কাতর জনে, প্রাণ-সুধা বিতরণে
অন্তরে শকতি দাও, কণ্ঠে মৃত্যুজয়ী তান ।
অনু পরমাণু মাঝে তব সত্যরূপ রাজে
অখণ্ড চেতনা-যোগে, যোগী বুঝে করি ধ্যান !
শব্দ ব্রহ্ম সাধনায়, ভাবে রূপ প্রতিষ্ঠায়
হে অরূপ, শুভরূপে, হও চিতে অধিষ্ঠান !
বাজায়ে চেতনাচ্ছন্দে, ও মহিমা লীলা-গান ।